স্রষ্টার সন্ধানে সত্যভূত

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

স্রষ্টার সন্ধানে সত্যভূত

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

[সত্যভূত সিরিজের একটি বই]

স্রষ্টার সন্ধানে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

(সত্যভূত সিরিজের একটি বই)

“স্রষ্টার সন্ধানের”

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

প্রকাশক : **শব্দরূপ**
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড (৩য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৮৮-০২-৭১৬৪৯৮৪ (অনু.)

একমাত্র পরিবেশক :
ঝিঙেফুল, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড (৩য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৮৮-০২-৭১৬৪৯৮৪, ০১৭১২৯৭৬৪০৯

প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১১

স্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ এবং কম্পোজ : ঝিঙেফুল

মুদ্রণ : আবেদ আর্ট প্রেস, ৬৬ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০

==========

Srostar Sondhane (in Bengli) by Md. Mostafijur Rahman, Price Tk.90.00
(লেখকের অনুমতি ছাড়া বইটির কোনরুপ কপি করা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ)

উ ।ৎ।স ।র্গ

প্রথমত ঃ আমার শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতাকে,
দ্বিতীয়ত ঃ ড. ইউসুফ মহাবুবুল ইসলাম (লেখক- অলৌকিক জীবন)
তৃতীয়ত ঃ নব-মুসলিম ব্রিটিশ বংশভূত মোহাম্মদ ইব্রাহীম হোপ
ও
মোহাম্মদ নূর-ই আলম সিদ্দীকি (শ্রী তপন কুমার তালুকদার),
ক্বারী ডাঃ মোঃ আব্দুল্লাহ আল্ আনছারী (শ্রী নারায়ন চন্দ্র মহন্ত)
এবং
যারা প্রকৃত সত্যের সন্ধানে নিরলস চেষ্ঠা করে যাচ্ছেন... ... ...

ঃঃ কিছু কথা ঃঃ

সকল প্রশংসা সেই সৃষ্টিকর্তার যিনি এই সু-উচ্চ আসমান, সু-বিস্তৃত জমিন এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তার মহান অধিপতি। যাঁর অপার অনুগ্রহে পাঠকবোদ্ধার কাছে তুলে ধরতে পেরেছি প্রকৃত সত্য-তত্ত্ব; উন্মোচন করতে পেরেছি সুস্পষ্ট সত্যের সু-প্রসারিত পথ।

সাধারণ পাঠকের পাঠ উপযোগী করে তোলার জন্য বইটি সহজ-সরল ভাষায় উপস্থাপন করেছি। তুলে ধরেছি, এক শ্বাশত সত্যের অমৃত বাণী। মিথ্যার মায়াজাল ছিন্ন করে উদ্ভাসিত করেছি চির সত্যের পথ। উন্মোচন করেছি আলোর দিক্-দিগন্ত; উদ্‌ঘাটন করেছি প্রকৃত সত্য তত্ত্বের অবারিত দ্বার।

এ বইয়ের প্রতিটি পরতে পরতে কেবলমাত্র সত্য আর মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নিরুপন করা হয়েছে- দৃঢ় তত্ত্বের ভিত্তিতে। বিদ্বেষাপূর্ণ মনোভাব বা বিরুদ্ধাচরণের আরম্বড় করা হয়নি। সম্মানিত পাঠকবোদ্ধা, সত্য প্রকাশ মানে ধর্মদ্রোহীতা নয়। অবরুদ্ধ সত্যের দ্বারকে উন্মুক্ত করায় মানব ধর্ম। মিথ্যার মায়াজালে সত্যকে গোপন করাতে কোন কীতিত্ব নাই- এ দাবি কেবলই মুক্ত মনা মানুষের। কারণ, নিরপেক্ষ মনের মানুষই যুক্তি মানতে পারে আর যে যুক্তি মানতে পারে সেই প্রকৃত জ্ঞানী। যারা যুক্তির বিপরীতে অযৌক্তিক কথার আড়ম্বর করেন, এ বই তাদের জন্য নয়। এই বই এ প্রত্যেক ধর্মকেই সম্মান প্রদর্শন পূর্বক প্রত্যেক ধর্মের মূলতথ্য তুলে ধরা হয়েছে। জগতের সকল মানুষের স্রষ্টা এক, ধর্ম অভিন্ন-এই চিরসত্যই তুলে ধরা হয়েছে। আর নয় ধর্ম নিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা- আসুন সকলেই নিজ নিজ ধর্মের চিরসত্য বাণীগুলোকে নিজের মধ্যে ধারণ করে শান্তির পতাকা তলে সমবেত হই।

সাধারণ পাঠকের কাছে আমার প্রার্থনা এই বই এ বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র থেকে যে সব প্রমানাদি পেশ করা হয়েছে, যদি কোন মহাত্মা সে সব প্রমানাদি ভুল-মিথ্যা-অশাস্ত্রীয় অপব্যাখ্যা বলে প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হন; তবে আমি একান্ত কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ স্বীয় ত্রুটি স্বীকার করে সংশোধন করতে বাধ্য থাকব।

(এ বইটি আমার কঠোর সাধনার নির্যাসিত ফল। এরপরও এর মধ্যে ছাপাগত অনেক ভূল-ভ্রান্তি থাকতে পারে। সম্প্রতি বইটির সংশোধন-সংযোজন, পরিবর্ধন-পরিমার্জনের কাজ চলছে।)

সত্য প্রকাশে নির্ভীক কলম

ঃঃ ভূমিকা ঃঃ

বিশ্ব যখন সভ্যতার চরম শিকড়ে পৌঁছেছে, মানুষের বিশ্বাস যখন বিজ্ঞানমুখী হয়েছে, সুস্পষ্ট জ্ঞান যখন উদ্ভাসিত হয়েছে, বিশ্ব সৃষ্টির গোপন রহস্য যখন বিজ্ঞানের ইস্পাতকঠিন প্রমানাদির কাছে মুখ থুবড়ে পড়েছে, পুরাকালের বস্তুবাদী ধারণার যখন অবসান ঘটেছে, ধর্ম গ্রন্থের সাপেক্ষে বিজ্ঞান যখন বিশ্বসৃষ্টি আর সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে- ঠিক তখনই প্রশ্ন উঠল ধর্ম গ্রন্থের বৈধতা নিয়ে।

বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে দমিয়ে রাখতে না পেরে পবিরর্তনশীল সমাজের সচেতন লেখকরা যুগে যুগে কমোর বেঁধে নেমে পড়েছিলেন ধর্ম গ্রন্থের সংস্করণে। পূর্ব সংস্করেণের ত্রুটি গুলো মুক্ত করে বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে ধর্মীয় গ্রন্থগুলোতে কেবল মাত্র যোগ-বিয়োগই সাধন করতে পেরেছিলেন- অধুনা বিজ্ঞানের সাথে তাল মিলাতে পারেননি। মিথ্যাকে ধামাচাপা দিতে গিয়ে সত্যের দ্বারকে অবরুদ্ধ করে ফেলেছিলেন। নিজেদের হাতে রচিত গ্রন্থ গুলোকে সৃষ্টিকর্তার প্রত্যাদেশিত বাক্য হিসাবে চালিয়ে দেওয়ার কতই না চেষ্ঠা করেছিলেন পরিশ্রমী লেখকবৃন্দ। গ্রন্থ গুলো বিশ্লেষণী মনে অধ্যয়ন করলে সে দৃশ্যই পরিদৃষ্ট হয়, চোখের সামনে ভেসে উঠে সম্মানিত লেখকবৃন্দের সুপরিকল্পিত ধৃষ্টতা। বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে পরীশ্রমী লেখকবৃন্দ এমন সব গাল-গপ্পের আড়ম্বর করেছিলেন যে, যা কেবলমাত্র অবৈজ্ঞানীকই নয় বরং অদ্ভূত আষাঢ়ে গল্প। বলা যায় বিজ্ঞান-বিদ্বেষী সাইন্সফিকশন আর ধর্মের নামে বিশ্ব স্রষ্টার বিরুদ্ধাচরন। বস্তুত চির সত্যের অবারিত পথ কে সংঙ্কুচিত করে, জাগতিক-মহাজাগতিক, জ্ঞাত-অজ্ঞাত সকল জ্ঞানের আধার, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত বিজ্ঞানের উৎস, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসীদের পার্থক্যকারী মহান স্রষ্টার প্রত্যাদেশিত গ্রন্থের অবশ্যম্ভাবী বিজয়দ্বার অবরুদ্ধ করার পাঁয়তারা করেছিলেন। স্রষ্টার নামে মিথ্যাচার এবং স্রষ্টার ভগ্নাংশ বিধানের প্রচেষ্টা আদৌও ফলপ্রসূ হয়নি। বরং নিজেদের কঠোরতম গোঁড়ামীর কারণে সত্য থেকে বিচুত্য হয়েছে... এ প্রসঙ্গে পবিত্র সত্ত্বা যিনি তাবত সৃষ্টির কারণ, তিনি বলেন ঃ-

"তারাই হেদায়তের বদলে ভ্রান্তি ক্রয় করেছে। কিন্তু তাদের এ ব্যবসা লাভজনক হয়নি, আর সত্য পথেও পরিচালিত নয়।"

- লেখক

স্রষ্টার সন্ধানেসত্যভূত

১. ধর্মের সংজ্ঞা (Definition Of Religion)

২. ধর্মের শ্রেণী বিভাগ (Categorizing Of Religion)

২.১ অঞ্চলভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ (Classification According Geographical Origin)

২.২ বিশ্বাসভেদে শ্রেণী বিভাগ (Classification According Beliefs)

২.৩ উৎপত্তি /জনসংখ্যার ভিত্তিতে শ্রেণী বিন্যাস (Classification According Development Period and Adherents)

৩ বিভিন্ন ধর্মের নাম (Name Of Different Religions)

৪ কোন ধর্ম পৃথিবীতে আগে এসেছে? (Which religion come first at the beginning in the Earth)

৫ ধর্মে ধর্মে সৃষ্টি তথ্য (Creation of Universe in Different Religions)

৬ প্রকৃতপক্ষে সকল ধর্মই একেশ্বরবাদী (All Religions Ultimately Believe in Monotheism)

৭ ধর্মে ধর্মে সেই মহামানব (One Superhuman in all Religiois)

৮ উপসংহার (Conclusion)

১. ধর্মের সংজ্ঞা (Definition Of Religion):

ধর্ম কি? মানব জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা কি? এটি বিজ্ঞানাগার নাসা কিংবা বেল-ডেল এর উদ্ভাবিত নতুন কোন সমস্যা নয়। বরং এ প্রশ্ন হাজার হাজার বছরের পুরানো। যুগে যুগে মানুষের মনে বারবার এ প্রশ্নটি নাড়াচাড়া দিয়ে এসেছে। 'বিজ্ঞানের সাফল্য' মানুষের মনকে যখন প্রসারিত করেছে, বিশ্বাসকে করেছে জয়,কল্পনাকে করেছে বাস্তব। জাগতিক গন্ডি ছেড়ে বিজ্ঞান যখন মহাজাগতিক চিন্তায় বিভোর, ঠিক তখনি আরো জোরালো ভাবে আবেদন আসল ধর্ম ও ধর্মের বৈধতা নিয়ে। প্রশ্ন উঠল সৃষ্টি-স্রষ্টা আর স্রষ্টার অস্তিত্ব নিয়ে। অধুনা বিজ্ঞান ছুটে চলেছে জাগতিক-মহাজাগতিক সৃষ্টি-স্রষ্টা আর স্রষ্টার স্বরুপের সন্ধানে। নিরন্তন চলছে সেই নিগূঢ় তথ্যের অনুসন্ধান। কোথায় এর উৎস? কে বা কারা সৃষ্টি করল এই ধর্ম? ধর্ম-ই কি পৃথিবীর মূল? না অন্য কিছু? অনুসন্ধিৎসু, জ্ঞান-পিপাষু আত্মার ছুটে চলা সেই শিকড়ের সন্ধানে। আজ আর অজানা নয়-উদ্ভাসিত হয়েছে সেই আলো, উন্মোচিত হয়েছে সেই নিগূঢ় তথ্য। অজ্ঞতার অন্ধকার ছিন্ন করে বেড়িয়ে এসেছে প্রকৃত ধর্মতত্ত্ব। মোদ্দা কথা যা ধারণ যোগ্য তাই ধর্ম (✓ধৃ [ধারণ] + ম = ধর্ম)। পরিদৃষ্ট এবং জ্ঞাত-অজ্ঞাত জগতসমূহের তাবত বস্তুকে সতন্ত্র (কোন কোন ধর্ম মতে একের অধিক) কোন স্রষ্টার সৃষ্টবস্তু জ্ঞান করে সেই অসীম-পরাক্রমশীল শক্তির আরাধনা পদ্ধতিকেই ধর্ম বলে। যেমন ঃ ইসলাম ধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম।

ব্যাবিলিয়ন অভিধান মতে " মানুষের অস্তিত্ব এবং বিশ্ব পরিমন্ডলের উপর যে বিশ্বাস - তাই ধর্ম।"

According to Babylon Dictionary- "Collection of beliefs concerning the origin of man and the universe."

অক্সফোর্ট অভিধান মতে- "কোন মহাজাগতিক শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করে সেই শক্তির আরাধনা করার নামই ধর্ম।"

According to Oxford Dictionary – "Belief in a superhuman controlling power especially in a personal GOD or LGODS entitled to obedience and worship."

অর্থাৎ বিশ্বাস -ই হল ধর্মের মূল কথা।

২. ধর্মের শ্রেণী বিভাগ (Categorizing Of Religion):

বিশ্বাস থেকেই ধর্মের সৃষ্টি। কথাটা আজ আর উপেক্ষিত নয়। বরং সুনির্দিষ্ট বিচার-বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের গোড়া থেকেই মানুষ এই বিশ্বাসকে লালন-পালন করে আসছে। কেবলমাত্র কালের গতিতে পাল্টে গেছে বিশ্বাসের শিকড়টা। একজন থেকে দুইজন, দুইজন থেকে ক্রমবর্ধমানভাবে বেড়েই চলেছে মানুষ। মানুষ থেকে মনের সৃষ্টি আর মন থেকে নানা মতের সৃষ্টি। এভাবেই আদিধর্ম থেকে সৃষ্টি হয়েছে নানান ধর্মের। বিশ্বাসও হয়েছে বহুমাত্রিক; কারো বিশ্বাস মহাজাগতিক বিষয়ে, কারো জাগতিক, কেউবা বস্তুতে বিশ্বাসী আবার কেউ অবিশ্বাসী। মূলত বিজ্ঞানের অনুপস্থিতি, অনুন্নত বিজ্ঞান আর জ্ঞানের সুস্থ্য পরিষ্ফুটনের অভাবেই মানুষের 'বিশ্বাস' মূল বিশ্বাস থেকে চুত্য হয়েছে। আর সেই সাথে বিশ্বাস, উৎপত্তি ও অঞ্চলভেদে গড়ে উঠেছে নানান ধর্ম। নিচে বিশ্বাস, অঞ্চল ও উৎপত্তিভেদে ধর্মগুলোর শ্রেণীবিন্যাস দেওয়া হলঃ

২.১ অঞ্চলভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ (Classification According Geographical Origin)
২.২ বিশ্বাসভেদে শ্রেণী বিভাগ (Classification According Beliefs)
২.৩ উৎপত্তি /জনসংখ্যার ভিত্তিতে শ্রেণী বিন্যাস (Classification According Development Period and Adherents)

অঞ্চলভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ (Classification According Geographical Origin)

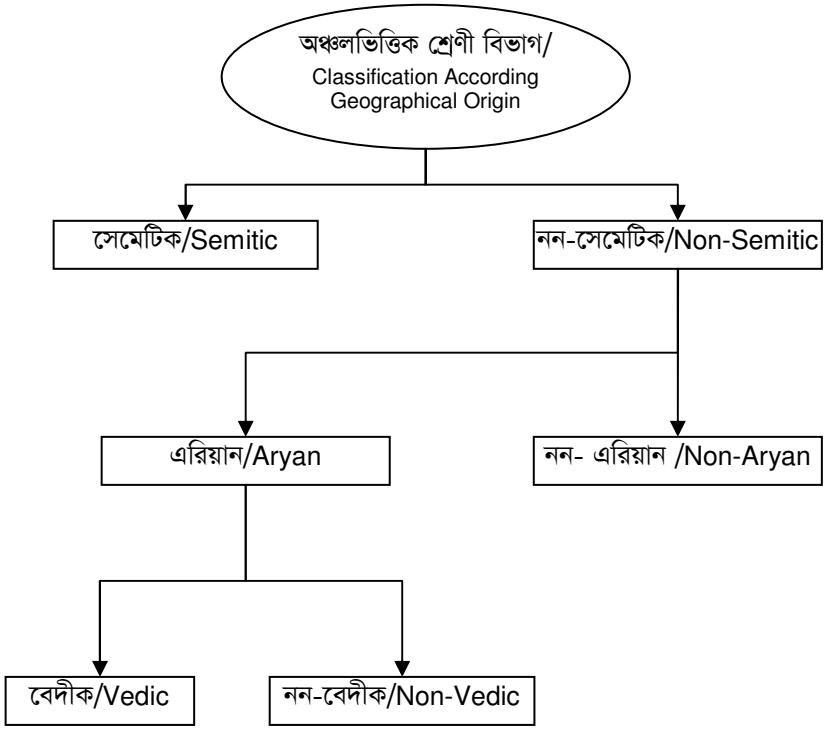

চিত্র-১ঃ অঞ্চলভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ

সেমেটিক/Semitic:

সেম (Shem) ছিল হযরত নূহ (আঃ) (বাইবেলে হযরত নূহ আঃ কে নোহা [Noah] বলা হয়েছে) এর পুত্র। সেম (Shem) থেকে এসেছে সেমেটিক (Semitic) শব্দটি। সেমেটিক অঞ্চলভূক্ত ছিল ইরাক, জেরুজালেম, জর্দান, তুর্কিস্তান, আরব-আমিরাত, আরব ইত্যাদি। এসব স্থানের ধর্মমত কে বলা হয় সেমেটিক ধর্ম। সেমেটিক ধর্ম মূলত হিব্রু, আরবীয়, আসিরীয়, ফিনিসীয় (Jews, Arabs, Assyrians, Phoenicians) জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ছিল। যেমন- ইসলাম (Islam),ইহুদী (Judaism), খ্রীষ্টান (Christianity) ইত্যাদি।

নন-সেমেটিক/Non-Semitic:

সেমেটিক বর্হিভূত অঞ্চল থেকে যে সব ধর্মের্র উদ্ভব হয়েছে সে সব ধর্মমত কে নন-সেমেটিক/Non-Semitic ধর্ম বলে। নন-সেমেটিক/Non-Semitic অঞ্চলের ধর্মগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে- এরিয়ান (Aryan) এবং নন-এরিয়ান (Non-Aryan)।

এরিয়ান /Aryan:

ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষাভুক্ত জনগোষ্ঠীর ধর্ম। মূলত আর্যভাষীদের (ভারত, পারস্য ইত্যাদি) ধর্ম। এই ধর্ম গুলোর উৎপত্তিকাল মোটামুটি ২০০০ থেকে ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। এরিয়ান (Aryan) ধর্মগুলোকে আবার দুই ভাবে বিভক্ত করা যায়- বেদীক/Vedic এবং নন-বেদীক/Non-Vedic.

বেদীক/Vedic ধর্ম ঃ যে সব ধর্মের মূল উৎস বেদ (অর্থাৎ যে সব ধর্মমত বেদকে সৃষ্টিকর্তার প্রত্যাদেশিত গ্রন্থ বলে সাব্যস্ত করে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে) সে সব ধর্মকে বেদীক/Vedic ধর্ম বলে। যেমন ঃ হিন্দু বা বক্ষধর্ম (Hinduism or Brahmanism)

নন-বেদীক/Non-Vedic ধর্ম ঃ যে সব ধর্ম বেদকে সৃষ্টিকর্তার প্রত্যাদেশিত গ্রন্থ বলে স্বীকার করতে নাজার এবং (অর্থাৎ যে সব ধর্মমত বেদের বৈধতা স্বীকার করে না) সে সব ধর্মকে নন বেদীক/ Non-Vedic ধর্ম বলে। যেমন ঃ বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, জোরাস্ট্রেয়ান ইত্যাদি (Buddhism, Sikhism, Jainism and Zoroastrianism etc)

নন- এরিয়ান /Non-Aryan:

কনফিউশিয়ানিজম, টয়োজম, সেন্টোজম হল নন-এরিয়ান ধর্ম। এই ধর্মগুলো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। যেমন কনফিউশিয়ানিজম, টয়োজম চীনের, সেন্টোজম জাপানের জনগোষ্ঠীর ধর্ম। এই ধর্ম গুলো ঈশ্বরে বিশ্বাসী নয়, সামাজিক মূল্যবোধ এবং নৈতিকতাই ধমর্রে মূল মন্ত্র।

২.২ বিশ্বাসভেদে শ্রেণী বিভাগ (Classification According Beliefs):

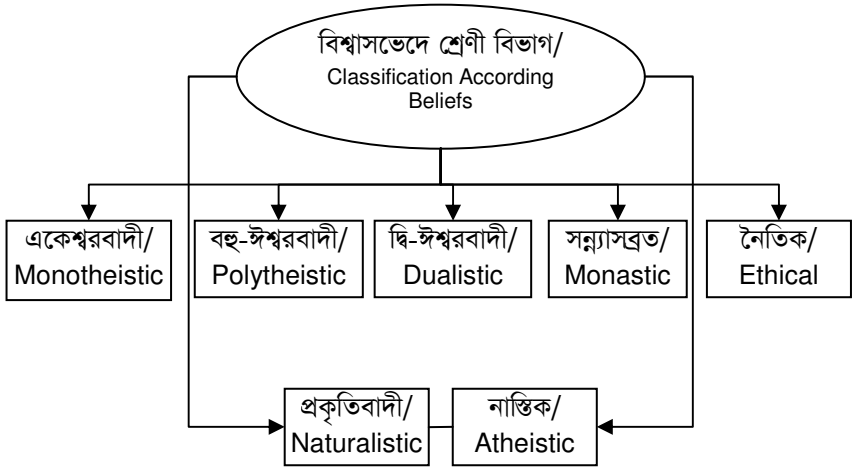

চিত্র-২ঃ বিশ্বাসভেদে শ্রেণী বিভাগ

একেশ্বরবাদী/ Monotheistic: ইসলাম, ইহুদী, খ্রীষ্টান, জোরাস্ট্রেইনিজম্, শিখ, কাউডিয়াজম্, বাহিজম্ (Islam, Judaism, Christianity, Zoroastrianism, Sikhism, Cao Daism, Bahaism)

বহু-ঈশ্বরবাদী/ Polytheistic: হিন্দু, সেন্টোইজম্ (Hinduism, Shintoism)

দ্বি-ঈশ্বরবাদী/ Dualistic: জৈন, ম্যান্ডানিয়েজম্, ম্যানিচেইনিজম্ (Jainism, Mandaeanism, Manichaeism)

সন্ন্যাসব্রত/ Monastic: বৌদ্ধ (Buddhism)

নৈতিক/ Ethical: কনফিউশিয়ানিজম, টয়োজম, বৌদ্ধ (Confucianism, Taoism, Buddhism)

২.৩ উৎপত্তি /জনসংখ্যার ভিত্তিতে শ্রেণী বিন্যাস (Classification According Development Period and Adherents):

নাম / Name	উৎপত্তি কাল/ Development Period	অনুসারী/ Adherents
ইসলাম (Islam)	সৃষ্টির সূচনা লগ্নে[১]	১.৪ বিলিয়ন (প্রায়)
হিন্দু (Hinduism)	২৯০০-২৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব[২]	৯০০ মিলিয়ন (প্রায়)
ইহুদী (Judaism)	১৪৪৫-১৪০৫ খীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে।	১৪.১ মিলিয়ন (প্রায়)
জোরাস্ট্রেইনিজম্ (Zoroastrianism)	১৪০০ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	২.৬ মিলিয়ন (প্রায়)
টায়োজম্ (Taoism)	৫৭০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।	৫০ মিলিয়ন (প্রায়)
বৌদ্ধ (Buddhism)	৫৬০-৪৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	৩৭৬ মিলিয়ন (প্রায়)
জৈন (Jainism)	৫২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	৪ মিলিয়ন (প্রায়)
কন্‌ফিউশ্‌নিজম্ (Confucianism)	৪৭৯ খ্রীষ্টপূর্ব	৬০০,০০০ (প্রায়)
ম্যান্ডানিয়েজম্ (Mandaeanism)	১ খ্রীষ্টাব্দ	৬৫,০০০ হাজার (প্রায়)
খ্রীষ্টান (Christian)	৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ২৯ খ্রীষ্টাব্দ	২.১ বিলিয়ন (প্রায়)
ম্যানিজেইজম্ (Manichaeism)	২১৬-২৭৬ খ্রীষ্টাব্দ	২ মিলিয়ন (প্রায়)
সিন্টেইজম (Shintoism)	৫৫২ খ্রীষ্টাব্দ	৪ মিলিয়ন (প্রায়)
শিখ (Sikhism)	১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দ	২২ মিলিয়ন (প্রায়)
কাউডিয়াজম (Cao Daism)	১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ	৪ মিলিয়ন (প্রায়)
বাহিজম্ (Bahaism)	২৩ - শে মে ১৮৪৪ সাল।	৬ মিলিয়ন (প্রায়)

১ এ প্রসঙ্গে প্রমাণাদি পেশ করা হয়েছে "কোন ধর্ম পৃথিবীতে আগে এসেছে?" শিরনামে।

২ বেদ-বেদান্তের দৃঢ় তত্ত্বের ভিত্তিতে আলচনা করা হয়েছে।

৩. বিভিন্ন ধর্মের নাম (Name Of Different Religions):

১. ইসলাম (Islam)
২. হিন্দু (Hinduism)
৩. ইহুদী (Judaism)
৪. জোরাস্ট্রেইনিজম্ (Zoroastrianism)
৫. টায়োজম্ (Taoism)
৬. বৌদ্ধ (Buddhism)
৭. জৈন (Jainism)
৮. কন্‌ফিউশ্‌নিজম্ (Confucianism)
৯. ম্যান্ডানিয়েজম্ (Mandaeanism)
১০. খ্রীষ্টান (Christian)
১১. ম্যানিজেইজম্ (Manichaeism)
১২. সিন্টেইজম (Shintoism)
১৩. শিখ (Sikhism)
১৪. কাউডিয়াজম (Cao Daism)
১৫. বাহিজম্ (Bahaism)
১৬. তাই চি (Tai chi)
১৭. মোহিজম (Mohism)
১৮. থেলের্না (Thelerna)
১৯. ভিসনাভিজম (Vaishnavism)
২০. স্প্রিটিজম (Spiritism)
২১. নিও-প্যাগান (Neo-Paganism)
২২. ইন্নোকিও (Ennokyo)
২৩. টেনরিকিও (Tenrikyo)
২৪. ইউনভার্সালিজম (Universalism)
২৫. রাসটাটারিয়ানিজম (Rastafarianism)
২৬. শয়তানিজম (Satanism)
২৭. ডিসকর্ডিয়ানিজম (Discordianism)
২৮. ফালুং গং (Falun Gong)
২৯. সামারিতানিজম্ (Samaritanism)
৩০. জুসে (Juche)
৩১. চু হাসি (Chu Hsi)
৩২. ফ্রেরুডায়ানিজম্ (Freudianism)
৩৩. মার্ক্সিজম্ (Marxism)
৩৪. এ্যাথিজম্ (Atheism)
৩৫. হিউম্যানিজম্ (Humanism)
৩৬. উইছা (Wicca)
৩৭. প্যান্থেজম্ (Pantheism)
৩৮. অ্যানিমিজম্ (Animism)
৩৯. ফাল্লিসজম্ (Fhallicism)
৪০. ইউনিটারিয়ানিজম (Unitarianism)

৪. কোন ধর্ম পৃথিবীতে আগে এসেছে? (Which religion come first at the beginning in the Earth):

বিশ্ব যখন সভ্যতার চরম শিকড়ে পৌঁছেছে, মানুষের বিশ্বাস যখন বিজ্ঞানমুখী হয়েছে, সুস্পষ্ট জ্ঞান যখন উদ্ভাসিত হয়েছে, বিশ্ব সৃষ্টির গোপন রহস্য যখন বিজ্ঞানের ইস্পাতকঠিন প্রমানাদির কাছে মুখ থুবড়ে পড়েছে, পুরাকালের বস্তুবাদী ধারণার যখন অবসান ঘটেছে, ধর্ম গ্রন্থের সাপেক্ষে বিজ্ঞান যখন বিশ্বসৃষ্টি আর সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে- তখনই চারদিক থেকে আওয়াজ তুলল ধর্ম, ধর্মের উৎপত্তি, ধর্মগ্রন্থ ও বহুমুখী বিশ্বাসের বৈধতা নিয়ে। প্রশ্নবানে জর্জরিত হল ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থগুলো- প্রশ্ন উঠল কোন ধর্ম পৃথিবীতে আগে এসেছে? বস্তুত ধর্মগুলোর উৎপত্তিকাল, অঞ্চলের ভিন্নতা এবং ধর্মাম্বলীদের বহুমুখী বিশ্বাস থেকেই এমন প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে। আবার কারো কারো মতে মানুষের স্বভাব থেকেই এমন প্রশ্ন বেড়িয়ে

এসেছে। স্বভাবগত কারণেই মানুষ তার আদি উৎসের সন্ধান করে। আসুন তালাস করে দেখি পৃথিবীর আদি ধর্ম কোনটি?
খ্রীষ্টান ধর্ম (৪ খ্রীষ্টপূর্ব থেকে ২৯ খ্রীষ্টাব্দ)। না এর আগেও অনেক ধর্ম ছিল। জৈন, বৌদ্ধ, জোরাস্টাইন,ইহুদী (খুব সম্ভব ১৪৪৫ থেকে ১৪০৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। ইহুদী-খ্রীষ্টান বাদে বাঁকি ধর্মগুলোর (জৈন, শিখ, বৌদ্ধ, জোরাস্টাইন) প্রত্যেক্ষ-পরোক্ষ উৎস ছিল সনাতন ধর্ম।

'সনাতন' শব্দটা শুধু লোক মুখে শুনতাম কিন্তু উপলব্ধি করতে পারতাম না শব্দটার মর্মকথা। হঠাৎ -ই জানার ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে এগুতে লাগলাম। হাতের কাছে তেমন ধর্মীয় পুস্তকও পেলাম না। যা পেলাম তাই নিয়ে চলতে থাকলাম। কিন্তু কোথাও কোন দিশা না পেয়ে ধর্মীয় মাথামোটাদের দ্বারে ধরনা দিলাম। বলতে গেলে একরকম তাদেরকে ব্রেণওয়াস পর্যায়ে ফেললাম। তারপরও উত্তর পেলাম না। তারপর-ই ছুটে চললাম গুরুদেবের কাছে। সেখানেও উত্তর পেলাম না। শুধু এতটুকুই পেলাম যে সনাতন মানে - নিত্য, পুরাতন। এতটুকু নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারলাম না। ধীরে ধীরে জানার ইচ্ছা আরো প্রবল হয়ে উঠল। বিভিন্ন প্রশ্নবানে হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হতে লাগল। বিশেষ করে যখন অন্য ধর্মের কেউ বুক ফুলিয়ে বলে উঠত যে -তাদের ধর্ম সনাতন। তখন গুরুদেবের কথাটা স্মরণ করতাম। সনাতন মানে নিত্য.....পুরাতন। কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করতে পারতাম না। তারা নানা ভাবে বুঝাতে চাইতো, প্রমাণও দাঁড় করাত। বেশ শক্ত করেই বলতঃ হিন্দু ধর্ম এসেছে যীশু খ্রীষ্টের জন্মের ২৯০০-২৫০০ বছর আগে। তখন ইহুদী ধর্মের কোন পাত্তাই ছিল না। আর গীতা, মনুসংহিতা, উপনিষদ, পুরান এগুলোও রচনা হয়েছে ২৫০০ থেকে মোটামুটি ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। তৌরাত তো সেদিনের কথা খ্রীষ্টের জন্মের মাত্র ১৪০০ বছর আগের কথা। বাইবেল তো তৌরাত এর নতুন সংস্করণ মাত্র। বাকি থাকল ইসলাম। মাইক্রোসফ্‌ট এ্যানকার্টা, এনসাইক্লোপিডিয়া বিটানিকা মতে ইসলাম এসেছে ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ৬০০ বছর পরে। আর বাকি যেসব ধর্ম আছে, সে গুলো তো খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০০ থেকে ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। সুতরাং আদি ধর্ম একমাত্র হিন্দু।

এতসব যুক্তিতর্কের দেয়াল ভেদ করে উঠতে পারতাম না। কেবলমাত্র নিরবশ্রোতার মতই শুনে যেতাম। এমন কি তাদের সামনাসামনি একটি বাক্যও ব্যয় করতাম না। একাকী ভাবতাম- তাহলে কি আমরা প্রথমে হিন্দু ছিলাম। তারপর কালক্রমে ইহুদী... জোরাস্টাইন... বৌদ্ধ..জৈন... খ্রীষ্টান এভাবে পারি দিয়ে এসেছি। আবার ছুটে গেলাম গুরুদেবের কাছে। প্রশ্ন করলাম কোন ধর্ম পৃথিবীতে আগে এসেছে? তিনি তার সাধ্যের মধ্যে উত্তর দিলেন- হিন্দু ধর্ম। হিন্দু ধর্ম কে সনাতন বা আদিধর্ম বলা হয়। আবার প্রশ্ন করে বসলাম- আদিতে পৃথিবীতে হিন্দু ছাড়া অন্য কোন ধর্ম ছিল কি? এবং প্রথম মানুষটা কি হিন্দুত্ব নিয়েই মর্ত্যভূমিতে এসেছিলেন? তিনি অতি ক্ষীণস্বরে জবাব দিলেন- শুধু হিন্দু ধর্মই ছিল। হ্যাঁ, ব্রহ্মা যিনি নরের আধার-নারায়ন নামে অভিহিত হন; তিনিই সর্ব প্রথম মনুকে তৈরী করেন। ধীরে ধীরে সনাতন শব্দের প্রতি আস্থা দৃঢ় হতে লাগল। সহপাঠিদের আসরে এবার আর চুপ থাকলাম না। সহসা বলেই ফেললাম হিন্দু সনাতন ধর্ম... এ বলেই চুপ থাকতাম না সঙ্গে এটাও বলতাম যে ধর্ম যখননি আসুক না কেন প্রকৃত ধর্মটাই আমাদের মেনে চলা দরকার। আবার প্রশ্নেবানে জর্জরিত হলাম। প্রকৃত ধর্ম কোনটি? জ্ঞানপিপাষু মনটাকে মানাতে পারছিলাম না। আরো গভীরে ঢোকার চেষ্ঠা করলাম। ধীরে ধীরে হিন্দু ধর্মের ভিতরে প্রবেশ করতে লাগলাম। নানান পুজা-পার্বন এ অংশ নিতে শুরু করলাম। খুব মনোযোগ সহকারে সেগুলো পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। প্রতি বছর স্বরস্বতী পুজার আয়োজনে আমার উপস্থিতি ছিল উল্লেখ করার মত। সহপাঠি হিন্দুরা আমার উপস্থিতিতে বেশ আনন্দ উপভোগ করত। আমাকে তাদের-ই একজন ভাবত। আমিও সেরুপ-ই করতাম। মূর্তি বানানো থেকে শুরু করে চাঁন্দা আদায়, দেবীর মাথার ফুল-চুল, পড়নের আকাশী রং-এর আড়াইহাতী শাড়ী কেনা, বাসকের পাতা, পলাশ ফুল সংগ্রহ করা থেকে থান বাঁধানো, পুজা, মন্ত্রজপতপ (যা দেবী সর্বভূতেষু বিদ্যা রুপেন সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নম নমঃ), তারপর দেবী বির্সজন। সব-ই করতাম। বুঝতে দিতাম না আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য। এভাবে চলতে থাকল দূর্গা পুজা, শিবপুজা, কালী পুজা, ঝাপড়ীপুজা, ডালপুজা, জৈষ্ঠ্যমাসের ষষ্ঠীপুজা । এর পাশাপাশি মাঝে মধ্যে গীর্জাতেও পাওয়া যেত। মসজিদে যে একবোরেই অনুপস্থিত তাও নয়। সেখানেও প্যাকেজ তিত্তিতে যাওয়া আসা করতাম। পাড়ার ধর্মভীরু ছেলেদের চোখে পড়ল শুধু পুজা -পার্বন। তাই চাপ আসতে শুরু করল বন্ধু মহল থেকে। অনেকেই সাহচার্য ত্যাগ করল। তারপরও থেমে থাকিনি । সেই প্রশ্নের টানে ছুটে চললাম বেদ-বেদান্ত-বাইবেল, উপনিষদ,

স্মৃতি-শ্রুতি-সংহিতা, আবেস্তা-এ্যানালেক্ট, ত্রিপিটক-তৌরাত, পুরান-কোরআন। দীর্ঘ সাধনার পর খুঁজে পেলাম সেই প্রশ্নের উত্তর।
যুক্তির আসরে বসে পড়লাম। বন্ধু মহলে বলেই ফেললাম সনাতন ধর্ম -ইসলাম। ইসলাম শব্দটা মুখ থেকে সম্পূর্ণ বেরুতে না বেরুতে সকলের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। একটা বিতৃষ্ণার ভাবও ফুটে উঠল। তাদের এই অবস্থা দেখে মনে হল ইসলাম শব্দটার প্রতি তাদের এমন ধারণা জর্ন্মেছে যে ইসলাম মানেই মোহাম্মদের বানানো কিছু...কোরান মানেই মানুষের লেখা অসুচী কিছু পুরাকালের কাহিনী...আর গো হত্যার পাপে পাপিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। এই ধরনাটাই বর্তমানে পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে ইসলাম মানেই জঙ্গিবাদ।

বেশ জোড়েসোড়ে একজন বলেই উঠল কোরআনের বৈধতা নিয়ে। আমি এ প্রশ্নের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। তার কথার জবাবে শুরু করলাম চুলচেরা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ।

জিজ্ঞেস করলাম হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে? একজন সহপাঠি বিজ্ঞের মতই উত্তর করল বেদ-বেদান্তের যুগে।
- আমি বললাম ওটা হিন্দু ধর্ম ছিল না।
- তাহলে কি ছিল?
- ওটা ছিল সনাতন ধর্ম। কারণ বেদ-বেদান্তের কোন স্থানে হিন্দু শব্দটা খুঁজে পাওয়া যায় না। শুধু কি তাই! ১০৮টি উপনিষদ (যেগুলোকে বলা হয় বেদ-বেদান্তের ব্যাখ্যা), ১৮টি পুরাণ, ৬টি স্মৃতি, রামায়ন-মহাভরত-গীতার কোন স্থানে হিন্দু শব্দটা একটিবারও পাওয়া যায়নি। না পাওয়ার-ই কথা। কারণ হিন্দু শব্দটির উৎপত্তি মোটামুটি ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সিন্দু বা ইন্দুস শব্দ থেকে। সিন্দু একটি নদীর নাম। এর আরো একটি নাম আছে-ইন্দুস। সিন্দু নদীটি চীনের তিব্বতে উৎপন্ন হয়ে হিমালয়ের পাদদেশ ঘেষে জম্মু-কাশমির হয়ে পাকিস্তানের উপর দিয়ে আরব সাগরে পতিত হয়েছে। এই নদীর তীরেই ২৫০০- ১৭০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্রঞ্জ যুগের সূচনা হয়। এই যুগের শেষের দিকে হিন্দু শব্দটির আবির্ভাব ঘটে। ১৯শতকে হিন্দু শব্দটি ইংরেজি অবিধানে অন্তর্ভূত হয়।

এবার আসি সনাতন শব্দের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে। সনাতন শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ থেকে। যার অর্থ দাঁড়ায়- নিত্য, চিরাচরিত (সংসদ বাংলা অবিধান মতে)। ইংরেজীতে Sanatana= Eternal (Everlasting, without end)। ভাষাবিদদের মতে সংস্কৃত ভাষার উদ্ভব ২০০০-১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। এবার তালাস করি ধর্মগ্রন্থগুলোর রচনাকাল।

বেদের রচনা কাল ঃ ১২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে।
উপনিষদের রচনা কাল ঃ ৭০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৪০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।
মহাভরতের রচনা কাল ঃ ৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৪০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।
রামায়নের রচনা কাল ঃ ৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।
শ্রীমদ্ভগবতগীতার রচনাকাল ঃ ২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।
মনুসংহিতার রচনা কাল ঃ ২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৩০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।
পুরানের রচনা কাল ঃ ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ।

তাহলে বলা যায় সনাতন ধর্মের আবির্ভাব মোটামুটি ২৯০০ থেকে ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে।

এবার যাচাই করে দেখি হিন্দু ধর্ম আদৌ সনাতন কিনা? এর জন্য আমাদের জানা দরকার হিন্দু ধর্মের উৎস সম্পর্কে। কোথায় খুঁজে পাই সেই উৎস? ধর্ম গ্রন্থের পাতায় পাতায় তাল্লাসি চালাতে শুরু করলাম। গ্রন্থগুলোর রচনাকাল ছাড়া কিছুই পেলাম না। আবার সেই গুরুদেবকে স্মরণ করলাম। গুরুদেব খানিকক্ষণ চিন্তা করার পর বললেন- দু'এক দিন পরে এসো। বুঝতে পারলাম তার স্টোরেজ শেষ হয়ে এসেছে। দু'দিন পর আবার গেলাম। সামনে দাঁড়েতেই ইশারা ইঙ্গিতে বুঝাতে চেষ্ঠা করলেন। আমি বুঝলাম না। তারপর তিনি সবিস্তারে বললেন - স্রষ্টার আরাধনা। অর্থাৎ মূর্তি পুজা। পুজার মাধ্যমে বিভিন্ন দেব-দেবীকে তুষ্ঠ করে সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জীবন-যাপনই সনাতন ধর্মের মূল।

গুরুদেবকে প্রশ্ন করলাম- মূর্তি পুজার সূচনা সম্পর্কে। জানতে চাইলাম আজ থেকে কত বছর পূর্বে শুরু হয়েছিল মূর্তি পুজা ? তিনি উত্তর দিতে পারলেন না। বললেন অনেক আগে। পৃথিবীতে যখন প্রথম মানুষ এসেছিল তখন থেকে। আমি তার উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। সন্ধান করতে লাগলাম মূর্তি পুজার শিকড়। কে, কখন, কিভাবে মূর্তি পুজা শুরু করেছিল? একদিন সেই সত্যের সন্ধান পেলাম*-

"ওয়াদ ছিল কালর গোত্রের মূর্তি। দুমাতুল জন্দল নামক স্থানে ছিল এর মন্দির। সুয়া ছিল মক্কার নিকটবর্তী হোযায়ল গোত্রের মূর্তি। ইয়াগূস ছিল প্রথমে সুরাদ গোত্রের এবং পরে বনী গাতিকের দেবতা। এর আস্তানা ছিল সাবার নিকটবর্তী জাওফ নামক স্থানে, ইয়াউক ছিল হামাদান গোত্রের মূর্তি। আর নাস ছিল যুল-কালা গোত্রের হিময়ার শাখার মূর্তি। নাসর নূহের কওমের কিছু সংখ্যক লোকের নাম ছিল। এ লোকগুলো মারা গেলে তারা যেখানে বসে মজলিস করত, শয়তান সেখানে কিছু মূর্তি তৈরী করে স্থাপন করে। কিন্তু তখনও ঐসব মূর্তির পুজা করা হত না। পরে মূর্তির উদ্ভাবক লোকগুলো মৃত্যু বরণ করলে মূর্তিগুলো সম্পর্কে সত্যিকার জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে পড়ে এবং লোকজন সেগুলো পুজা করতে শুরু করে।"

(পবিত্র বোখারী শরীফ, অনুবাদঃ শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক, পৃষ্ঠা -৬১১-৬১২ এবং পবিত্র কোরআনে বর্ণিত সূরা নূহ এর ২৩ নং আয়াত)

উল্লেখ্য, প্রকৃতপক্ষে শয়তান নিজে সেখানে মূর্তি তৈরী করে স্থাপন করেনি। বরং কথাটির ভাবার্থ এই যে শয়তানের প্ররোচনায় নাসর বংশের উত্তরসূরীরা উক্ত স্থানে গুটিকতক মূর্তি স্থাপন করেন যাতে করে তাদের বসার জায়গাটা কালের প্রবাহে নিঃচিহ্ন হয়ে না যায়। মূলত নাসরদের স্মরণেই সেই সব প্রতিমূর্তি তৈরী করা হয়েছিল যাতে পরবর্তীরা নাসরদের (নূহ আঃ এর কওমের কিছু সৎ লোক) কৃতকর্মকে মনে রাখেন। নাসর বংশের অধঃস্তন পুরুষেরা তখনো সেই সব মূর্তির পূজা করত না। কালক্রমে মূর্তি গুলো সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান বিস্মৃত হয়ে গেলে স্রষ্টাসন্ধানী অল্পজ্ঞান মানুষ সে সমস্ত মূর্তির পূজা শুরু করে দেয়।

এভাবেই মূর্তি পুজা কালক্রমে ধর্মে রুপান্তরিত হয়েছে। এটা ছিল ২৯০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ঘটনা। আজ থেকে প্রায় ৪৯০৬ বছর পূর্বের ঘটনা। যদি সনাতন ধর্ম চিরাচরিত বা আদি ধর্ম হত তবে পৃথিবীর সৃষ্টিকাল হত ৪৯০৬। বাইবেলের আদি পুস্তক হিসেবে ব্রহ্মসমাজের দাবিটা কিন্তু অযৌক্তি নয়। বাইবেলের আদি পুস্তক মতে (১৯৭৫ সালের হিব্রু ক্যালেন্ডার অনুযায়ী) ৫৭৩৬ বছর আগে পৃথিবীতে মানুষের আর্বিভাব ঘটেছিল। যা আধুনিক বিজ্ঞানের ইস্পাতকঠিন তথ্যের কাছে খুবই অসহায়।

যে সনাতনের দর্পে শ্বাস ফেলতে দিতনা ব্রহ্মসমাজ; সেই সনাতন ধর্মের সৃষ্টি সম্পর্কে সাহিত্যগুরু, ধর্মরত্ন শ্রীগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর "সঞ্চয়" গ্রন্থে কি বলে গেছেন একটু পড়ে দেখুন তাহলেই মূর্তি পুজার রহস্যটা উদ্‌ঘাটন হবে।

"সঞ্চয়" গ্রন্থের 'ধর্মের নবযুগ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ
"মূর্তিপুজা সেই অবস্থারই পুজা- যে অবস্থায় মানুষ বিশেষ দেশকে বিশেষ জাতিকে বিশেষ বিধিনিষেধ সকলকে বিশ্বের সহিত অত্যন্ত পৃথক করিয়া দেখে- যখন সে বলে যাহাতে আমারই বিশেষ দীক্ষা তাহাতে আমারই বিশেষ মঙ্গল;"

"বস্তুত মূর্তিপুজা সেইরুপ কালেরই পুজা- যখন মানুষ বিশ্বের পরম দেবতাকে একটি কোন বিশেষ রুপে, একটি কোন বিশেষ স্থানে আবদ্ধ করিয়া তাহাকেই বিশেষ মহাপুণ্যফলের আকর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে অথচ মহাপুণ্যের দ্বারকে সমস্ত মানুষের কাছে উন্মুক্ত করে নাই,"

"মূর্তিপুজা সেই সময়েরই- যখন পাঁচ সাত ক্রোশ দূরের লোক বিদেশী, পরদেশের লোক ম্লেচ্ছ, পর-সমাজের লোক অশুচি, এবং নিজের দলের লোক ছাড়া আর সকলেই অনধিকারী- এক কথায় যখন ধর্ম আপন ঈশ্বরকে সংকুচিত করিয়া সমস্ত মানুষকে সংকুচিত করিয়াছে এবং সকলের চেয়ে গ্রাম করিয়া ফেলিয়াছে।"

(সঞ্চয়- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বিশ্বভারতী ১৯৭০, পৃঃ ৩৯-৪১)

শ্রীগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাথার্থ-ই বলেছেন। একথাটা না বললে আজ রবীঠাকুরও মন্দিরে মন্দিরে পূজিত হতেন।

এ পর্যায়ে তো সনাতন শব্দের অর্থ দাঁড়াল একটি নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থানে গুটিকতক মানুষের সৃষ্ট ধর্মমত। হ্যাঁ, সনাতন কথাটাকে একেবারেই অবজ্ঞা করা ঠিক হবে না। এক অর্থে সনাতন শব্দটির ব্যবহার যথার্থ-ই রয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্ব-পুরুষ ভিত্তিতে যে ধর্মের প্রসার লাভ - সে ধর্মকে এর চাইতে ভাল শব্দ দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা সত্যিই দুরূহ।
- সহপাঠির একজন আগবাড়িয়ে বলে উঠল ঃ <u>তাহলে কি এর আগেও কোন ধর্ম ছিল?</u>

- ঠিক তাই। সনাতন ধর্মের উৎপত্তি কাল ধরে যদি সামনে এগিয়ে যাই তাহলে দেখতে পাব আরো একটা ধর্মের অস্তিত্ব ছিল। ২৯০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের শেষের দিকে প্রথম মূর্তি পুজা শুরু হয়েছিল। বাইবেলের আদিপুস্তক ও নতুন সংস্কর মতে তখন ছিল নূহ (আঃ) এর যুগ। সেই যুগে সাড়াবিশ্ব প্লাবিত হয়েছিল। সনাতন ধর্মের মনুসংহিতায়ও এই প্লাবনের কথা বলা আছে। ব্রহ্মা তখন মৎস্য রুপে মনুকে আদেশ দিয়েছিলেন নৌকা তৈরী করতে। প্লাবন শেষে সেই নৌকা বেঁধে গিয়েছিল পাহাড়ে। কোরআনে জুদি আর বাইবেলে আরারাত বলা হয়েছে সেই পাহাড়কে। নূহকে তারা মনু নামে আখ্যায়িত করেছে। মনুই ছিলেন পৃথিবীর প্রথম মানুষ (পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব যদি ৫৭৩৬ বছর আগে হয় তবে মনুকে প্রথম মানুষ হিসেবে মানতেই হয়)। বেদ-বেদান্ত, স্মৃতি-শ্রুতি, পুরানে মনুকেই প্রথম মানুষ বলা হয়েছে। মনু শব্দ থেকেই মানুষ শব্দের উৎপত্তি। যেহেতু পৃথিবীর প্রথম মানুষটির কাছে থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এই ধর্মের প্রসার লাভ করেছে সেই হেতু সনাতন নামটা অযৌক্তিক নয়।

কিন্তু বাইবেলের আদিপুস্তক মতে নূহের (যাকে ভগবত ধর্মে মনু বলা হচ্ছে) আগেও আরো দশ পুরুষ ছিল (লেমক, মথুশেলহ, ইনোক, জেরদ, মহললেল, কৈনন, ইনোশ, শেথ, হজরত আদম (আঃ))।

এখন প্রশ্ন এসে যায় নূহ (আঃ) কোন ধর্মানুসারী ছিলেন? তাহলেই পাওয়া যাবে কাঙ্খিত পশ্নের জবাব। আসুন তালাস করি নূহ এবং তাঁর পূর্ব পুরুষের পরিচয়।

বাইবেলের আদিপুস্তক (৬ ঃ ৯) এ দাবি করছে নূহ (আঃ) ইহুদীদের নবী।

Ge:6:9: These are the generations of Noah: Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God.

অর্থঃ " নোহের বংশ-বৃত্তান্ত এই। নোহ তৎকালীন লোকদের মধ্যে ধার্মিক ও সিদ্ধ লোক ছিলেন, নোহ ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিতেন।"

(বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত পবিত্র বাইবেলঃ আদিপুস্তক ঃ ৬ঃ ৯)

বাইবেলের নতুন নিয়মের মথি (২৪ঃ ৩৭-৩৮) এ নোহার কথা উল্লেখ আছে।

M't:24:37: But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be.

M't:24:38: For as in the days that were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noe entered into the ark,

"৩৭বাস্তবিক নোহের সময় যেরূপ হইয়াছিল, মনুষ্যপুত্রের আগমনও তদ্রুপ হইবে। ৩৮ কারণ জলপ্লাবনের সেই পূর্ববর্তীকালে, জাহাজে নোহের প্রবেশ দিন পর্যন্ত, লোকে যেমন ভোজন ও পান করিত।"

(বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত পবিত্র বাইবেলঃ মথি ঃ ২৪ঃ ৩৭-৩৮)

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা হূদ এর ২৫ নং আয়াতে হযরত নূহ (আঃ) এর নবুয়্যতের প্রমাণ পেশ করে বলছেন ঃ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

ইংরেজী উচ্চারণ ঃ Walaqad arsaln[a] noo[h]an il[a] qawmihi innee lakum na[th]eerun mubeen(un)

ইংরেজী অনুবাদ ঃ We sent Noah to his people (with a mission): "I have come to you with a Clear Warning:
[Al-Qur'an, 011.025 (Hud)]

অর্থঃ "আর আমি অবশ্যই নূহকে তার কওমের নিকট রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি, আমি তোমাদের স্পষ্ট সাবধানকারী।"

(সূরা-হূদ ঃ আয়াত ২৫)

তিনটি গ্রন্থই নূহের নবুয়্যত্ব দাবি করতে পারে। সঠিক করে বলা কঠিন নূহ কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন?

যদি বলা হয় নূহ বা নোহা একেশ্বরবাদী ছিলেন তারপরও প্রশ্নটা থেকেই যায়। কারণ এই তিনটি ধর্মের মূলমন্ত্র হচ্ছে একেশ্বরবাদ। অন্যদিকে নূহকে মনু নামে আখ্যায়িত করে ভগবত ধর্মও দাবি তুলেছে। সুতরাং আমাদেরকে তালাস করতে হবে ধর্ম গ্রন্থগুলো। জ্ঞান-বিজ্ঞান আর প্রমাণের ভিত্তিতে দেখতে হবে কোন গ্রন্থটি তার দাবির স্বপক্ষে অনড় ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

৫. ধর্মে ধর্মে সৃষ্টি তথ্য (Creation of Universe in Different Religions):

অধুনা যুগে মানুষ অনেকটা বিজ্ঞান নির্ভর হয়ে পড়েছে। জীবনের সব কিছু বিজ্ঞানের কষ্টি পাথরে মূল্যায়ন করতে শিখেছে। বিজ্ঞানের নব-নব সাফল্যই মানুষের বিশ্বাসকে বিজ্ঞানমুখী করে ফেলেছে। তাই ধর্মগ্রন্থগুলোর বৈধতা বিজ্ঞানের নিক্তিতেই যাচাই-বাচাই করা উচিত। আমি এখানে বিজ্ঞানের সেই সব তথ্য প্রামাণদির কথা বলছি -যা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সন্দেহাতীতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। এবার আসুন সর্ব প্রথম আমরা ভগবত ধর্ম দিয়ে শুরু করি।

পুরান। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বেদের দুর্বোধ্য অংশ সমূহ কলিকালের মনুষ্যগণের হৃদয়ঙ্গম করা অতীব কঠিন চিন্তা করে বেদের সারাংশ সঙ্কলন পূর্বক উপাখ্যানচ্ছলে "পুরাণ সংহিতা" রচনা করেন। ভগবত ধর্মে মোট পুরাণের সংখ্যা ১৮ আর উপপুরাণের সংখ্যা ৩৬০ টি। ১৮ টি মূল পুরাণের একটি হল পদ্মপুরাণ। পদ্মপুরাণে বর্ণিত সৃষ্টি তথ্য আর বিজ্ঞানের সুপ্রতিষ্ঠিত তথ্যের মধ্যে কতটা ফারাক একটু অনুসন্ধান করা যাক।

"- আদিতে পৃথিবীর কোন আকার ছিল না। চারদিকে জল দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল।

- অনাদির আদি শ্রীহরি বটের পাতার তৈরী শয্যায় শয়ন করে সেই জলের উপর ভাসতে লাগলেন। আর মহালক্ষ্মী বসলেন শ্রীহরির পদসেবা করতে।
- শ্রীহরির দুই কর্ণমল হতে সহসা একদিন জন্মগ্রহণ করল বলশালী দুই দৈত্য- মধু ও কৈটভ। চিৎকার করে তারা শ্রীহরির নিদ্রা ভঙ্গ করল।

- ব্রহ্মা দৈত্য ভয়ে শ্রীহরির নাভিপদ্মে আত্মগোপন করলেন এবং মহামায়ার সাহায্য প্রার্থনা করলেন। এরপর শ্রীহরির সঙ্গে ৫০ হাজার বছর যুদ্ধ চলল দৈত্যদ্বয়ের।

- শ্রীহরির দৈত্যদ্বয়কে পরাস্থ করলেন। দৈত্যদ্বয়ের মেদ থেকে সৃষ্টি হল পৃথিবী বা মেদিনী।

- শ্রীহরির নাভী থেকে ব্রহ্মা, হৃদয় থেকে বিষ্ণু ও ললাট থেকে শিব আবির্ভূত হল।"

*(**পদ্ম পুরাণ** - রাধানাথ রায় চৌধুরী, প্রকাশক- শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯। প্রকাশকাল- জুলাই, ২০০০, পৃষ্ঠা নং-৯-১০, পদ্মপুরাণের সারাংশ থেকে গৃহীত এবং ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণের ব্রহ্মখন্ড দ্রষ্টব্য)*

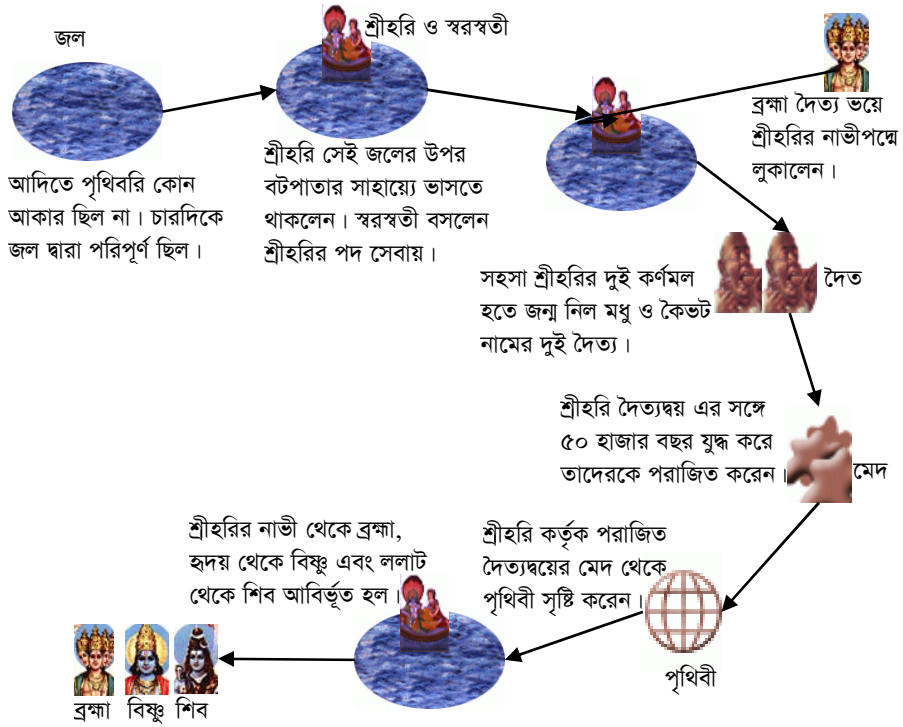

চিত্র ঃ পদ্মপুরাণ অবলম্বনে মহাজাগতিক সৃষ্টি তথ্য

প্রথমত ঃ আদিতে পৃথিবীর কোন আকার ছিল না, চারদিকে জল দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। সৃষ্টি সম্পর্কিত এই কথাটি প্রায় সকল ধর্মেই পাওয়া যায়। জল-ই জীবের আদি রুপ- এটা ছিল এক সময়ের বৈজ্ঞানিক থিওরী। বিজ্ঞানের আশু কল্যাণে নব নব উন্নতিসাধনে অধুনা বিজ্ঞানের ইস্পাতকঠিন সুপ্রতিষ্ঠিত প্রামাণাদির কাছে ধোপে টিকে না সেই ধারনা। আজ বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে মহাজাগতিক সৃষ্টি রহস্য। যা বিগ ব্যাংক থিওরী নামে পরিচিত।

দ্বিতীয়ত ঃ অনাদির আদি জলের উপর ভাসতে থাকলেন বট পাতার সাহায্যে। যেখানে বটগাছের-ই খবর নেই সেখানে বটপাতা কোথায় পেলেন শ্রীহরি? হয়ত পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে শখবশত শ্রীহরি প্রথমে বটগাছটিই তৈরী করেছিলেন। সে যাই

হোক, মহালক্ষ্মী করছিলেন শ্রীহরির পদসেবা। এই মহালক্ষ্মী কোথা থেকে আসলেন? এ পর্যায়ে মহালক্ষ্মীর পরিচয়টা তুলে ধরা দরকার। মহালক্ষ্মী যাকে বিদ্যার দেবী বলা হয়। তিনি হলেন মহামায়া দেবী দূর্গার কন্যা। ব্রহ্মার সহধর্মিনী। তাহলে মহাজগত সৃষ্টির পূর্বে অনাদির আদি আরো অনেককেই সৃষ্টি করেছিলেন। যে অনাদির আদি সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টার তিনি নাকি পদসেবার জন্য রাখলেন বক্ষার স্ত্রীকে। এটা কি হাস্যকর বিষয় নয়?

তৃতীয়ত ঃ শ্রীহরির দুই কর্ণমল হতে সহসা একদিন জন্মগ্রহণ করল বলশালী দুই দৈত্য- মধু ও কৈটভ। চিৎকার করে তারা শ্রীহরির নিদ্রা ভঙ্গ করল। অর্থাৎ স্রষ্টা ঘুমের ঘরে নিমজ্জিত ছিলেন আর তারই বিনা অনুমতিতে কর্ণ থেকে জন্মগ্রহণ করল দুই দৈত্য। জগতের পিতা যদি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে থাকেন তবে সৃষ্টির দেখাশুনার দায়িত্বভার নিবেন কে?

চতুর্থত ঃ ব্রহ্মা দৈত্য ভয়ে শ্রীহরির নাভিপদ্মে আত্মগোপন করলেন এবং মহামায়ার সাহায্য প্রার্থনা করলেন। এরপর শ্রীহরির সঙ্গে ৫০ হাজার বছর যুদ্ধ চলল দৈত্যদ্বয়ের। শ্রীহরির কর্ণ থেকে উৎপন্ন হয়ে শ্রীহরির সাথেই শুরু করে দিল যুদ্ধ। এ যেন স্রষ্টার বিরুদ্ধে সৃষ্টির যুদ্ধঘোষনা। স্রষ্টার কি ক্ষমতা ছিল না মূহুর্তেই তাদের ধ্বংস করে দেওয়ার ? কেন ৫০ হাজার বছর যুদ্ধ করতে হল তারই সৃষ্ট দৈত্যের সাথে? বেদ-পুরান-স্মৃতি-শ্রুতি ব্রহ্মাকে দিয়েছে ভগবানের সার্টিফিকেট। ভগবান নাকি ভয় পেলেন শ্রীহরির সৃষ্ট দৈত্য দেখে। তাহলে কি ভগবানেরও ভয়-ভীতি আছে?

পঞ্চমত ঃ শ্রীহরি দৈত্যদ্বয়কে পরাস্থ করলেন। দৈত্যদ্বয়ের মেদ থেকে সৃষ্টি হল পৃথিবী বা মেদিনী। পৃথিবীর আকার সম্পর্কে পুরাণ লেখকের ধরনা কতটা স্বচ্ছ ছিল? তিনি জানতে কত পরিমাণ মেদ দিয়ে পৃথিবী সৃষ্টি করা যায়। দুই দৈত্যের মেদে সৃষ্টি হল মেদিনী। তাহলে পৃথিবী হল দৈত্য রাশির। দুষ্টের (দৈত্যের) মেদ দিয়ে যখন তৈরী তখন অপবিত্রও বলা যেতে পারে।

ষষ্ঠত ঃ শ্রীহরির নাভী থেকে ব্রহ্মা, হৃদয় থেকে বিষ্ণু ও ললাট থেকে শিব আবির্ভূত হল।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু,শিব যদি শ্রীহরির থেকেই উদ্ভব হন তবে শ্রীহরিকে একক সত্ত্বা হিসেবে স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু কিছু কিছু গ্রন্থে বিষ্ণুকে শ্রীহরি বলা হয়েছে। আবার কোথাও ব্রহ্মাকে বলা হয়েছে শ্রীহরি। আবার ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয়েছে শ্রীহরি বা পরব্রহ্ম। যদি ভগবান বিষ্ণু 'শ্রীহরি' হন তবে গল্পটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? সাত খন্ড রামায়ন পড়ে সীতা হল রামের পিতা - তাই নয় কি?

এবার আসি সেই গ্রন্থের কথায়- বহু যুগ ধরে যে 'স্মৃতি' বা সংহিতা ভারতের হিন্দুসমাজকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। মনুস্মৃতি বা মনুসংহিতা বললেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে নানা বিধিনিষেধের প্রাচীর ও শৃঙ্খল। কিন্তু আদপে তা নয় একটা সময়ে যখন সমাজ ও সামাজিক রীতিনীতি বৃহদাকার এবং জটিল হয়ে যায়, সেই সময় মনুসংহিতার ভূমিকা ছিল পথপ্রদর্শকের।

মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে ঃ মহর্ষিগণ অসীম শক্তিমান মনুর নিকট জানতে চাইলেন মিশ্রজাত বর্ণসমূহের ধর্ম এবং অপরিমেয় বিধানের কার্য ও তত্ত্ব সম্বন্ধে। মনু মহর্ষিগণদের জাগিতিক সৃষ্টি-তত্ত্বের কথা এভাবে উপস্থাপন করলেন ঃ

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ ॥ ৫ ॥

অর্থঃ (প্রলয়কালে) এই (পরিদৃশ্যমান জগৎ) অন্ধকারাচ্ছন্ন, অপ্রজ্ঞত, লক্ষণহীন, অননুমেয় ও অবিজ্ঞেয় ছিল; যেন সব দিকে (জগৎ) ছিল নিদ্রিত। ॥ ৫ ॥

ততঃ স্বয়ম্ভুর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্।
মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ ॥ ৬ ॥

অর্থঃ তারপর (প্রলয়ান্তর) ভগবান, ইন্দ্রিয়ের আগোচর, অপ্রতিহত শক্তিসম্পন্ন, তমোনুদ স্বয়ম্ভু এই মহাভূতাদি ব্যক্ত করে আবির্ভূত হলেন। ॥ ৬ ॥

যোহসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোহব্যক্তস্সনাতনঃ।
সর্বভূতময়োহচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ ॥ ৭ ॥

অর্থঃ ঐ যিনি ইন্দ্রিয়ের আগোচর, সূক্ষ্ম, অব্যক্ত, শাশ্বত, সকল জীবের আত্মা এবং অচিন্তনীয়, তিনি নিজেই (মহৎ প্রভৃতি কার্যরূপে) আবির্ভূত হলেন ॥ ৭ ॥

সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ ॥ ৮ ॥

অর্থঃ তিনি নিজদেহ থেকে নানাবিধ মানুষ সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক হয়ে ধ্যানপূর্বক প্রথমে জলই সৃষ্টি করলেন, তাতে (নিজের শক্তিরূপ) বীজ নিক্ষেপ করলেন ॥ ৮ ॥

তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহঃ ॥ ৯ ॥

অর্থঃ সেই (বীজ) সূর্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট সুবর্ণ অন্ড হল। সকল লোকের পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং তাতে জন্মগ্রহণ করলেন (অর্থাৎ শরীর ধারণ করলেন)। ॥ ৯ ॥

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নবসূনবঃ।
তা যদস্যায়নং পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥ ১০ ॥

অর্থঃ জলকে বলা হয় নারা, জল নরের অপত্য। সেই জল যেহেতু পূর্বে তাঁর (নরের) আশ্রয় ছিল, সেইজন্য তিনি নারায়ণ নামে অভিহিত হন। ॥ ১০ ॥

যত্তৎ কারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্।
তদ্বিসৃষ্টঃ স পুরুষো লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্যতে ॥ ১১ ॥

অর্থঃ যে (পরমাত্মা) [সৃষ্ট বস্তুর] কারণ, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, শাশ্বত, যিনি সৎও বটেন অসৎও বটেন; তাঁর উৎপাদিত সেই পুরুষ, পৃথিবীতে ব্রহ্ম নাম ঘোষিত হন। ॥ ১১ ॥

তস্মিন্নণ্ডে স ভগবানুষিত্ব পরিবৎসরম্।
স্বয়মেবাত্মনো ধ্যানাত্তদণ্ডমকরোদ্দ্বিধা ॥ ১২ ॥

অর্থঃ সেই ভগবান সেই অন্ডে এব বৎসর বাস করে নিজেই নিজের ধ্যানবলে সেই অন্ডকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। ॥ ১২ ॥

তাভ্যাং স শকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্মমে।
মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টাবপাং স্থানঞ্চ শাশ্বতম্ ॥ ১৩ ॥

অর্থঃ সেই খন্ড দুটি দ্বারা তিনি স্বর্গ ও পৃথিবী নির্মাণ করলেন; মধ্যভাগে আকাশ, আট দিক্ ও জলের শাশ্বত স্থান (অর্থাৎ সমুদ্র) সৃষ্টি করেছিলেন। ॥ ১৩ ॥

(মনুসংহিতা -প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠাঃ ৪৩-৪৪, মূল সংস্কৃত মনু, অনুবাদ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

এখানে ৫ নং শ্লোকে বলা হচ্ছে সৃষ্টির শুরুতে মহাপ্রলয় হয়েছিল; আবার ৮ নং শ্লোকে বলা হয়েছে তিনি মানুষ সৃষ্টি করতে গিয়ে ধ্যানপূর্বক প্রথমে জলই সৃষ্টি করলেন। ৮নং শ্লোকের সৃষ্টিকার্য ৫নং শ্লোকের সৃষ্টিকার্যের পর সংঘটিত হয়েছিল। তাহলে সৃষ্টির শুরুতে (জল সৃষ্টির পূর্বে) যে প্রলয়ের কথা বলা হচ্ছে সেটি কি জলের অনুপস্থিতিতেই ঘটেছিল। এ যেন আগুন ছাড়াই ধোয়ার সৃষ্টি। তাই বলতে ইচ্ছা করে- কারণ বিনে কার্য সাধান, কে বাঁধিল এমন বাঁধন?

১১ নং শ্লোকে বলা হচ্ছে ভগবান খন্ড দুটি থেকে স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। তাহলে ৫ নং শ্লোকে পরিদৃষ্ট যে মহাজগতের কথা বলা হচ্ছে সেটি ভগবানের কোন জগত? নতুন করে স্বর্গ ও পৃথিবী নির্মানের কথাটা কতুটুকু গ্রহণযোগ্য হতে পারে? যদি এরূপ না বলে মনু যদি বলতেন যে অন্ধকার জগতটাকে ভগবান আলোকময় করলেন।

এবার মনুসংহিতার ৩১, ৩২, ৩৩ ও ৩৪ নম্বর শ্লোক পর্যবেক্ষণ করা যাক। সেখানে মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কে মনু কি বলছেন?

লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মখুবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শুদ্রঞ্চ নিরবর্তয়ৎ ॥ ৩১ ॥

অর্থঃ লোকবৃদ্ধির জন্য (স্রষ্টা) মুখ, বাহু, ঊরু ও পদ থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র সৃষ্টি করলেন। ॥ ৩১ ॥

দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ ॥ ৩২ ॥

অর্থঃ সেই প্রভু নিজদেহ দ্বিধা বিভক্ত করে অর্ধভাগে পুরুষ হলেন, (অপর) অর্ধে হল নারী; তাতে তিনি বিরাট (পুরুষকে) সৃষ্টি করলেন। ॥ ৩২ ॥

তপস্তপত্বাসৃজদযন্ত স স্বয়ং পুরুষো বিরাট্।
তং মাং বিত্তাস্য সর্বস্য স্রষ্টারং দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৩৩ ॥

অর্থঃ হে ব্রাহ্মণগণ, সেই বিরাট পুরুষ তপস্যা করে যাকে সৃষ্টি করেছিলেন, সকলের স্রষ্টা আমাকে (অর্থাৎ মনুকে) তিনি বলে জানুন। ॥ ৩৩ ॥

অহং প্রজাঃ সিসৃক্ষুস্তু তপস্তপত্বা সুদুশ্চরম।
পীতন প্রজানামসৃজং মহর্ষীনাদিতো দশ ॥ ৩৪ ॥

অর্থঃ আমি (মনু) লোক সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক হয়ে অতি কঠোর তপস্যা করে প্রথম থেকে দশ জন প্রজাপতি মহর্ষিকে সৃষ্টি করেছিলাম। ॥ ৩৪ ॥

(মনুসংহিতা -প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠাঃ ৪৬, মূল সংস্কৃত মনু, অনুবাদ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

৩১ নম্বর শ্লোকে প্রভু তাঁর সৃষ্টির মধ্যে পক্ষপাতিত করলেন। ভগবান নিজেকে উপস্থাপন করলেন বৈষম্যবাদী হিসেবে। কি দরকার ছিল নিজ দেহকে বিভক্ত করে নারী ও পুরুষ হওয়ার? তাহলে নারী ও পুরুষ আকার ধারনের পূর্বে ভগবান কি ছিলেন? নিশ্চয় লিঙ্গহীন-উভয়লিঙ্গ। আবার লক্ষ্যকরুন পরবর্তীতে মনু কঠোর তপস্যা করে সৃষ্টি করলেন দশজন প্রজাপতিকে। কেন- ভগবান প্রজাপতিগণদের সৃষ্টি করতে অক্ষম ছিলেন নাকি? আর সেই জন্যই কি মানুষ সৃষ্টির ভারটা দিয়েছিলেন মনুর হাতে। মনু যে দশজন প্রজাপতি মহর্ষিগণ সৃষ্টি করেছিলেন তারা আবার অপর সাতজন মনুকে সৃষ্টি করেছিল। সৃষ্টি সম্পর্কে এই পরিকল্পিত মিথ্যা তত্ত্বের পরও কিনা বিজ্ঞান মনু সংহিতা আকড়ে ধরে বসে থাকবে? এরকমের ভুল বেদ-সংহিতার মহান লেখকগণ-ই করতে পারেন- অধুনা বিজ্ঞান নয়।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা। ভগবত ধর্মের মহা মূল্যবান গন্থ। দেবতা শ্রীকৃষ্ণ এবং কুন্তিপুত্র অর্জুনের কথপোকথন। মূলত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কাহিনী। এতে ৭০০ শ্লোক আছে। পবিত্র গীতা এবং মনুসংহিতার আলোকে এবার জন্মান্তবাদ সূত্রের ব্যাখ্যা করা যাকঃ

পুনঃজন্ম সম্পর্কে মনুসংহিতায় বলা হয়েছেঃ

দেহাদুৎক্রমণঞ্চাস্মাৎ পুনর্গর্ভে চ সম্ভবম্।
যোনিকোটিসহস্রেষু সৃতীশ্চাস্যান্তরাত্মনঃ ॥ ৬৩ ॥

অর্থঃ এই দেহ থেকে আত্মার উৎক্রমণ, পুনরায় গর্ভে উৎপত্তি, সহস্র কোটি যোনিতে গমন (চিন্তা করবেন)।

(মনুসংহিতা- ৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃষ্ঠাঃ ১৭২, শ্লোক-৬৩, মূল সংস্কৃত-মনু, অনুবাদ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

পুনঃজন্ম সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদগীতায় বলা হয়েছেঃ

বাসাংসি জীর্ণনি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোঃ পারানি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥২২॥

(এখানে, বাসাংসি ঃ বস্ত্র, জীর্ণানিঃ জীর্ণ বা ময়লাযুক্ত, সংযাতিঃ গ্রহণ করা বা পরিগ্রহ করা, গৃহ্নাতিঃ গ্রহণ করে বা গৃহিত হয়)

অর্থঃ "যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে সেরুপ আত্মা জীর্ণ শরীর পারত্যাগ করে অন্য নতুন দেহ পরিগ্রহ করে।" ২২।

(সূত্রঃ শ্রীমদ্ভগবদগীতা, লেখকঃ শ্রীজগদশ চন্দ্র ঘোষ এবং শ্রী স্বামী শিবানানন্দ, অধ্যায়ঃ২- সংখ্যাযোগ, পৃষ্ঠাঃ ৩১, শ্লোক-২২)

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুধ্রুর্বং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥

আরো বলা হয়েছে ঃ "যে জন্মে তার মৃত্যু নিশ্চিত, যে মরে তার জন্ম নিশ্চিত; সুতরাং অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে তোমার শোক করা উচিত নয়।" ২৭।

(সূত্রঃ শ্রীমদ্ভগবদগীতা, লেখকঃ শ্রীজগদশ চন্দ্র ঘোষ এবং শ্রী স্বামী শিবানানন্দ, অধ্যায়ঃ২-সংখ্যাযোগ, পৃষ্ঠাঃ ৩৩, শ্লোক-২৭)

ঃ অর্থাৎ কিনা যার জন্ম আছে তার মৃত্যুও আছে-চিরন্তন কথা। অনেক গবেষণার পর গীতাতে একটি চরম সত্য কথা পাওয়া গেল। কিন্তু পরের শ্লোকটা গীতাকে পিতাহারা করেই ছাড়ল। মৃত্যুর পর এই ধরাধামে বারবার ফিরে আসার ভিসা দিয়ে দিল। শুধু কি তাই, বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানীদের সকল প্রমানাদি ভুল প্রমাণিত করল গীতা- তাও আবার খ্রীষ্টের জন্মের ৩১৩৮ বছর আগেই - যখন বিজ্ঞান শব্দেরই উৎপত্তি হয়নি। সত্যিই গীতা বিজ্ঞানের ভরা এক মহাগ্রন্থ। এই পৃথিবীর লীলা নিয়ে সবচাইতে বড় গবেষণা হল - বিগ্-ব্যাং থিওরি। অসংখ্য পর্যবেক্ষণ ও পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে এই মহাবিশ্বের শুরু ও শেষ আছে এবং একটি কেন্দ্র থেকে বিশাল বিস্ফোরনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। বিস্ফোরনের এই কেন্দ্রকে বিজ্ঞান শূন্য বা কিছুই না (Zero Volume) বলে আখ্যায়িত করেছে। বস্তুত এটা ছিল বিগ-ব্যাং সূত্রের দাবি। বিগ্-ব্যাং থিওরি প্রসঙ্গে পদার্থ বিজ্ঞানী স্টেফেন হকিংস (Etephen Hawking) এ ব্রিফ হিসট্রি অব টাইমস (A brief History of time: page-181) গ্রন্থের ১৮১ পৃষ্ঠায় বলেনঃ "মহা বিস্ফোরনের পর মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ মাত্র যদি

এক সেকেন্ড বা তার শতলক্ষভাগের এক ভাগও হেরফের হতো তাহলে তা আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছার পূর্বেই নতুন করে পূর্ণাঙ্গভাবে পূর্ণগঠন করতে হত।"

(ব্রিফ হিসট্রি অব টাইমস ঃ পৃষ্ঠা -১৮১)

ঃ এই মহাবিশ্ব প্রতিনিয়ত সম্প্রসারণ হচ্ছে। প্রত্যেকটি গ্রহ-নক্ষত্র একে অপর হতে দূরে সরে যাচ্ছে। আর এই সম্প্রসারণশীলতাই বলে দেয় যে একদিন এই মহাবিশ্ব ধ্বংস হবে। একটি বেলুনের কথাই ধরি, যখন বেলুনে বায়ুর সঞ্চার করা হয় তখন বেলুনের গায়ের বিন্দুগুলো পরস্পর থেকে দূরে সরে যায় এবং বেলুনটি আকারে বড় হতে থাকে। বড় হতে হতে এমন একটা পর্যায়ে উপনীত হয় যখন বায়ুর চাপে বেলুনটি ফেটে যায়। ঠিক তেমনি সম্প্রসারণশীল এই মহাবিশ্বও একটি চরম সীমায় উপনীত হবে। আর সেই দিনই হবে তাবত জগতের ধ্বংস। এটা বিজ্ঞানের কথা।

ঃ এছাড়াও রয়েছে গ্রীনহাউস ইফেক্ট (Green House Effect); যার মূল উপাদান হল ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন (CFC) গ্যাস। যা ওজন স্তরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। আর এই ওজন স্তরটি সূর্য হতে নির্গত অতি বেগুনী রশ্মিকে বাধা প্রদান করে। যা ওজন স্তর ভেদ করে পৃথিবীতে পতিত হলে বাসযোগ্য এই পৃথিবী মনুষ্য বাসের অযোগ্যে পরিণত হবে। অধুনা বিজ্ঞান বলছে, পৃথিবীতে কার্বন-ড্রাই-অক্সাইড (CO_2), নাইট্রোজেন (N) এবং মিথেন (CH_4) গ্যাসের আধিক্য দিন দিন বেড়েই চলেছে। যার ফলে পৃথিবীর ওজনস্তরে ফাটল দেখা দিয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে সেই দিন আর বেশি দূরে নয়। পৃথিবী প্রতিনিয়ত ধ্বংসের দিকেই ধাবিত হচ্ছে। বিগ্-ব্যাং এবং গ্রীনহাউস ইফেক্ট মতে এই পৃথিবী একদিন না একদিন ধ্বংস হবে।

ঃ তখন গীতার এই শ্লোকের সত্যতা কোথায় দাঁড়াবে? তাহলে কালের প্রবাহে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে গীতার শ্লোকগুলো? তখন জন্মান্তবাদের পুনঃ পুনঃ জন্ম কোথায় সংঘটিত হবে?

ঃ ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত দশরথপুত্র ভরতের পুনঃজন্ম এবং কৌরব জননী গান্ধরীর ৫০ বার পৃথিবীতে ফিরে আসার সত্যতা কিভাবে প্রমাণ করবে-ধর্মগ্রন্থ গুলো? যেখানে বিগ্-ব্যাং এবং গ্রীনহাউস ইফেক্টের সত্যতা বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত।

ঃ পৃথিবী ধ্বংসের পর গীতার জন্মান্তবাদ কোথায় ঘটবে? পৃথিবী ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সকল জীবের মৃত্যু ঘটবে, গ্রহ-নক্ষত্রের অস্তিত্ব থাকবে না। গীতা মতে পুনঃ জন্ম যদি সত্য হয় তবে আত্মা নব দেহ ধারণ করে কোন পৃথিবীতে আসবে? যেখানে গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র-সূর্য, গ্রালাক্সির কোন অস্তিত্ব থাকবে না।

ঃ ধরে নিলাম, বারবার ফিরে আসে এই ধরাধমে তবে যেরুপে যায় সেরুপে নয়-হয়ত বা জীবনানন্দের মত শালিক হয়ে, হয়তবা দশরতপুত্র ভরতের মত হরিণ হয়ে। কিন্তু এ আসার মধ্যে সার্থকতা কোথায়? উৎকৃষ্ট জীব নিকৃষ্ট হয়ে ফিরে আসবে, এবং পূর্ব জীবনের কোন কথায় তার স্মৃতিতে থাকবে না। এমনকি সে বুঝতেও পারবে না যে তার পূর্ব রুপ কেমন ছিল, কোন অপরাধে এমন হীনজীব হয়ে আসতে হল? হয়ত পাপের দরূন এমন হীন জীব হয়ে পুনঃ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে পূর্বের জন্মের কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্য করে। কিন্তু দশরতপুত্র ভরত তো কোন পাপ করেননি। রামায়নের চরিত্র গুলোর মধ্যে ভরতের চরিত্রই ছিল সর্বোৎকৃষ্ট এবং তিনি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রাত্রা। যার প্রতি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদায় ছিলেন সন্তুষ্ট। একজন ভগবানের ভ্রাত্রা, কি এমন পাপ করেছিলেন যে তাকে হরিণ হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসতে হল? আর ভগবানের ভ্রাত্রাকে তো ভগবানই বলা যায়। কারণ, কুকুরের পেট থেকে কুকুরই জন্মে; গরু-ছাগল তো নয়। যার যেমন বৈশিষ্ট্য সে সেরুপই জন্ম দেয়। যেহেতু রাজা দশরথের ঘরে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম সেহেতু রাজা দশরথের ঔরস্যে কৈকরী এবং কৌশলা দেবীর গর্ভ থেকে উৎপ্নন সকল পুত্রই ভগবান হওয়ার দাবি রাখে। সুতরাং বলা চলে ভগবান ভরতেরও ভুল হয়েছিল। ভগবানরাও তাহলে ভুল করেন?

ঃ সে যাই হোক, এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি। মনে করুন, জর্জ ডাব্লিউ বুশ ইরানের পরমাণুকর্মসূচী বন্ধ না করেই মারা গেছেন। জন্মান্তবাদ মতে বুশ আবার ফিরে আসবেন এবং ইরান ধ্বংস করেই ছাড়বেন। কারণ তার দিক থেকে ইরান ধ্বংস করাটা পূণ্যের কাজ। অন্ততপক্ষে তার ঈশ্বরের খুশির জন্যে তিনি ইরানের মুসলিমদের ধ্বংস করা থেকে বিরত থাকবেন না। পরজন্মে তিনি কুত্তা-বিড়াল-শুয়ার যাই হয়ে আসুন না কেন? তার কৃত কর্মটা তো ঠিক থাকবে। ধর্ম মতে কেউ কেউ নাকি মানুষ হয়েও পুনঃ জন্ম গ্রহণ করেছেন। যেমন দশরথপুত্র ভরত মৃত্যুর পর হরিণ হয়ে পুনঃজন্ম লাভ করার পর মুনি-ঋষিদের বেদ শ্রবণে পুন্নি অর্জন করে

বামন হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। মৃত্যুর পর এই পুনঃ পুনঃ ফিরে আসাকে জাতিস্মার বলে ব্যাখ্যা করেছে ধর্মশাস্ত্রগুলো।

ঃ এখন প্রশ্ন হল- পৃথিবীর শুরু থেকে এখন পর্যন্ত কোন মানুষ গত হবার পর তার পূর্ব স্মৃতি নিয়ে পূর্ব রুপ নিয়ে ফিরে এসেছে কি? সত্যিই যদি সেরুপে ফিরে এসে তার পূর্বের জন্মের সব কিছু সবিস্তারে বর্ণনা করতে পারত, তবে আজ ইতিহাসের দরকার হত না, দরকার হত না এতসব কাজগ-পত্রের প্রমাণাদি। মিথ্যা হয়ে যেত নৃ-বিজ্ঞান, বস্তুবিজ্ঞান, জোতির্বিজ্ঞান। পুনঃজন্মা ব্যক্তিই বলে দিতে পারত তার যুগে কৃষ্ণ ছিল, না রাম ছিল। তাহলেই তো আজ সে সব বিষয়ে প্রশ্নের অবতারনা হত না।

এবার দেখুন শ্রীমদ্ভগবত গীতা স্বীয় ভুলত্রুটি বর্ণনা করে গীতার ৮১ নং পৃষ্টার ৩য় অধ্যায়ের ৩৫ নং শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেনঃ

"শ্রেয়ান স্বধর্মো বিগুণাঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥৩৫॥"

অর্থঃ "স্বধর্ম কিঞ্চিদ্দোষবিশিষ্ট হইলেও উহা উত্তমরুপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্বধর্মে নিধনও কল্যানকর, কিন্তু পরধর্ম বিপজ্জক।"

(শ্রীমদ্ভগবদগীতায়। পৃষ্টা নং ৮১, লেখক ঃ শ্রীজগদীশ চন্দ্র ঘোষ)

এখানে বলা হয়েছে স্বধর্মে দোষ থাকলেও অর্থাৎ দোষ থাকতে পারে। মনে করুন, কেউ যদি বলে আমার মধ্যে ভুল থাকতে পারে; তার অর্থ এই নয় যে তার মধ্যে কোন ভুল নেই। বরং ভুল থাকার সম্ভাবনাটাই বেশি।
যে গ্রন্থ স্বয়ং দেবতা প্রদত্ত; সেখানে ভুল থাকার প্রশ্নই আসে না। কারণ ভগবান কোন কিছুতে ভুল করেন না। তাঁর প্রতিটি বাক্য, কাজ সবই শুদ্ধ এবং পরিশুদ্ধ। তাহলে এখানে ভুল থাকার বিষয়ে সন্দিহান প্রকাশ করার অর্থ কি? যেহেতু গীতায় স্বীকার করা হচ্ছে ভুল (দোষ) থাকতে পারে, সেহেতু এটি আসমানী গ্রন্থ হতে পারে না। সুতরাং ভগবত নিয়ে সময় নষ্ট না করে আমরা পরখ করে দেখি তৌরাত, বাইবেল কি বলে?

তৌরাত বা বাইবেলের পুরাতন নিয়মের আদি পুস্তকের ১ এর ১-৩১ স্তবক লক্ষ করে দেখুন।
১ আদিতে ঈশ্বর আকাশমন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন।
২ পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল, এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল, আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

৩ পরে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক; তাহাতে দীপ্তি হইল।

৪ তখন ঈশ্বর দীপ্তি উত্তম দেখিলেন, এবং ঈশ্বর অন্ধকার হইতে দীপ্তি পৃথক করলেন।

৫ আর ঈশ্বর দীপ্তির নাম দিবস ও অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে প্রথম দিবস হইল।

৬ পরে ঈশ্বর কহিলেন, জলের মধ্যে বিতান হউক, ও জলকে দুই ভাগে পৃথক করুক।

৭ ঈশ্বর এইরূপে বিতান করিয়া বিতানের ঊর্ধ্বস্থি জল হইতে বিতানের অধঃস্থি জল পৃথক করিলেন; তাহাতে সেইরূপ হইল।

৮ পরে ঈশ্বর বিতানের নাম আকাশমন্ডল রাখিলেন, আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে দ্বিতীয় দিবস হইল।
৯ পরে ঈশ্বর কহিলেন, আকাশমন্ডলের নিচস্থ সমস্ত জল এক স্থানে সংগৃহীত হউক ও স্থল সপ্রকাশ হউক; তাহাতে সেইরূপ হইল।
১০ তখন ঈশ্বর স্থলের নাম ভূমি; ও জলরাশির নাম সমুদ্র রাখিলেন; আর ঈশ্বর দেখিলেন যে, তাহা উত্তম।
১১ পরে ঈশ্বর কহিলেন, ভূমি তৃণ, বীজোৎপাদক ওষধি ও সবীজ স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী ফলের উৎপাদক ফলবৃক্ষ ভূমির উপরে উৎপন্ন করুক; তাহাতে সেইরূপ হইল।

১২ ফলতঃ ভূমি তৃণ, স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী বীজোৎপাদক ওষধি ও স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী সবীজ ফলের উৎপাদক বৃক্ষ উৎপন্ন করিল; আর ঈশ্বর দেখিলেন যে, সেই সকল উত্তম।

১৩ আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে তৃতীয় দিবস হইল।

১৪ পরে ঈশ্বর কহিলেন, রাত্রি হইতে দিবসকে বিভিন্ন করণার্থে আকাশমন্ডলেরই বিতানে জ্যোতির্গণ হউক; সেই সমস্ত চিহ্নের জন্য, ঋতুর জন্য এবং দিবসের ও বৎসরের জন্য হউক;
১৫ এবং পৃথিবীতে দীপ্তি দিবার জন্য দীপ বলিয়া তাহা আকাশমন্ডলের বিতানে থাকুক; তাহাতে সেইরূপ হইল।
১৬ ফলতঃ ঈশ্বর দিবসের উপরে কর্তৃত্ব করিতে এক মহাজ্যোতি ও রাত্রির উপরে কর্তৃত্ব করিতে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এক জ্যোতি - এই দুই বৃহৎ জ্যোতি, এবং নক্ষত্রসমূহ নির্মাণ করিলেন।

১৭ আর পৃথিবীতে দীপ্তি দিবার জন্য, এবং দিবস ও রাত্রির উপরে কর্তৃত্ব করণার্থে,

১৮ এবং দীপ্তি হইতে অন্ধকার পৃথক করণার্থে ঈশ্বর ঐ জ্যোতিসমূহকে আকাশমন্ডলের বিতানে স্থাপন করিলেন এবং ঈশ্বর দেখিলেন যে, সেই সকল উত্তম।

১৯ আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে চতুর্থ দিবস হইল।

২০ পরে ঈশ্বর কহিলেন, জল নানাজাতীয় জঙ্গম প্রাণিবর্গে প্রাণিময় হউক, এবং ভূমির ঊর্ধ্বে আকাশমন্ডলের বিতানে পক্ষিগণ উরুক।

২১ তখন ঈশ্বর বৃহৎ তিমিগণের, ও যে নানাজাতীয় জঙ্গম প্রাণিবর্গে জল প্রাণিময় আছে, সেই সকলের, এবং নানা জাতীয় পক্ষীর সৃষ্টি করিলেন। পরে ঈশ্বর দেখিলেন যে, সেই সকল উত্তম।

২২ আর ঈশ্বর সেই সকলকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, সমুদ্রের জল পরিপূর্ণ কর, এবং পৃথিবীতে পক্ষিগণের বাহুল্য হউক।

২৩ আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইতে পঞ্চম দিবস হইল।
২৪ পরে ঈশ্বর কহিলেন, ভূমি নানাজাতীয় প্রাণিবর্গ, অর্থাৎ স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী গৃহপালিত পশু, সরীসৃপ ও বন্য পশু উৎপন্ন করুক; তাহাতে সেইরূপ হইল।

২৫ ফলতঃ ঈশ্বর স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী বন্য পশু ও স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী গৃহপালিত পশু ও স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী যাবতীয় ভূচর সরীসৃপ নির্মাণ করিলেন; আর ঈশ্বর দেখিলেন যে, সেই সকল উত্তম।

২৬ পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্য মনুষ্য নির্মাণ করি; আর তাহারা সমুদ্রের মৎস্যদের উপরে, আকাশের পক্ষীদের উপরে, পশুগণের উপরে সমস্ত পৃথিবীর উপরে ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্তৃত্ব করুক।

২৭ পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন।

২৮ পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে আর্শীবাদ করিলেন; ঈশ্বর কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভূত কর, আর সমুদ্রের মৎস্যগণের উপরে, আকাশের পক্ষিগণের উপরে, এবং ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবজন্তুর উপরে কর্তৃত্ব কর।

২৯ ঈশ্বর আরও কহিলেন, দেখ, আমি সমস্ত ভূতলে স্থিত যাবতীয় বীজোৎপাদক ওষধি ও যাবতীয় সবীজ ফলদায়ী বৃক্ষ তোমাদিগকে দিলাম, তাহা তোমাদের খাদ্য হইবে।

৩০ আর যাবতীয় ভূচর পশু ও আকাশে যাবতীয় পক্ষী ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় কীট, এই সকল প্রাণীর আহারার্থে হরিৎ ওষধি সকল দিলাম।

৩১ পরে ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্ট বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, আর দেখ, সকলই অতি উত্তম। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে ষষ্ঠ দিবস হইল।

(বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত পবিত্র বাইবেলঃ আদিপুস্তক ঃ ১ঃ ১-৩১)

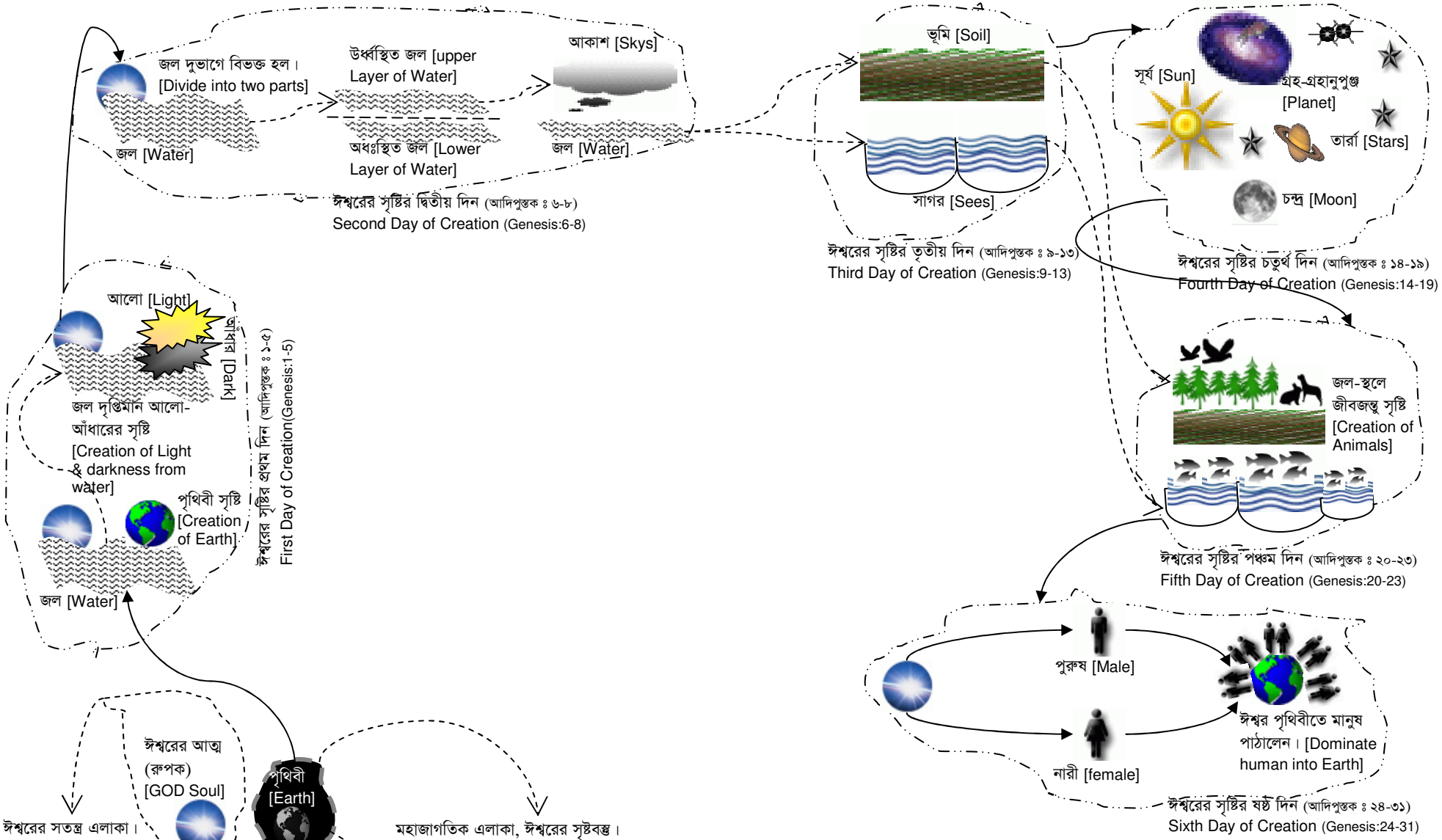

বাইবেলে বর্ণিত মহাজাগতিক সৃষ্টি তথ্য

প্রস্তুতকারক- মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

[Creation of Universe According to Old Testament of Holy Bible]

by Md. Mostafijur Rahman

এখানে দেখা যাচ্ছে সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টিকর্মের প্রথম দিনে পৃথিবী, আলো ও অন্ধকার সৃষ্টি করলেন। আলোর নাম দিলেন দিবস (দিন) আর অন্ধকারের নাম দিলেন রাত্রি (রাত)। এরপর সদাপ্রভু ঈশ্বর প্রাতঃ (সকাল) ও সন্ধ্যা যাপন করলেন। তারপর দ্বিতীয় দিবসে সদাপ্রভু ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন আকাশমন্ডলী। পুনরায় প্রাতঃ (সকাল) ও সন্ধ্যা হল। তৃতীয় দিবসে সদাপ্রভু ঈশ্বর ভূমি-সাগর, বৃক্ষ সৃষ্টি করলেন। পুনরায় প্রাতঃ (সকাল) ও সন্ধ্যা হল। চতুর্থ দিবসে সদাপ্রভু ঈশ্বর একটি বড় এবং তদাপেক্ষা ছোট একটি আলোর সৃষ্টি করলেন। বাইবেল বড় আলোর ব্যাখ্যা করেছে সূর্য এবং তদাপেক্ষা ছোট আলোর ব্যাখ্যা করেছে চন্দ্র হিসেবে। তাহলে সূর্য-চন্দ্রের সৃষ্টি চতুর্থ দিনে। এখানেই বিজ্ঞানের সঙ্গে হাতে লেখা বাইবেলের অসঙ্গতি স্পষ্টাকারে ধরা পড়ে। অধুনা বিজ্ঞানের অখন্ডনীয় সুস্পষ্ট, সুপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব মতে দিবা ও রাত্রি সংঘটনের কারণ হল সূর্য এবং চন্দ্র। সূর্য -চন্দ্রের আহ্নিক গতি-ই হল দিবা-রাত্রির কারণ। যেহেতু চতুর্থ দিবসে সদাপ্রভু ঈশ্বর সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করলেন সেহেতু এর পূর্বে সকাল এবং সন্ধ্যা সংঘটিত হতে পারে না। সূর্য-চন্দ্রের অনুপস্থিতিতেই এর পূর্বে কিভাবে তিন তিনবার সকাল-সন্ধ্যার আগমন ঘটল?

এই প্রশ্নের দাতভাঙ্গা জবাব দিতে কোমর বেঁধে নেমেছিলেন কিং জেমস্। তিনি তার ইংরেজী ভার্সানে ফির্মামেন্ট (Firmament) শব্দটির ব্যাখ্যাও করেছিলেন গ্রহনক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্য সমেত আকাশ। সদাপ্রভু ঈশ্বর দ্বিতীয় দিনে আকাশ সৃষ্টি করেছিলেন। কিং জেমস্ বললেন শুধু আকাশ নয় গ্রহ-নক্ষত্র -চন্দ্র-সূর্য সমেত আকাশ। কিন্তু তারপরও সমস্যার সমাধান হল না। কিং জেমস্ কেবল কোমর বেঁধে জলেই নামলেন কিন্তু মাছ ধরতে পারলেন না। শুধু শুধু জল ঘোলা করে উঠে পড়লেন। কারণ সদাপ্রভু ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন প্রথম দিনে - আকাশ নয়। তাই গ্রহ-নক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্য সমেত আকাশের প্রশ্নই আসতে পারে না। কিন্তু দ্বিতীয় দিনের পূর্বেও একটি সকাল-সন্ধ্যার আগমন ঘটেছিল। তাহলে বলা চলে বাইবেলের ঈশ্বরের সকাল-সন্ধ্যা হত চন্দ্র সূর্যের অবর্তমানেই।

বরং বাইবেলের সম্মানিত লেখকবৃন্দ যারা এত কষ্ট করে বাইবেল রচনা করেছেন এবং যুগে যুগে বাইবেলকে দোষ-ত্রুটি মুক্ত করার জন্য কষ্টসাধ্য সংস্কারগুলো করেছেন তাদেরকে বলতে চাই। বাইবেলের আর কোন সংস্করণের দরকার নাই; মানুষ আজ বুঝতে পেরেছে আপনাদের কতই না কষ্ট হয়েছে এত বড় একটা বই বারবার সংস্করণ করতে। তাই অধুনা যুগের আধুনিক সভ্য মানুষ আর আপনাদেরকে কষ্ট দিতে চায় না। আপনারা বরং এবার বিজ্ঞানীদেরকে বলুন তারা তাদের তথ্যকে ভুল বলে স্বীকার করে দ্বিতীয়বার নির্লজ্জের মত ইংরেজী কথাটা ছরি (Sorry) বললেই তো বাইবেল শুদ্ধ-পরিশুদ্ধ হয়ে যায়। এমনিতেই গত দুই শত বছরে বেশ কয়েকবার এই বাইবেল সংশোধিত হয়েছে। এটা আমার কথা নয়- বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বাইবেলের ভূমিকাতেই লিখা আছে।

শুধু কি তাই। বাইবেলে যে ভুল আছে সে সত্যেরও উদ্‌ঘাটন হয়েছে। ১৯৫৭ সালের ৮ ই সেপ্টেম্বর জেহোভা'স ইউটনেস্ (Jehovah's Witnesses) তাদের অ্যাওয়েক (জাগ্রত) "Awake" ম্যাগাজিনের হেডিং এ প্রকাশ করেছিল ঃ বাইবেলে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) ভুল আছে।

অ্যাওয়েক (জাগ্রত) "Awake" ম্যাগাজিনের কথাটা ফেলানোর নয়। তারই প্রামাণ একটু আগেই বর্ণনা করেছি। আবার ফিরে যাই বাইবেলের আদি পুস্তকের ২ (১৭, ২৩) নম্বর উক্তিতে, মনুষ্য সংকলিত বাইবেল সদাপ্রভু ঈশ্বরকে কিভাবে মিথ্যাবাদী বানালেন?

১৭ কিন্তু সদসদ্ জ্ঞানদায়ক যে বৃক্ষ তাহার ফল ভোজন করিও না, কেননা, যে দিন তাহার ফল খাইবে, সেদিন মরিবেই মরিবে।

(আদিপুস্তক-২(১৭), পৃষ্টা-৩, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি)

২৩ নম্বর উক্তিতে দেখুন ঃ ঐ বৃক্ষের ফল ভক্ষনের কারণহেতু সদাপ্রভু ঈশ্বর কি তাঁর কথা বলবৎ রেখেছেন?

২৩ এই নিমিত্ত সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁহার এদনের উদ্যান হইতে বাহির করিয়া দিলেন, যেন তিনি যাহা হইতে গৃহীত, সেই মৃত্তিকাতে কৃষি কর্ম করেন।

(আদিপুস্তক-২(১৩), পৃষ্টা-৩, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি)

ঈশ্বরের কথার অমান্য করলে আদমের মৃত্যু হবে। ঈশ্বর মৃত্যু দিয়েই আদমকে ভীতি প্রদর্শন করলেন, অথচ আদমের ভুলের জন্য সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে এদনের উদ্যান থেকে অপসরণ করলেন মাত্র। সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁর কথার ব্যতিক্রম করলেন। যেখানে আদমের মৃত্যু হওয়ার কথা সুনিশ্চিত ছিল সেখানে আদম সুস্পষ্টভাবেই

সুরক্ষিত থাকলেন। তাহলে কি ঈশ্বর মিথ্যা প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলেন অথবা সদাপ্রভু অহেতুক মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁর সৃষ্টিকে ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন? তাহলে কি আমরা বলতে পারি সদাপ্রভু ঈশ্বর মিথ্যাবাদী?

সদাপ্রভু ঈশ্বর এতটা খামখেয়ালী নন। এতটা অপরিকল্পিভাবে সদাপ্রভু ঈশ্বর বাক্যব্যয় করেন না। তাহলে বাইবেলের বাক্যগুলো কে রচনা করেছেন? এমন প্রশ্ন জাগতেই পারে। আবার উত্তরটাও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারে- যোহন, পৌল, লুক, মথির মত পরিশ্রমী লেখকবৃন্দ। সত্যিই কঠোর পরিশ্রমী - নিজেদের বাক্যগুলোকে ঈশ্বরের বাক্য হিসেবে চালিয়ে দিতে গিয়ে কতই না পরিশ্রম করেছেন।
(উল্লেখ করা যেতে পারে, এমনকি বাইবেলে খ্রীষ্টান কথাটির উল্লেখও নেই। স্বয়ং যীশুও নিজেকে খ্রীষ্টান বলে দাবি করেননি। Christian শব্দটির উদ্ভাবক একজন পৌত্তলিক। যীশুর মৃত্যুর ৪৩ বছর পর Christian শব্দটির আবিস্কৃত হয়। বর্তমানে Christian শব্দটি বাইবেলের নূতন সংস্করণে এসেছে মাত্র তিনবার (প্রেরিত ১১ঃ২৬ ও ২৬ঃ২৮ এবং ১পিতর ৪ঃ১৬)।)

এবার দেখি পৃথিবী সৃষ্টির সময়কাল সম্পর্কে বাইবেল কি বলছে ঃ বাইবেলের আদি পুস্তক মতে (১৯৭৫ সালের হিব্র ক্যালেন্ডার অনুযায়ী) ৫৭৩৬ বছর আগে পৃথিবীতে মানুষের আর্বিভাব ঘটেছিল। আর সেই সূত্র ধরে এগিয়ে গেলে পাওয়া যায় পৃথিবী সৃষ্টির সময়কালটা মোটামোটি ভাবে ৪০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। ৪০০০ এবং ২০০৬ মোট ৬০০৬ বছর পূর্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু বিজ্ঞান বলছে সম্পূর্ণ বিপরীত কথাবার্তা। মাইক্রোসফ্ট এ্যানকার্টা মতে সূর্য এবং পৃথিবীর জন্মকাল ৪.৫৯ বিলিয়ন বছর আগে। আর পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ঘটে ১০ মিলিয়ন বছর আগে।

অধুনা বিজ্ঞান তাঁর কোঠরতম চেষ্ঠা-প্রচেষ্ঠার মাধ্যমে উদ্‌ঘাটন করেছে একপ্রকার শিলীভূত আগাছার নমুনা, যাকে বিজ্ঞান অতি সম্পতিকালের নমুনা বলে অভিহিত করেছে। অথচ এই আগাছা আজ হতে ৫০ কোটি বছর আগেকার। আবার ‘এশারিকিয়া কলি’ নামে যে ব্যাকটেরিয়াটির কথা বিজ্ঞান প্রকাশ করেছে তাও ২৫ কোটি বছর পূর্বের। তাহলে খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০০ সালে পৃথিবী সৃষ্টির কথার সঙ্গে বিজ্ঞানের সঙ্গতি কোথায়? এরপরও বাইবেলকে সত্য গ্রন্থ হিসেবে জনসম্মুখে প্রমাণিত করার জন্য স্টেফেন হকিংস, আইনষ্টাইন, জর্জগামার মত বিজ্ঞানীদের হাতেপায়ে ধরে তৃতীয়বারের মত ছরি (Sorry) বলতে বাধ্য করাতে হবে। আর তাঁদেরকে কান ধরিয়ে শপথ করাতে হবে যে ভবিষ্যতে যেন এমন কোন তত্ত্ব প্রকাশ না করেন যা বাইবেলের সাথে সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ। শুধু তাদেরকে সাবধান করলেই হবে না বরং বিশ্বের সকল মহাকাশ বিজ্ঞানীদের কাছে পত্র প্রেরণ করে জানিয়ে দিতে হবে যে - মহাকাশ এবং সৃষ্টি সম্পর্কিত যে কোন তত্ত্ব প্রকাশের পূর্বে অন্তত একবার বাইবেল ভালভাবে অধ্যায়ন করে নিবেন। এটা মহাকাশ বিজ্ঞানীদের জন্য নতুন নিয়ম- বিশ্ব বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক প্রণীত।

বেদ-বেদান্ত-শ্রুতি আর স্মৃতি, নতুন-পুরাতন বাইবেল সবই তো মনুষ্য রচিত গ্রন্থ। তাহলে সদাপ্রভু মহান সৃষ্টিরকর্তার বাণী সম্বলিত গ্রন্থ কোনটি -যা এখনো অপরিবর্তিত রয়েছে। যার নতুন - পুরাতন কোন সংস্করণ নেই। আসুন সেই রকম একটা গ্রন্থের তালাস করি।
লক্ষ্য করে দেখুন প্রত্যেক ধর্মের ধর্মীয়গ্রন্থগুলোর শুরুতেই বলা আছে - এ গ্রন্থের কোথাও কোন ভুল পরিদৃষ্ট হলে অনুগ্রহ করে আমাদের জানিয়ে দিবেন পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে। শুধু কি তাই! অতি যত্নসহকারে লেখকের নামটাও পাওয়া যায় কাভার পেজের উপরে। কিন্তু কোরআন খুলে দেখুন এর কোন লেখকের নাম আবিষ্কার করতে পারেন কিনা? বা এমন কোন উক্তি যেখানে বলা আছে এই কোরআনে ভুল থাকতে পারে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ হচ্ছে কোরআন। এটা সর্বজন স্বীকৃত। সুতরাং এ যাবত পর্যন্ত কোরআনের কপিও কম ছাপা হয়নি। কোটি কোটি কপির একটাতেও ভুল পাওয়া গেল না, একটা কোরআনেও ছাপার ভুল হল না। ছাপাখানার ভুল শুধু গীতা-বাইবেল ছাপাতে গিয়ে। সে যাই হোক, ছাপাতে কম-বেশী ভুল হতেই পারে; তাই বলে এমন সব ভুল (যে সব ভুলের কথা পূর্বে বর্ণনা করেছি) যার কারণে গীতা-বাইবেল মানুষের লিখা গ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত হবে।

কোরআন খুলে দেখুন, প্রথমেই বলা আছে ঃ

ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

ইংরেজী উচ্চারণ ঃ 2.2 [Tha]lika alkit[a]bu l[a] rayba feehi hudan lilmuttaqeen(a)

ইংরেজী অনুবাদ ঃ 2.2 This is the Book; in it is guidance sure, without doubt, to those who fear Allah;

বাংলা উচ্চারণ ঃ যা-লিকাল্ কিতা-বু লা-রইবা ফীহ্; হুদাল্ লিল্ মুত্তাক্বীন।

অর্থ ঃ এটা এমন কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই। এটা ঐ মুত্তকীদের জন্য।

(সূরা বাকারা, আয়াত-২)

ভুল থাকার তো দূরের কথা এ কিতাবে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। বরং এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত পবিত্রবাণী। এখন পর্যন্ত এর একটি অক্ষরেরও পরিবর্তন হয়নি। সরাসরি প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত এই গ্রন্থ সম্পর্কে বলা যেতে পারে ঃ প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ওহীর বাণীসমূহ লিখে রাখা হত; বিশ্বাসীগণ তা কণ্ঠস্থ করে ফেলতেন এবং নামাজে বাণীসমূহ বারবার পঠিত হত। প্রতি রমজানেই বাণীসমূহ পুরোপুরিভাবে তেলাওয়াতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত। এখনো তেমনটিই করা হয়। মোহাম্মদ (দঃ) নিজেই প্রাপ্ত বাণীসমূহ বিভিন্ন সূরায় বিন্যাস করে দিয়ে গেছেন। এরপর মোহাম্মদ (দঃ) এর মৃত্যুর পর হজরত উসমান (রাঃ) শাসনামলে তা একত্রিত করে গ্রন্থাকারে প্রচার করা হয়। আজও আমরা সেই গ্রন্থটিই পাচ্ছি।

বাইবেলে আমরা বিশ্বজগত সৃষ্টির এলোমেলো অযৌক্তিক অবৈজ্ঞানিক কিছু তথ্য লক্ষ্য করেছি। বাইবেলের সৃষ্টি তথ্যের সাথে এবার কোরআনে বর্ণিত সৃষ্টি তথ্যের পর্যালোচনা করা যাক।

আসমান জমিন সৃষ্টি সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে সূরা হুদ এর ৭ নং আয়াতে, সূরা ইউনুস এর ৩ নং আয়াত, সূরা আ'রাফ এর ৫৪ নং আয়াত, সূরা ফুরকানের ৫৯ নং আয়াত, সূরা সাজ্বদাহ এর ৪ নং আয়াত এবং সূরা ক্বফ এর ৩৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে। কিন্তু ঐ সমস্ত আয়াতের বাংলা অনুবাদে (কিছু কিছু অনুবাদে) 'সময়কালের' পরিবর্তে 'দিন/দিবস' শব্দ ব্যবহার করেছে। মুলত ইয়াওম (يَوْمًا)শব্দের অর্থ দিন বা দিবস। পবিত্র কোরআনের অনেক আয়াতে দিন বোঝাতে ইয়াওম (يَوْمًا) শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। আর আইয়াম (أَيَّام) শব্দের অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময়কাল। যাকে ইংরেজীতে প্রিওড্ (Period) বলা হয়। যে সমস্ত আয়াতে আসমান এবং যমীনের সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে সে সমস্ত আয়াতে আইয়াম (أَيَّام) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আসমান -জমিন সৃষ্টি সম্বলিত সূরা হুদের ৭ নং আয়াত নিচে দেওয়া হল।

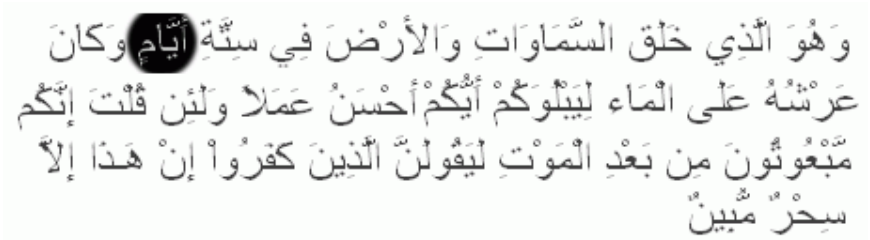
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ
عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم
مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَـذَا إِلاَّ
سِحْرٌ مُّبِينٌ

ইংরেজী উচ্চারণ ঃ 11.7 Wahuwa alla[th]ee khalaqa a(l)ssam[a]w[a]ti wa(a)l-ar[d]a fee sittati ayy[a]min wak[a]na AAarshuhu AAal[a] alm[a]-i liyabluwakum ayyukum a[h]sanu AAamalan wala-in qulta innakum mabAAoothoona min baAAdi almawti layaqoolanna alla[th]eena kafaroo in h[atha] ill[a] si[h]run mubeen(un)

ইংরেজী অনুবাদ ঃ 11.7 He it is Who created the heavens and the earth in six Days (not days, it should be period) - and His Throne was over the waters - that He might try you, which of you is best in conduct. But if thou wert to say to them, "Ye shall indeed be raised up after death", the Unbelievers would be sure to say, "This is nothing but obvious sorcery!"

[Al-Qur'an, 11.7 (Hud)]

বাংলা উচ্চারণ ঃ অহুওয়াল্লাযী খালাক্বস্ সামা-ওয়া-তি অল্আরদ্বোয়া ফী সিত্তাতি আইয়্যা-মিঁও অ কা-না 'আর্শুহূ 'আলাল্ মা--য়ি লিইয়াবলুঅকুম্ আইয়্যুকুম্ আহসানু 'আমালা-; অ লায়িন্ কুল্তা ইন্নাকুম্ মাবূ'ঊছূনা মিম্ বা'দিল মাওতি লাইয়াক্বু লান্নাল্লাযীনা কাফারূ--ইন্ হা-যা-- ইল্লা- সিহ্রুম মুবীন্।

অর্থ ঃ আর তিনিই আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন ছয়টি সময়কালে, আর তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপর! তোমাদের মধ্য কে উত্তম আচরণকারী তা পরীক্ষাকরার জন্য, আর যদি আপনি বলেন যে, নিশ্চয়ই মৃত্যুর পর তোমরা পুনরুত্থিত হবে, কাফেররা অবশ্যই বলবে, এটি তো স্পষ্ট যাদু।

(সূরা হুদ ঃ আয়াত ৭)

এই ছয় সময়কালে ব্যপ্তি হতে পারে পৃথিবীর হিসেবে হাজার হাজার বছর। এ সময়ের সঠিক হিসেব সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ পাক-ই পরিজ্ঞাত। কোরআন

বাইবেলের মত পৃথিবী সৃষ্টির ছকে বাঁধা কোন সময়সীমা উল্লেখ করেনি। যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে খ্রীষ্টের জন্মের ৪০০০ বছরের পূর্বে এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি হয়েছে। এমন অযৌক্তিক কথা কোরআনে নাই। বরং বিজ্ঞান সম্মত কথাই বলেছে কোরআন। আসমান ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে কোরআন কি বলে দেখুনঃ

এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার লেখক লিওন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের অজ্ঞতার কারণে ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্যে ভুল ও ভিত্তিহীন ধারণা গড়ে উঠেছে। এছাড়াও পুরাকালে ইসলাম সম্পর্কে এমন সব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বানোয়াট কাহিনীমাত্র। জ্ঞানের স্বল্পতা আর অনুন্নত বিজ্ঞানের কারণে যখন কোরআনের দূর্বোধ্য আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান সম্ভব হত না তখন পাশ্চত্যের লেখকবৃন্দ ঐ সব ভিত্তিহীন ব্যাখ্যার আড়ম্বর করেছিলেন। কিন্তু আজ বিজ্ঞানের অসাধ্য সাধনে তা প্রমাণিত হয়েছে। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে - কোরআনে এমন একটি বাক্যও নেই যা আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। বরং আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে কোরআনের প্রত্যেকটি বাণীর অঙ্গাঅঙ্গি সম্পর্ক। এখন কোরআনকেই মহা বিজ্ঞান বলা হচ্ছে- এটা বিজ্ঞানীদের মনগড়া কথা নয়-আবার পাগলের প্রলাপও নয়। বরং বিজ্ঞানের নিক্তিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরই এমন বক্তব্যের অবতারণা করেছেন অধুনা যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞানীকরা। আসুন দেখি আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কে কোরআন কি বলছেঃ

১৯ শতক। মূলত বস্তুবাদীদের-ই রাজত্ব ছিল। বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনা মানুষকে জিম্মি করে রেখেছিল- স্থির জগতের ধারণার মধ্যে। বস্তুবাদীদের দাবি ছিল এই মহবিশ্ব একটি স্থিরবস্তু; এমনকি এই বিশ্বের যে একটা শুরু এবং শেষ আছে এটাও মানতে তারা নারাজ। বিখ্যাত বস্তুবাদী জর্জ পুলিটজার (Georges Politzer) তার প্রিন্সিপাল ফান্ডামেন্টাল ডি ফিলোসোফি (Principes Foundamentux De Philosophie) গ্রন্থে বললেন ঃ "যদি এটা কেউ সৃষ্টিই করে থাকেন তাহলে তিনি তা তাৎক্ষণিক ভাবেই করতে পারতেন এবং শুন্য থেকেই পারতেন।"

(প্রিন্সিপাল ফনডামেন্টাল ডি ফিলোসোফি)

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বস্তুবাদী জর্জ পুলিটজার (Georges Politzer) ঐ ধারনাকে নাচক করে দেয়। মহাবিশ্ব স্থির কোন বস্তু নয় বরং এটি সম্প্রসারণশীল হিসেবে প্রকাশিত হয়। অসংখ্য পর্যবেক্ষণ ও পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে এই মহাবিশ্বের শুরু ও শেষ আছে এবং একটি কেন্দ্র থেকে বিশাল বিস্ফোরনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। বিস্ফোরনের এই কেন্দ্রকে বিজ্ঞান শূন্য বা কিছুই না (Zero Volume) বলে আখ্যায়িত করেছে। বস্তুত এটা ছিল বিগ-ব্যাং সূত্রের দাবি।

"বিগ্‌-ব্যাং থিওরি বলে যে, মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে একটি মাত্র বিস্ফোরনের মাধ্যমে। এমনকি সেই বিস্ফোরনের নমুনা এখনো রয়েছে। মহাবিশ্বের উপাদান সমূহ একে অপর থেকে দূরে সরে যাওয়া দেখে আমরা এটা বুঝতে পারি। আবার বিগ্‌-ব্যাং এর ফলেই স্থানে স্থানে গ্রহ-গ্রহানুপুঞ্জ একিভূত হয়ে গ্যালাক্সি সৃষ্টি করেছে।"

(দ্য ইন্টিলিজেন্ট ইউনিভার্স, পৃষ্ঠা-১৮৪-১৮৫)

Big Bang theory: "The big bang theory proposes that the universe was once extremely compact, dense, and hot. Some original event, a cosmic explosion called the big bang, occurred about 10 billion to 20 billion years ago, and the universe has since been expanding and cooling."

(According to Microsoft Encarta)

১৯২৯ সালে মার্কিন নব বিজ্ঞানী এডউইন হ্যাবল (Edwin Hubble) জ্যোতিষ বিজ্ঞানের ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটি উপহার দেন। একটি বৃহদাকার দূরবীক্ষণ দিয়ে পর্যবেক্ষণ কালে তিনি দেখতে পান এক প্রকার লালাভ আলো নক্ষত্রগুলোকে দূরে সরে দিচ্ছে। পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্রমতে, আলোক রশ্মির প্রচ্ছায়া বর্হিমুখ থেকে কেন্দ্রমুখী হওয়ার সময় বেগুনী রং ধারণ করে আবার সেই প্রচ্ছায়া যদি পর্যবেক্ষণ বিন্দু থেকে দূরে সরে যায় তখন লাল বর্ণ ধারণ করে।

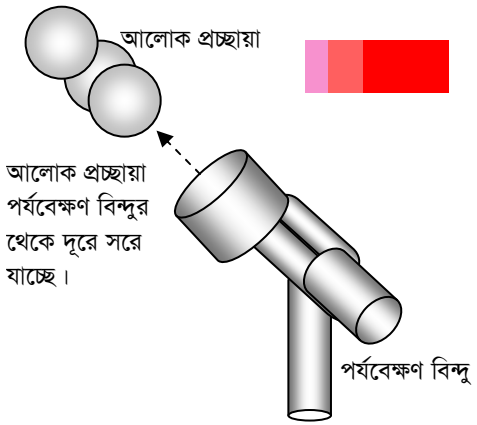

পাশের চিত্রে দেখানো হচ্ছে- আলোক রশ্মির প্রচ্ছায়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারনে লাল বর্ণ ধারণ করছে।

বিজ্ঞানী এডউইন হ্যাবল (Edwin Hubble) দেখলেন বিভিন্ন নক্ষত্র থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মি ক্রমশঃ লাল বর্ণ ধারণ করছে। তার মানে নক্ষত্রগুলো একে অপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এরপর হ্যাবল দেখলেন গ্যালাক্সির মধ্যে তারাগুলো কেবল একে অপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে না বরং গ্যালাক্সি গুলোও পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এর থেকে প্রমাণ হয় যে মহাবিশ্ব প্রতিনিয়ত সম্প্রসারিত হচ্ছে। মহাবিশ্বের এই সম্প্রসারণের কথা আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বেই (যখন বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কিত মানুষের জ্ঞান ছিল অত্যন্ত সীমিত) মহান আল্লাহ ইজ্জতে রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোনআনের ৫১ নম্বর সূরার (সূরা যা-রিয়াত) ৪৭ নং আয়াতে বলে দিয়েছেন।

وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

ইংরেজী উচ্চারণ ঃ 51.47 Wa(al)ssam[a]a banayn[a]h[a] bi-aydin wa-inn[a] lamoosiAAoon(a)
ইংরেজী অনুবাদ ঃ 51.47 With power and skill did We[1] construct the Firmament: for it is We Who create the vastness of Space.

বাংলা উচ্চারণ ঃ অস্‌আমা-য়া বানাইনা-হা-বিআইদিঁও অইন্না লামূসি'উন।
অর্থ ঃ আমার সৃষ্টিশীলতা দিয়ে এই আকাশমন্ডলী সৃষ্টি করেছি এবং আমিই এর (প্রসারণ) ক্ষমতা রাখি।

(সূরা যা-রিয়াত ঃ ৪৭)

এ প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে-

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ *

" আমি কসম করছি নক্ষত্র সমূহের পশ্চাৎ অপসরনের। নিশ্চয়ই এটি এক বিরাট কসম যদি তোমরা জানতে। (সূরা ওয়াকিআ : আয়াত ৭৫, ৭৬),

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ * الْجَوَارِ الْكُنَّسِ

"আমি কসম করছি পশ্চাৎ অপসরনকারী নক্ষত্র সমূহের, যা চলমান ও আত্মগোপন করে।" (সূরা তাকভীর : আয়াত ১৫),

বিংশ শতাব্দীর মহাবিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন (Albert Einstein) অনেক হিসাব-নিকাশ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে এই মহাবিশ্ব স্থির কোন বস্তু নয়। তিনি তাঁর জীবনের পূর্ব ধারণাকে জীবনের সবচাইতে বড় ভুল বলে অভিহিত করেছেন।

১৯৮৯ সালে নাসা বিস্ফোরনের প্রমাণের জন্য মহাশুন্যে একটি উপগ্রহ প্রেরণ করে। মাত্র ৮ মিনিটের মধ্যে সেই উপগ্রহটি ফ্রিন্সিয়াস ও উইলসনের গবেষণার সত্যতা প্রমাণ করে। এটি মহাবিশ্বে বিস্ফোরনের নমুনা খুঁজে পায় এবং সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় বিগ্-ব্যাং থিওরি। আর এই বিগ্-ব্যাং এর কথা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনের ২১ নং সূরার (সূরা আম্বিয়া) ৩০ নং আয়াতে বলে দিয়েছেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

ইংরেজী উচ্চারণ ঃ 21.30 Awa lam yar[a] alla[th]eena kafaroo anna a(l)ssam[a]w[a]ti wa(a)l-ar[d]a k[a]nat[a] ratqan fafataqn[a]hum[a] wajaAAaln[a] mina alm[a]-i kulla shay-in [h]ayyin afal[a] yu/minoon(a)

ইংরেজী অনুবাদ ঃ 21.30 Do not the Unbelievers see that the heavens and the earth were joined together (as one unit of creation), before we clove them asunder? We made from water every living thing. Will they not then believe?

বাংলা উচ্চারণ ঃ আওয়ালাম্ ইয়ারল্লাযীনা কাফারূ- আন্নাস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বোয়া কা-নাতা-রত্ক্বন্ ফাফাতাক্ব না-হুমা-অজ্বা'আল্না-মিনাল্ মা--য়ি কুল্লা শাইয়িন্; আফালা-ইয়ু''মিনূন্।

অর্থ ঃ অবিশ্বাসীরা কি দেখেনা যে আসমান ও জমিন এক জায়গায় কেন্দ্রিভূত ছিল এবং আমি সেখান থেকে তাদেরকে মুক্ত করেছি।

(সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত ৩০)

জোর্তিবিজ্ঞানী জর্জ গ্রীনিস্টাইন (George Greenstein) তার সিমব্যায়োটিক ইউনিভার্স গ্রন্থের ২৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন ঃ

"আমরা মহাকাশ সম্পর্কে প্রাপ্ত প্রমানাদি নিয়ে যতবেশী গবেষনা করি ততই আমাদের কাছে মনে হয় যে এর পিছনে অতিপ্রাকৃত কোন কিছুর প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। আমরা যদি মহাবিশ্বের সময় পরিক্রমার দিকে তাকাই, তাহলে দেখবো এর বস্তু সমূহ অত্যন্ত সুনিপুন এবং অবিশ্বাস্য ভারসাম্য বজায় রেখে চলছে এবং একটি দূর্বোধ্য নিয়ম মেনে পরিভ্রমন করছে। প্রাপ্ত প্রমানাদিতে মনে হয় নিয়ন্ত্রহীনভাবে শুধুমাত্র এক জায়গার একটি বিস্ফোরন থেকে ছড়িয়ে পড়া এ সব বস্তু কিছুতেই ভ্রমন ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে না।"

(সিমব্যায়োটিক ইউনিভার্স গ্রন্থের ২৭ পৃষ্ঠা)

বিগ্-ব্যাং থিওরি প্রসঙ্গে পদার্থ বিজ্ঞানী স্টেফেন হকিংস (Etephen Hawking) এ ব্রিফ হিসট্রি অব টাইমস (A brief History of time: page-181) গ্রন্থের ১৮১ পৃষ্ঠায় বলেনঃ "মহা বিস্ফোরনের পর মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ মাত্র যদি এক সেকেন্ড বা তার শতলক্ষভাগের এক ভাগও হেরফের হতো তাহলে তা আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছার পূর্বেই নতুন করে পূর্ণাঙ্গভাবে পূর্ণগঠন করতে হত।"

(ব্রিফ হিসট্রি অব টাইমস ঃ পৃষ্ঠা -১৮১)

জর্জ গ্রীনিস্টাইন (George Greenstein) এবং পদার্থ বিজ্ঞানী স্টেফেন হকিংস (Etephen Hawking) মতে মহাবিস্ফোরনের পর গ্রহ-নক্ষত্র গুলো একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে দূর্বোধ্য নিয়ম মেনে চলছে। পবিত্র কোরআনের সূরা আর-রহমানের ৫ নং আয়াতে মহান আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে বলছেন ঃ

وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

ইংরেজী উচ্চারণ ঃ 55.5 A(l)shshamsu wa(a)lqamaru bi[h]usb[a]n(in)

ইংরেজী অনুবাদ ঃ 55.5 The sun and the moon follow courses (exactly) computed;

বাংলা উচ্চারণ ঃ আশ্শামসু অল্ক্বমারু বিহুস্বা-নিঁ।

অর্থ ঃ সূর্য ও চন্দ্র নিজ নিজ কক্ষ পথে পরিভ্রমণ করে। *(সূরা আর-রহমান ঃ আয়াত ৫)*
এ সম্পর্কে আরো বলা আছে সূরা আম্বিয়ার ৩৩ নং আয়াতে ঃ

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

ইংরেজী উচ্চারণ ঃ 21.33 Wahuwa alla[th]ee khalaqa allayla wa(al)nnah[a]ra wa(al)shshamsa wa(a)lqamara kullun fee falakin yasba[h]oon(a)

ইংরেজী অনুবাদ ঃ 21.33 It is He Who created the Night and the Day, and the sun and the moon: all (the celestial bodies) swim along, each in its rounded course.

বাংলা উচ্চারণ ঃ অহুওয়াল্লাযী খলাক্বল্ লাইলা অন্নাহা-র অশ্ শাম্সা অল্ ক্বমার্; কুল্লুন্ ফী ফালাকিইঁ ইয়্বাহূন্।
অর্থ ঃ আর তিনিই রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন; প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথ বিচরণ করছে। *(সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত ৩৩)*

বিজ্ঞানীরা বিগ্-ব্যাং থিওরি সমর্থন করেই ক্ষান্ত হননি বরং মহাবিস্ফোরনের পিছনে যে একক সত্ত্বার অস্তিত্ব কথাও স্বীকার করেছেন। বিখ্যাত নভ পদার্থ বিজ্ঞানী হুগ রস (Hugh Ross) তার ক্রিয়েটর এন্ড দ্য কসমস গ্রন্থের ১১২ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ " যদি মহাকাশ মতবাদানুসারে সময় সৃষ্টি ও মহাবিশ্ব সৃষ্টি একই সাথে হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির পিছনে কোন সতন্ত্র সত্ত্বার অস্তিত্ব রয়েছে যিনি সময় ব্যপ্তি ও বস্তু ব্যপ্তি উভয় থেকেই স্বাধীন এবং সময় মাত্রার পূর্বেও যার অস্তিত্ব ছিল।"*(ক্রয়েটর এন্ড দ্য কসমস গ্রন্থের ১১২ পৃষ্ঠায়)*

পরিশেষে বলা চলে, আধুনিক বিজ্ঞানের সুপ্রতিষ্ঠিত বিগ্-ব্যাং থিওরি আর পবিত্র কোরআনে বর্ণিত মহাবিশ্ব সৃষ্টির তথ্য এক এবং অভিন্ন। এরপরও যদি কেউ দাবি তোলেন কোরআন মোহাম্মদের (মানুষের) হাতে লিখা গ্রন্থ। তাহলে আমি বলব, কোরআন নাযিল হওয়ার ছয় শত বছর পূর্বে ইঞ্জিল (বাইবেলের নতুন নিয়ম) এবং প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বের তৌরাত (বাইবেলের পুরাতন নিয়ম) এর মারাত্মক মারাত্মক ভুল গুলো সমাধান কি করে করলেন মোহাম্মদ (দঃ)। তিনি তো লিখা পড়া জানতেন না, এমন কি নিজের নামটাও স্বাক্ষর করতে পারতেন না । আর এমন একটা মানুষের দ্বারা সম্ভব হল বাইবেলের ভুলগুলো খুঁজে বের করে সংশোধন করা? আজ হতে ১৪০০ বছর পূর্বে এত সুনিপুন ভাবে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সমাবেশ ঘটানোও কারো পক্ষেই সম্ভবপর ছিল কি? যে সময় বিজ্ঞান (Science) শব্দটিই কমোর খাড়া করে দাঁড়াতে পারেনি। তাহলে এটি কি করে মানুষের রচিত গ্রন্থ হতে পারে? বরং এটি আল্লাহ জাল্লেশানহু (সোবহান আল্লাহ তায়ালা)-এর পক্ষ থেকে মোহাম্মদ (দঃ) এর উপর নাযিলকৃত পবিত্র কোরআন এবং যা পৃথিবীর নিকটতম আসমানে (লাওহে মাহফুজে) সংরক্ষিত ছিল। আসমানমন্ডলী এবং যমীন সৃষ্টির পর মহান আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআন শরীফ কে লিপিবদ্ধাকারে লাওহে মাহফুজে (পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমান) অধিষ্ঠিত করলেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ ইজ্জতে রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনের সূরা বরূজ এর ২১-২২ নং আয়াতে বললেন ঃ

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ

ইংরেজী উচ্চারণ ঃ 85.21 Bal huwa qur-[a]nun majeed(un)

ইংরেজী অনুবাদ ঃ 85.21 Nay, this is a Glorious Qur'an,

فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ

ইংরেজী উচ্চারণ ঃ 85.22 Fee law[h]in ma[h]foo{th}(in)

ইংরেজী অনুবাদ ঃ 85.22 (Inscribed) in a Tablet Preserved! *[Al-Qur'an, 85.21-22 (Al-Burooj)]*

বাংলা উচ্চারণ ঃ বাল্ হুওয়া কুর্আ-নুম্ মাজ্বীদুন্; ফী লাওহিম্ মাহ্ফূজ।

অর্থঃ বরং সেই কোরআন সম্মানিত, যা লাওহে মাহফুজে সুরক্ষিত (ছিল)।

(সূরা বুরূজ ঃ আয়াত ২১-২২)

সুতরাং নূহ (আঃ) এর নবুয়্যাত্যের একমাত্র দাবিদার পবিত্র কোরআন। অর্থাৎ হজরত নূহ ছিলেন ইসলামের নবী। এর থেকে পরিসংহারে আসা যায় যে পৃথিবীতে ইসলাম ধর্মই প্রথম এসেছে। অন্যান্য ধর্মমত গুলো যুগের চক্রবালে মানুষ দ্বারা সৃজিত হয়েছে। ধর্মগ্রন্থ গুলো নিরপেক্ষ মনে অধ্যয়ন করলে যে কেই এই সিদ্ধানে এসে পৌঁছাতে পারবেন যে প্রত্যেই ধর্মই স্রষ্টার একত্ববাদের ঘোষনা দেওয়ার পাশাপাশি সর্বশেষ নবীর আগমনের সুসংবাদ পেশ করেছে। কিন্তু মানুষ বরাবরই স্রষ্টার বিরুদ্ধাচরন করে নিজ নিজ ধর্মমত তৈরী করে নিয়েছে। কোরআনই একমাত্র গ্রন্থ যা বিকৃত হয়নি এবং ইসলামই একমাত্র দ্বীন (পথ) যা পৃথিবীর আদি থেকে বিদ্যমান আছে। বাকি সব ধর্মমত যুগের আবহে মানুষের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। একটু লক্ষ্য করলেই পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করা যায় যে, প্রত্যেক ধর্মের নাম তাদের ধর্মীয় বিশেষ কোন ব্যক্তির (প্রবর্তকদের) নাম অনুসারে হয়েছে যেমন যীশু খ্রীষ্টের নামানুসারে খ্রীষ্ট ধর্ম বা ঈসার নামানুসারে ঈসায়ী ধর্ম, ধর্ম প্রবর্তক হেন্দের নামানুসারে হিন্দু ধর্ম বা সিন্দু নদীর নাম থেকে হিন্দু আবার ব্রক্ষ বৈবর্ত্ত পুরাণ মতে বিধাতা ব্রক্ষার পুত্র 'সনাতান' এর নামানুসারে হিন্দুধর্মের নাম হয়েছে সনাতন ধর্ম (ব্রক্ষাপুত্র সনাতন পরব্রক্ষ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ছিলেন ভক্তিপরায়ন।তাঁর ভক্তি থেকেই ধর্মের সৃষ্টি। তাই তার (সনাতনের) নামে ধর্মের নাম রাখলেন 'সনাতন ধর্ম'। ব্রক্ষ বৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণকেই পরব্রক্ষ বা অদ্বিতীয় ভগবান বলা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণই যে শ্রীহরির, ভগবানদের ভগবান সে সম্পর্কে ব্রক্ষ বৈবর্ত্ত পুরাণের ব্রক্ষখন্ডের ৫৯ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে- "শংকর স্মরণে হরি শ্রীকৃষ্ণ ত্বরায়। বৃদ্ধ ব্রাক্ষণের রুপে আসিলা তথায় ॥" আবার ৩৭ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে- "পরব্রক্ষ অবশেষে জ্যোতির ভিতরে। এইরুপে নবঘন শ্যামরুপ ধরে॥" অর্থাৎ পরব্রক্ষ শ্যামরুপ ধরে জ্যোতির মধ্যে প্রবেশ করলেন। তারপর সেই জ্যোতি থেকে সমগ্র জগত সৃষ্টি করলেন। দেবতাদের মধ্যে শ্যামরুপ ছিল কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুতরাং এখানে সন্দেহাতীতভাবে শ্রীকৃষ্ণের কথা বলা হচ্ছে। ব্রক্ষ বৈবর্ত্ত পুরাণ মতে শ্রীকৃষ্ণই পরব্রক্ষ, অনাদির আদি, সৃষ্টির কারণ, এক-অদ্বিতীয় স্রষ্টা), কনফুসিয়াসের নামানুসারে কনফুফিউশাস ধর্ম, সেন্টোর নামানুসারে সেন্টোইজম ধর্ম, ম্যান্ডানিয়েজমের নামানুসারে ম্যান্ডানিয়েজম ধর্ম, বাহাউল্লার নামানুসারে বাহিজম ধর্ম, মহাবীর জৈনের নামানুসারে জৈন ধর্ম, গুরু নানক শিখের নামানুসারে শিখ ধর্ম। এছাড়াও পৃথিবীতে যত প্রকারের ধর্ম চালু আছে প্রত্যেকটির নাম প্রবর্তকের নামানুসারে অথবা তাদের গোত্র বা স্থানের নামানুসরে

হয়েছে। কিন্তু ইসলাম এমন এক ধর্ম যার নাম কোন ব্যক্তি-বস্তু-স্থান সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হয়নি। বরং মহান স্রষ্টা নিজেই এ ধর্মের নাম নির্বাচন করেছেন 'ইসলাম'। ইসলাম শব্দটি আরবী 'সিলমুন' শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ শান্তি। ইসলাম শুধু শান্তির ধর্ম নয় বরং এটি বিশ্ব মানবতার পরিপূর্ণ জীবন বিধান। অন্য কোন ধর্ম বা ধর্মগ্রন্থ-ই এমন দাবি তুলতে পারে নি যে তাদের ধর্ম সমগ্র মানুষের পরিপূর্ণ জীবন বিধান।

৬. প্রকৃতপক্ষে সকল ধর্মই একেশ্বরবাদী (All Religions Ultimately Believe in Monotheism):

সতীনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি ক্লাসে একজন ছাত্র একই সঙ্গে দুইজন শিক্ষকের নিকট দুইটি ভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন করছে। সেই স্কুলের দায়িত্বভার রয়েছে দুইজন প্রধান শিক্ষকের উপর। স্কুলটি সে জিলাতে অবস্থিত সেই জিলায় দুইজন জিলা প্রশাসক রয়েছে। আর জিলাটি যে দেশের অন্তর্ভূক্ত সেটি দুইজন রাষ্ট্রপ্রধান দ্বারা চালিত হচ্ছে। একজন বিবেকবান মানুষের নিকট এমন প্রশ্ন করা হলে তিনি প্রত্যুত্তরে বলবেন- বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী। তাহলে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা যদি একের অধিক হয় তবে কি এই মহাবিশ্ব আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছাত? সুনিশ্চিত করেই বলা যায়- 'না'। পদার্থ বিজ্ঞানী স্টেফেন হকিংস (Etephen Hawking) এ ব্রিফ হিসট্রি অব টাইমস্ (A brief History of time: page-181) গ্রন্থের ১৮১ পৃষ্ঠায় বললেন ঃ "মহা বিস্ফোরনের পর মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ মাত্র যদি এক সেকেন্ড বা তার শতলক্ষভাগের এক ভাগও হেরফের হতো তাহলে তা আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছার পূর্বেই নতুন করে পূর্ণাঙ্গভাবে পূর্ণগঠন করতে হত।"

(এ ব্রিফ হিসট্রি অব টাইমস, ১৮১ পৃষ্ঠা)

বরং প্রত্যেকটি গ্রহ-নক্ষত্র নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে। কারো কক্ষপথে কেউ বাঁধার সৃষ্টি করে না; কক্ষচুত্যও হয় না। এমনকি দিন রাতের ভিতর, রাত দিনের ভিতর প্রবেশ করে না। চন্দ্র ধরতে পারে না সূর্যকে; সূর্য পারে না চন্দ্রকে। তাদের এই বিরল নিয়মানুবর্তিতাই প্রমাণ করে এর পিছনে একক কোন সত্ত্বার অস্তিত্ব আছে। একের অধিক সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব থাকলে গ্রহ-নক্ষত্রগুলোর মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিত।

সৃষ্টিকর্তাদের উপদ্রূপে সৃষ্টিই বিলীন হয়ে যেত। দ্বেষ-বিদ্বেষের বশর্বতী হয়ে বিশ্বপরিমন্ডল ভাগাভাগি করে নিত। ধরুন, স্রষ্টার কোন অধম ভক্ত ভক্তিজোড়ে স্বর্গ প্রাপ্তি হয়েছেন আর তখনই যদি অপর সৃষ্টিকর্তা বলে বসেন সে আমার আরাধনা করেনি আমি তাঁর উপর সন্তুষ্ট নই। সে স্বর্গবাসী হতে পারে না। আমি তার জন্য নরক নির্ধারণ করে রেখেছি। আর যদি সেই স্রষ্টা অপরাপর স্রষ্টাদের চাইতে অধিক ক্ষমতাশীল হন তবে তো কথাই নেই। তখন ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে? বিচারের নামে স্রষ্টাদের প্রহসন- নির্দোষ অধমের ব্যধতামূলক নরকবাস।

এবার আসি ফুটবল মাঠের বর্ণনায়। মাঠে মোট বাইশজন খেলোয়াড় থাকে। আর বল থাকে একটি। ধরুন, ফুটবল মাঠটি সৃষ্টিকর্তাদের সতন্ত্র এলাকা, বলটি এই মহাবিশ্ব আর বাইশ জন খেলোয়াড় হলেন সেই বলটির দাবিদার (নিয়ন্ত্রক, পরিচালক)। মাঠে অবস্থিত প্রত্যেক খেলোয়াড় (এখানে স্রষ্টা অর্থে) বলটিকে নিজের অধীনস্থ করার প্রাণপণ চেষ্ঠা চালাবেন। যখনই অধীনস্থ করার চেষ্টা চলবে তখনই শুরু হয়ে যাবে রীতিমত বিশৃঙ্খলা। স্থির বলটি আর এক জায়গায় থাকতে পারবে না। খেলোয়াড়দের (এখানে স্রষ্টা অর্থে) মধ্যেও চরম বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হবে। কিন্তু মাঠে খেলোয়াড়ের সংখ্য (এখানে স্রষ্টা অর্থে) একজন হলে আর বলের (এখানে জগতের) সংখ্যা যদি এক বা একাধিক হয় তাহলে সেখানে বিশৃঙ্খলার বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকবে না। অপরপক্ষে একাধিক খেলোয়াড় অর্থাৎ স্রষ্টার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকাতে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের বিপরীতে এককভাবে অথবা দলীয়করণভাবে অবস্থান নিবে আর তাদের মধ্যে যদি শক্তি-সামর্থ্যের পার্থক্য থাকে তবে রীতি মত পরস্পরে যুদ্ধ ঘোষনা করে ঈশ্বর আল্লাহকে ভয় দেখিয়ে বলে উঠবেন পৃথিবীতে আমার অনুসারী বেশী তাই আমি স্বর্গের অধিকাংশ জায়গা তাদের জন্য বরাদ্দ করেছি আর পশ্চিমা দেশগুলোর জন্য বরাদ্দ করেছি সবচাইতে ভাল আরামপ্রদ স্বর্গটা। আল্লাহ ভগবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করে বলে উঠবেন স্বর্গে তোমার অনুসারীদের কোন স্থান নাই। কারণ তোমার সাড়ে তেত্রিশ কোটি দেব-দেবতা স্বর্গের স্থান পূর্ণ করে ফেলেছে। বস্তুত সৃষ্টিকর্তাদের উৎপাতে জগতের সমুদয় সৃষ্টি ধ্বংসে পতিত হত। সুতরাং বলা যায়, সাড়ে তেত্রিশ কোটি দেবতা নয়, তিনশত ষাট জন ভগবান নয়, যীশু মসীহ, মেরী আর সদাপ্রভু ঈশ্বর তিন নয়, অরিহান্ত ও সিদ্ধ মিলে দুই নয়; এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা এক এবং অদ্বিতীয়।

এই মহাবিশ্বের সৃষ্টির পিছনে যে **একক** সৃষ্টিকর্তার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে আজ কালের বিবর্তনে তাও প্রমাণ করে ছেড়েছেন জোতির্বিজ্ঞানীগণ। বিখ্যাত নভ-পদার্থ বিজ্ঞানী হুগ রস (Hugh Ross) তার ক্রিয়েটর এন্ড দ্য কসমস গ্রন্থের ১১২ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ " যদি মহাকাশ মতবাদানুসারে সময় সৃষ্টি ও মহাবিশ্ব সৃষ্টি একই সাথে হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির পিছনে কোন **সতন্ত্র সত্ত্বার অস্তিত্ব** রয়েছে যিনি সময় ব্যপ্তি ও বস্তু ব্যপ্তি উভয় থেকেই স্বাধীন এবং সময় মাত্রার পূর্বেও যার অস্তিত্ব ছিল।"

(ক্রিয়েটর এন্ড দ্য কসমস গ্রন্থের ১১২ পৃষ্ঠা)

কালের বিবর্তনে যেমন সত্যের অবারিত দ্বার উন্মোচিত হয়েছে; আবার বিস্মৃতও হয়ে গেছে পুরাকালের অনেক সত্যতত্ত্ব। বিকৃত হয়ে গেছে ধর্মগ্রন্থ সমূহের মূলবক্তব্য। একবারেই যে বিকৃত হয়ে গেছে তাও নয় যুগের সাক্ষি হিসেবে রয়ে গেছে ছিটাফোটা কিছু সত্য কথা। তেমনি কিছু সত্য বাণী যা ভগবত ধর্মের গ্রন্থগুলোতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভগবদগীতা, বেদ, সংহিতা, শ্রুতি-স্মৃতি, পুরাণ, উপনিষদ সেই সত্যেরই ঘোষনা দেয়- ভগবান সতন্ত্র, নিরাশ্রয়, একক সত্ত্বা। এ তত্ত্ব প্রকাশের সাথে সাথে ভগবত সমাজে চমক লেগে যেতে পারে; আকস্মিকভাবে সচকিত হওয়ার কোন কারণ নেই, শ্রীমদ্ভগবদগীতার ১৮ তম অধ্যায়ের (মোক্ষ যোগ) ৬৬ নং শ্লোকে একেশ্বরবাদের-ই কথা বলা হচ্ছে।

ভগবত ধর্মে স্রষ্টার একত্ববাদ ঃ

'একমেবা দ্বিতীয়াম' হল হিন্দু ধর্মের মূলমন্ত্র। হিন্দু ধর্মে বলা হয়েছে 'ইল্লা কবর ইল্লা ইল্লাল্লোত ইল্লাল্লাং' অর্থাৎ পৃথিবী ও অন্তরীক্ষস্থ সূক্ষ্ম পদার্থের সৃষ্টা আল্লাহ। আল্লাহ পুণ্যবানদের প্রভু, একমাত্র আল্লাহকেই আল্লাহ বলে আহ্বান কর। একমেবা দ্বিতীয়ামের ঘোষণা দিয়ে শ্রীমদ্ভগবদগীতায় শ্রীভগবান বললেন-

"Sharba Dharma Paritejjaya Mamekang Sharan Braja:
Auhang twang Sharba-papoveya Makkhamiami Mashucha:"

*(Ref: Sloakas from **Vagabat Gita:** The Yoga Of The Division Of The Threefold Faith **18:66**:)*

Translation: Leaving every kind of religious worshiping (i.e. idol worshiping etc.), concentrate only in my remembrance and worship me alone. I will rescue you from every kind of sin. Have faith and do not grief.

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬॥

(সূত্রঃ শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ১৮ তম অধ্যায়, ৬৬ নং শ্লোক)

(শব্দার্থঃ সর্বধর্মান্- সর্বধর্ম, মামেকং- কেবলমাত্র আমাকে, শরণং ব্রজ- আশ্রয় কর বা স্মরণ কর, অহং- আমি, ত্বাং- তোমাকে, সর্বপাপেভ্যঃ- সমস্ত পাপ হইতে, মোক্ষয়িষ্যামি- মুক্ত করিব, মা শুচঃ- শোক করিও না।)

অনুবাদঃ "সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমারই শরণ লও; আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না। ৬৬"

(সূত্রঃ শ্রীমদ্ভগবদগীতাঃ অধ্যায়ঃ ১৮ (মোক্ষযোগ), শ্লোকঃ ৬৬, পৃষ্ঠা ঃ ৩৬৭, লেখকঃ শ্রীজগদীশ চন্দ্র ঘোষ)

শ্রীমদ্ভগবদগীতার চতুর্থ অধ্যায় (জ্ঞানযাগ) এর ২০ নং শ্লোকেও একই কথা বলা হচ্ছে।

tyaktvä karma-phaläsaìgaà nitya-tåpto niräçrayaù
karmaëy abhipravåtto 'pi naiva kiïcit karoti saù

*(Ref: Sloakas from **Vagabat Gita:** The Yoga Of Wisdom: **4:20**:)*

Translation: Abandoning all attachment to the results of his activities, ever satisfied and independent, he performs no fruitive action, although engaged in all kinds of undertakings.

ত্যক্তা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ২০ ॥

শব্দার্থঃ-, সঃ =তিনি, কর্মফলাসঙ্গং = কর্ম ও কর্ম ফলে আসক্তি, ত্যক্তা = ত্যাগ করে, নিত্যতৃপ্ত = সদা তুষ্ট, নিরাশ্রয়ঃ = নিরবলম্ব, সন্ = হয়ে

অর্থ ঃ "যিনি কর্মে ও কর্মফলের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন, যিনি সদা আপনাতেই পরিতৃপ্ত, যিনি কোন প্রয়োজনে কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করেন না, তিনি কর্মে প্রবৃত্ত হইলেও কিছুই করেন না (অর্থাৎ তাঁহার কর্ম অকর্মে পরিণত হয়)।*(সূত্র ঃ শ্রীমদ্ভগবদগীতায়। অধ্যায়-৪ (জ্ঞানযোগ), পৃষ্টা নং ৯৮-৯৯, লেখক ঃ শ্রীজগদীশ চন্দ্র ঘোষ)*

যিনি কর্মে ও কর্মফলের আসক্তি পরিত্যাগ করেছেন- অর্থাৎ যিনি জগতের সমুদয় কার্য পরিচালনায় কোনরুপ কান্তিবোধ করেন না এবং তাঁর কার্যে বিনিময় প্রত্যাশা করেন না। আপন কাজে যিনি অন্য কারো সাহায্য প্রার্থনা করেন না, তিনি মহাপরাক্রমশালী। তিনি কোন কিছু করতে ইচ্ছা করলে শুধু বলেন হয়ে যাও এবং তা হয়ে যায়। তাই এখানে বলা হয়েছে তিনি কর্মে প্রবৃত্ত হলে কিছুই করেন না।

শ্রীমদ্ভগবদগীতার সপ্তম অধ্যায় (জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ) এর ৬ নং এবং ২০ নং শ্লোকে শ্রীভগবান স্বীয় অস্তিত্বের একক রুপ বর্ণনা করে বললেন ঃ

etad-yonéni bhütäni sarväëéty upadhäraya
ahaà kåtsnasya jagataù prabhavaù pralayas tathä

*(Ref: Sloakas from **Vagabat Gita:** The Yoga Of Wisdom: **7:6**:)*

Translation: Of all that is material and all that is spiritual in this world, know for certain that I am both its origin and dissolution.

এতদযোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ ॥

শব্দার্থঃ- সর্বাণি ভূতানি = চেতন-অচেতন সকল বস্তু, ইতি উপধারয় = ইহা জানিও, অহং = আমি, কৃৎস্নস্য জগতঃ = সমগ্র জগতের, প্রভবঃ = উৎপত্তির কারণ, তথা প্রলয়ঃ = এবং প্রলয়ের কারণ।

অর্থ ঃ সমস্ত ভূত (পরিদৃষ্ট সকল জীব-জড়) এই দুই প্রকার হইতে জাত, ইহা জানিও। সুতরাং আমিই নিখিল জগতের উৎপত্তি ও লয়ের কারণ। (সুতরাং আমি প্রকৃতপক্ষে জগতের কারণ)।

(সূত্র ঃ শ্রীমদ্ভগবদগীতা, অধ্যায় ঃ ৭ (জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ),পৃষ্ঠা ঃ ১৬০, শ্লোক ঃ ৬, লেখক ঃ শ্রীজগদীশ চন্দ্র ঘোষ)

এখানে বলা হচ্ছে জগতের সমুদয় সৃষ্টির স্রষ্টা যিনি তিনি এক, তিনিই এই নিখিল জগতের উৎপত্তি ও ধ্বংসের কারণ। তিনি ব্যতিত ভিন্ন কোন উপাস্য নাই। অদৃশ্য-দৃশ্য জগতের তিনিই একমাত্র স্রষ্টা (কারণ)।

Kaamaistaistairhritajnaanaah prapadyante'nyadevataah;
Tam tam niyamamaasthaaya prakrityaa niyataah swayaa.

Transliteration: Those whose wisdom has been rent away by this or that desire, go to other gods, following this or that rite, led by their own nature.

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০

শব্দার্থঃ- তৈঃ তৈঃ কামৈঃ = সেই সেই অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্র ধনমানাদি বিবিধ কামনাদ্বার, হৃতজ্ঞানাঃ = অপহৃতজ্ঞান ব্যক্তিরা, তং তং নিয়মম্ = সেই সেই বিবিধ নিয়ম, স্বয়া প্রকৃতি নিয়তাঃ = স্বীয় স্বীয় স্বভাবের বশীভূত হইয়া, অন্য দেবতাঃ প্রপদ্যন্তে = অন্য দেবতার ভজনা করিয়া থাকে।

অর্থ ঃ "(স্ত্রী-পুত্র ধনমানাদি বিবিধ) কামনাদ্বারা যাহাদের বিবেক অপহৃত হইয়াছে, তাহারা নিজ নিজ কামনা-কলুষিত স্বভাবের বশীভূত হইয়া ক্ষুদ্র দেবতাদের আরাধনায় ব্রতোপবাসাদি যে সকল নিয়ম আছে, তাহা পালন করিয়া অন্য দেবতার ভজনা করিয়া থাকে। (আমার ভজনা করে না।)

(সূত্র ঃ শ্রীমদ্ভগবদগীতা, অধ্যায় ঃ ৭ (জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ),পৃষ্ঠা ঃ ১৬০, শ্লোক ঃ ২০, লেখক ঃ শ্রীজগদীশ চন্দ্র ঘোষ)

এখানে স্বয়ং ভগবান বললেন, মানুষ অল্পজ্ঞান হেতু একক আদি-আনদি সৃষ্টার আরাধনা না করে ক্ষুদ্র শক্তি, পরনির্ভরশীল, অকর্মণ্য দেবতার আরাধনা করে। মানুষ নিতান্তই মোহেবশে অথবা কামনার আসক্তিতে একক স্রষ্টার ভজনা বাদ দিয়ে অন্য নিকৃষ্ট দেব-দেবতার আরাধনা করে থাকে।

ব্রহ্মসূত্রে বলা হয়েছে ঃ

The Brahma Sutra of Hinduism is:

"Ekam Brahm, dvitiya naste neh na naste kinchan"

(Sanskrit transliteration)

Transliteration: "There is only one God, not the second; not at all, not at all, not in the least bit."

"ইকাম ব্রম, দেবিতিয়া নাস্তে নেহ্ না নাস্তে কিনচ্যান"

(সূত্রঃ ব্রহ্মা সূত্র)

ভাবানুবাদঃ "ঈশ্বর এক- অদ্বিতীয়, তিনি ছাড়া কিছুই নেই, তিনি ছাড়া কিছুই নেই, আদৌ কিছুই নেই।"

কেবলমাত্র শ্রীমদ্ভগবদগীতায় একত্ববাদের ঘোষানা দেয়নি বরং উপনিষদগুলোও সমস্বরে শ্লোগান ধরেছে - একেশ্বরবাদের। উপনিষদ হল বেদের (ঋক, যযু, সাম, অথর্ব) সহায়ক গ্রন্থ। বেদের দূর্বোধ্যতাকে দূর করে সাধারণ মানুষের পাঠোপযোগী করার নিমিত্তে উপনিষদগুলো রচিত হয়েছিল। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের ১৯ ও ২০ নং শ্লোকে পাওয়া যায় ঃ

Nainam urdhvam na tiryancaam na madhye ma parijagrabhat
na tasy pratime asti yasya nama mahad yassah.

Translation: There is no likeness of him whose name is great glory.
(Sevetasvatara Upanishad, Chapter -4, verses-19)

নৈনমূর্ধ্বং ন তির্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ ॥ ১৯ ॥

অর্থ ঃ কাহাও সহিত তাঁহার তুলনাও হয় না, কালাদি দ্বারা তাঁহার যশ অপরিচ্ছিন্ন। ইহা বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে - পরমাত্মা অসীম, তাঁহার কোন অংশ বা অবয়ব নাই। সেইজন্য তাঁহাকে কেহ ঊর্ধ্বে, পার্শ্বে বা মধ্যে কোথাও ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারে না। মহান কীর্তিই যাঁহার একমাত্র প্রকাশক এ জগতে তাঁহার তুলনা কোথায়?

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদঃ চতুর্থ অধ্যায় ঃ শ্লোক - ১৯, অতুল চন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত)

Na samdre tisthati rupam asya, na caksusa pasyati kas canaiam
hrda hrdisrham manasa ya enam, evam vi dur amrtas te bhavanti.

Translation: His form is not to be seen; no one sees Him with the eye. there who though heart and mind know Him as a biding in the heart be come immortal.
(Sevetasvatara Upanishad, Chapter -4, verses-20)

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রুপমস্য ন চক্ষুষা কশ্চনৈনম্।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা ষ এনমেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ২০ ॥

অর্থ ঃ [পরমেশ্বর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর ও জীবের আত্মাস্বরুপ। তদ্বিষয়ক একত্ব-জ্ঞানে যে মোক্ষলাভ হয় তাহাই এখানে বলা হইয়াছে।] এই পরমেশ্বরের স্বরুপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, কেহই ই'হাকে চক্ষুদ্বারা দর্শন করিতে পারে না। হৃদয়গুহায় অবস্থিত এই পরমেশ্বরকে অনুভূতি ও মনন দ্বারা জানিতে পারেন তাঁহারাই মোক্ষভাল করেন।

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদঃ চতুর্থ অধ্যায় ঃ শ্লোক - ২০, অতুল চন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত)

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৯ নং শ্লোকে পাওয়া যায় ঃ

na casya kasuj jannita na cadhipah.

Translation: Of HIM there are neither parents nor lord.
(Sevetasvatara Upanishad, Chapter -6, verses-9)

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম॥
স কারপূ করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিৎ জনিতা ন চাধিপঃ ॥ ৯ ॥

অর্থ ঃ এই জগতে তাঁহার প্রভু কেহ নাই, নিয়ন্তাও কেহ নাই। এমন কোনও লিঙ্গ বা চিহ্ন নাই যাহাদ্বারা তাঁহাকে অনুমান করা চলে। তিনি সকলের কারণ; তাঁহার কোনও জনক বা অধ্যক্ষ নাই।

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদঃ অধ্যায়-৬ ঃ৬, শ্লোক- ৯, অতুল চন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত)

শুধু গীতা উপনিষদে নয় বেদেও বলা আছে তাঁর সদৃশ্য কেই নাই। বেদ ভগবত ধর্মের সবচাইতে পুরাতন গ্রন্থ। বলা যায় ভগবত ধর্মটা বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এক্ষেত্রে বেদের মর্যাদা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে অনেক উপরে। যযুর্বেদের (৩২ঃ৩) এ বলা হয়েছেঃ

Na tasya pratima asti.

Translation: There is no image of HIM.
(Yajurved 32:3)

ন তস্য প্রতিমা অস্তি।

অর্থ ঃ কাহাও সহিত তাঁহার তুলনাও হয় না।

(যযুর্বেদ - ৩২ ঃ ৩)

ঋকবেদে বলা হয়েছে ঃ

ma chidanyadvi shansata.

Translation: O friend, do not worship anybody but HIM, the Divine One.

(Rigveda Book-8: 1:1)

ম চিধ্যানবি শান্‌সা॥

অর্থ ঃ হে লোকসকল ! একমাত্র তাঁকে ছাড়া অন্য কারো পুজা করো না।

(ঋকবেদ- ৮ঃ১ঃ১)

যযুর্বেদ সকল ভগবত ধর্মাম্বলীদের উদ্দেশ্যে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেছে - এক স্রষ্টার আরাধনা ব্যতিত সকল প্রকার মূর্তি পুজা নিষিদ্ধ। যযুর্বেদ (৪০ঃ৯) এ বলা হয়েছে ঃ

Andhatama pravishanti ye asambbuti mupaste.

Translation: They enter darkness, those who worship natural things. (For example: Tree, water, fire etc).
Or, They sink deeper in darkness those who worship sambhuti sambhuti means created things. (For example: idol)

(Yajurved 40:9)

অংধাত্মাম্ প্রাভিশান্তি ষ আসাশ্‌ভুতিমুপাস্তে।

অর্থ ঃ যাহারা প্রকৃতি বা হাতের তৈরী বস্তুকে পুজা করবে, তাহারা অন্ধকার (নরক) এ পতিত হবে।

(অথর্ববেদ ৪০ ঃ ৯)

পাতাঞ্জল দর্শনের ১। ২৪ এ স্বতন্ত্র স্রষ্টার অস্তিত্বের ঘোষানা দিয়ে বলা হয়েছে ঃ

"ক্লেশ কর্ম বিপাকাশয়ৈর পরামৃষ্ট;
পুরুষ বিশেষ ঈশ্বর।" (১। ২৪ পাতাঞ্জল দর্শন)

[এখানে, ক্লেশ = কষ্ট, বিপাকাশয় = বিভ্রান্তিকর অবস্থা (বিব্রত বোধ)]

অর্থঃ "ক্লেশ কর্ম বিপাকাশয় যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, যাবতীয় সংসারী আত্মা ও মুক্ত আত্মা হইতে যিনি স্বতন্ত্র, তিনিই ঈশ্বর।"

ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণের ব্রহ্মখন্ড স্রষ্টার একত্ববাদ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

স্বর্গ-মর্ত্ত্য রসাতল করেন শাসন।
তাঁর সম প্রভাবশাল আছে কোন জন ॥
একমাত্র ব্রহ্ম তিনি পর হৈতে পর।
সত্যরুপী স্বপ্রধান ব্যাপ্ত চরাচর ॥
পরমাত্মরুপ তিনি শান্তির কারণ।
বৈষ্ণবেরা সে হরিরে করে আরাধন ॥
শুন শুন মহাভাগ ওহে তপোধন।
একমাত্র জ্যোতি ছিল প্রলয়ে তখন ॥
পরব্রহ্ম অবশেষে জ্যোতির ভিতরে।
এইরুপে নবঘন শ্যামরুপ ধরে ॥
শ্যামরুপ ধরি দেব চারিদিকে চায়।
শূন্যমাত্র চারিদিকে দেখিবারে পায় ॥
অদ্বিতীয় ভগবান সৃষ্টির কারণ।
শূন্যময় বিশ্বরুপ করিলা দর্শন ॥

(ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ, ব্রহ্মখন্ড, পৃষ্ঠা -৩৭, অনুবাদক - সুবোধচন্দ্র মজুমদার, প্রকাশক- শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯)

বলা হচ্ছে, সৃষ্টির শুরুতে প্রলয়কালে পরব্রহ্ম শ্রীহরি বিদ্যমানছিলেন, তিনি ব্যতিত ভিন্ন কেউ ছিল না। এই জন্য বলা হয়েছে এমাত্র জ্যোতি ছিল প্রলয়ে তখন। আর এই পরব্রহ্ম হলেন ভগবানশ্রীকৃষ্ণ, বলা হয়েছে শ্যামরুপে ধরে শ্রীকৃষ্ণ জ্যোতির ভিতরে অবস্থান করেন। সেই জ্যোতি কে আলো এবং অন্ধকারে বিভক্ত করলেন। জ্যোতি থেকে জগতের সব কিছু সৃষ্টি করলেন। অদ্বিতীয় ভগবান সৃষ্টির কারণ অর্থাৎ জগতের সৃষ্টির পিছনে কেবলমাত্র একজন স্রষ্টার অবদান রয়েছে।

আবার ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণের ব্রহ্মখন্ডের ৪৫ নং পষ্ঠায় বলা হয়েছে ঃ

অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম তুমি নিরাকার।
জীব উদ্ধারিতে এবে হইলে সাকার ॥
হস্ত নাহি পদ নাহি নাহিক আকার।
আছহ তথাপি ব্যক্ত ভুবন মাঝার ॥

(ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ, ব্রহ্মখন্ড, পৃষ্ঠা -৪৫, অনুবাদক - সুবোধচন্দ্র মজুমদার, প্রকাশক- শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯)

এখানে বলা হচ্ছে, পরব্রহ্ম মৃত্যুরহিত (চিরঞ্জীব), জন্মরহিত অনাদির আদি এবং নিরাকার। সেই বিশ্ব প্রভুর কোন আকার নাই। তাঁর হাত-পা (অঙ্গ-প্রতঙ্গ) নাই, কোন অবয়ব নাই। নিরাকার রুপে তিনি সমগ্র জগতে পরিব্যপ্ত।

ইহুদী ধর্মে স্রষ্টার একত্ববাদ ঃ

ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থের নাম তৌরাত। যা হজরত মূসা (আঃ) এর উপর সদাপ্রভু জেহোভার (ঈশ্বর) নিকট হতে সরাসরি নাযীল হয়েছিল। ইহুদীদের ধারণা হজরত মূসার পর আর কোন নবী আসবেন না এবং তৌরাতের পর আর কোন আসমানী কিতাব নাযীল হবে না। (উল্লেখঃ এধরনের প্রতিশ্রুতিপূর্ণ বাক্য মহান আল্লাহ পাক তৌরাতের মধ্যে বর্ণনা করেননি। বরং এটা ছিল তাদের ধারণামাত্র। এখনো সেই ধারণাকে সযত্নে লালন-পালন করে আসছে ইহুদী ধর্মাম্বলীরা। তারা ইঞ্জিল এবং কোরআনকে আসমানী কিতাব হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না।)

বাইবেলের পুরাতন নিয়মের (তৌরাতের নূতন সংস্করণ) দ্বিতীয় বিবরণের ৬ ঃ ৪ এ বলা হয়েছে ঃ

De:6:4: Hear, O Israel: The LORD our God is one LORD:
(The fifth book of moses,called deuteronomy: 6:4)

অর্থ ঃ ৪হে ইস্রায়েল, শুন; আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু একই সদাপ্রভূ।
(বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বাইবেলের ঃ দ্বিতীয় বিবরণ ঃ-৬ ঃ ৪, পৃষ্ঠা-২২৭)
বাইবেলের পুরাতন নিয়মের (তৌরাতের নূতন সংস্করণ) যিশাইয় এর ৪৩ - ১১, ৪৫ ঃ ৫, ৪৬ ঃ ৯ এ বলা হয়েছে ঃ

Isa:43:11: I, even I, am the LORD; and beside me there is no saviour.

অর্থ ঃ ১১আমি, আমিই সদাপ্রভূ; আমি ভিন্ন আর ত্রাণকর্তা নাই।
(যিশাইয় - ৪৩ ঃ ১১)

Isa:45:5: I am the LORD, and there is none else, there is no God beside me: I girded thee, though thou hast not known me:

অর্থ ঃ ৫আমিই সদাপ্রভূ, আর কেহ নয়; আমি ব্যতিত অন্য ঈশ্বর নাই; তুমি আমাকে না জানিলেও আমি তোমার কটি বন্ধ করিব।
(যিশাইয় - ৪৫ ঃ ৫)

Isa:46:9: Remember the former things of old: for I am God, and there is none else; I am God, and there is none like me,

অর্থ ঃ ৯সেকালের পুরাতন কার্য সকল স্মরণ কর; কারণ আমিই ঈশ্বর, আর কেহ নয়; আমি ঈশ্বর; আমার তুল্য কেহ নাই।
(যিশাইয় - ৪৬ ঃ ১১)

একেশ্বরবাদী ধর্মে একজন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের কথা স্বীকার করা হয়। এক ঈশ্বরকে নিতি-নির্ধারণ করে কেবলমাত্র তাঁরই এবাদত করা হয়। এটাই ইহুদী ধর্মের মূলকথা। এক ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কিছুর এবাদত কিংবা মূর্তিপুজা ইহুদী ধর্মমতের পরিপন্থি। মূর্তিপুজা সম্পর্কে বাইবেলের যাত্রাপুস্তক এর ২০ ঃ ৩-৫ এ বর্ণিত হয়েছে ঃ

Ex:20:3: Thou shalt have no other gods before me.
Ex:20:4: Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth:
Ex:20:5: Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the LORD thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me;

অর্থ ঃ ৩আমার সাক্ষাতে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক।

৪তুমি আপনার নিমিত্তে খোদিত প্রতিমা নির্মাণ করিও না; উপরিস্থ স্বর্গে, নিচস্থ পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নিচস্থ জলমধ্যে যাহা যাহা আছে, তাহাদের কোন মূর্তি নির্মাণ করিও না;

৫তুমি তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিও না, এবং তাহাদের সেবা করিও না; কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আমি স্বগৌরব রক্ষণে উদযোগী ঈশ্বর; আমি পিতৃগণের অপরাধের প্রতিফল সন্তানদের উপরে বর্তাই, যাহারা আমাকে দ্বেষ করে, তাহাদের তৃতীয় চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত বর্তাই।
(যাত্রাপুস্তক - ২০ ঃ ৩-৫)

খ্রীষ্টান ধর্মে স্রষ্টার একত্ববাদ ঃ

খ্রীষ্টান ধর্মাম্বলীরা যে ত্রিমুখী (ত্রিনিটি) মতবাদে বিশ্বাসী; বাইবেলের নূতন নিয়ম (ইঞ্জিলের নতুন সংস্করণ) তা কোনমতেই মানতে রাজি নয়। বরং খুব স্পষ্ট করেই মার্ক রচিত সুসমাচারে ১২ ঃ ২৯ এ বলা আছেঃ

M'r:12:24: And Jesus answering said unto them, Do ye not therefore err, because ye know not the scriptures, neither the power of God?

অর্থ ঃ ২৯যীশু উত্তর করিলেন, প্রথমটি এই, "হে ইস্রায়েল, শুন; আমাদের ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু।"

(মার্ক - ২৪ ঃ ২৯)

যীশু মসীহ কখনো বলেননি যে তোমরা আমাকে পুজা কর, আমাতেই সিজদাহ দাও আর আমাকে তিনজন ঈশ্বরের একজন হিসেবে জানো এবং এমন অযৌক্তিক কথার আড়ম্বর করেননি যে- 'আমিই তোমাদের সদাপ্রভু ঈশ্বর'। বরং বাইবেলে বাববার বলা হয়েছে আমি (যীশু) ঈশ্বরের প্রেরিত। যীশু মসীহ যে ঈশ্বরের প্রেরিত নবী সে সম্পর্কে বাইবেলের যোহন রচিত সুসমাচারে ১৭ ঃ ৩ এ উল্লেখ রয়েছে।

Joh:17:3: And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.

অর্থ ঃ ৩আর ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাহারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে, এবং তুমি যাঁহাকে পাঠাইয়াছ, তাহাকে, যীশু খ্রীষ্টকে, জানিতে পায়।

(যোহন- ১৭ ঃ ৩)

শিখ ধর্মে স্রষ্টার একত্ববাদ ঃ

আল্লাহ কে 'ঈশ্বর' বলে খ্রীষ্টানরা, জেহোভা বলে ইহুদীরা, ভগবান বলে ডাকে হিন্দুরা, আহুরা মাজদা বলে ডাকে জোরাস্টেইনরা আর শিখ ডাকে 'এক ওমকার' যার অর্থ একজন মহান স্রষ্টা আবার কখনো কখনো 'ওহে গুরু' বলে সম্বোধন করে। যার অর্থ একজন সত্য স্রষ্টা। (উল্লেখ্য শিখরা মূর্তিপুজার ঘোর বিরুধী)

শ্রীগুরু গ্রন্থ সাহেব এ উল্লেখ আছে ঃ

2: 48: there is only the One, the Giver of all souls. May I never forget Him! ||5||
5 : 220: Highest of the High, above all is His Name.

[English translation of Guru Granth Sahib, Jub- part-2]

অর্থ ঃ "আত্মার সৃষ্টিকারী কেবলমাত্র একজন-ই। আমি কি তাকে কখনো ভুলতে পারি।"

"সুমহান সেই স্রষ্টার নাম সর্বাপেক্ষা উত্তম, সর্বোচ্চ সন্মানিত।"

(শ্রীগুরু গ্রন্থ সাহেব- জুব ঃ দ্বিতীয় খন্ড)

"There exists but one who is called the true the creator, free from fear and hate, immortal not begotten, self-existant, great and compassionate."

(Sri Guru Granth Sahib, Vol-1, Japuji, verse-1)

অর্থ ঃ সেই সত্যের স্রষ্টা সতন্ত্র, ভয়শূন্য, অঘৃণ্য, চিরঞ্জীবী, স্বীয় অস্তিত্বে উদ্ভাসিত, তিনি মহান এবং দয়ালু।

(শ্রীগুরু গ্রন্থ সাহেব-খন্ড-১ঃ যাপুজি ঃ ১)

শ্রীগুরু গ্রন্থ সাহেবের ১৭৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে ঃ

"কলমাইক পুকারেয়া দোজাহানে কোয়ী
যো কহেম নাপাক হ্যায়, দোজখজওন সোয়ী।"

অর্থ ঃ "একমাত্র কলেমা তৈয়ব সতত পড়িবে, উহা ভিন্ন সঙ্গের সাথী কিছু নাই। যে উহা না পড়িবে সে দোজখে যাইবে।"

(শ্রীগুরু গ্রন্থ সাহেব- ঃ পৃষ্ঠা নং-১৭৪)

গুরু নানক কোরআনের বৈধতা স্বীকার করে বলেছেন ঃ

"তৌরাত, জবুর, ইঞ্জিল তেরে পড়হ শুন দেখে বেদ।
রহি কুরআন কেতাব কলি যুগমে পরওয়ার।"

অর্থ ঃ "তৌরাত, জবুর, ইঞ্জিল ও বেদ পড়ে দেখেছি, কিন্তু এই কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যাহা কলি যুগে মানবের মুক্তি দিতে একমাত্র সমর্থ।"

"(১) বেদ ও পুরাণের যুগ চলে গেছে, এখন দুনিয়াকে পরিচালিত করার জন্য কোরআনই একমাত্র গ্রন্থ।

(২) মানুষ অবিরত অস্থির এবং দোজখে যায় তার একমাত্র কারণ হলো এই যে, ইসলামের নবীর (সাঃ) প্রতি তার কোন শ্রদ্ধা নেই।"

(শ্রীগুরু গ্রন্থ সাহেবহতে গৃহীত)

জোরাস্টেইন ধর্মে স্রষ্টার একত্ববাদ ঃ

আবেস্তা (ইয়াস্না আবেস্তা, জেন্দা আবেস্তা, কোর্দা আবেস্তা ইত্যাদি) হল জোরাস্টেইন ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ। একেশ্বরবাদী জোরাস্টেইন ধর্মাম্বলীরা সৃষ্টিকর্তাকে ডাকে 'আহুরা মাজদা' বলে। আহুরা শব্দের অর্থ ঈশ্বর বা আল্লাহ আর মাজদা শব্দের অর্থ জ্ঞানী। ইয়াস্না আবেস্তাতে (Yasna Avesta) এই জ্ঞানী আল্লাহ বা ঈশ্বরের (স্রষ্টার) পরিচয় সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

Ahura-Mazda, the creator, radiant and glorious, the greatest and the best, the most beautiful, the most firm, wisest, most perfect, the most bounteous spirit!

(Max Mueller, ed. op. cit. 31:195-196)

স্রষ্টা অহুরা-মাজ্দা (Ahura-Mazda) দীপ্তিমান, মহিমান্বিত, মহান, সর্বোত্তম, অতিমনোরম, দৃঢ়চিত্ত, জ্ঞানময়, নির্ভুল এবং উদারাত্মা।

(সূত্রঃ ইয়াস্না আবেস্তা, অনুবাদঃ Max Mueller, ed. op. cit. 31: 195-196)

দসাতির গ্রন্থ মতে আহুরা মাজদার পরিচয় নিম্নরুপ (According to Dasatir, Ahura Mazda has the following qualities) ঃ

১) He is one. তিনি এক।
২) Nothing resembles Him. তাঁর সদৃশ্য কিছুই নাই।
৩) He is without an origin on end. তিনি জন্ম-মৃত্যু রহিত।
৪) He has no father or mother, wife or son. তাঁর কোন পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র নাই।
৫) Without a Body of Form. তিনি নিরাকার।
৬) Neither the eye can behold Him, nor the power of thinking can conceive Him. না কোন চোখ তাঁকে অবলোকন করেছে, না কোন বুদ্ধিমত্তা তাঁর কল্পনা করেছে।
৭) He is above all that you can imagine of. তিনি সকল কিছুর উর্ধ্বে।
৮) He is nearer to you than your own self. তিনি প্রত্যেকের অত্যন্ত নিকটবর্তী।

বাহিজম্ ধর্মে স্রষ্টার একত্ববাদ ঃ

২৩ - শে মে ১৮৪৪ সাল। বর্তমান বাহিজমের মূল ধারনার অবতারনা করেন বাবিজম এর প্রবর্তক মির্জা আলী মোহাম্মদ ওরফে ব্যাব। ব্যাবের বাবিজম -ই পরবর্তীতে বাহিজম নামে পরিচিতি লাভ করে। বাহিজমের ধর্মী গ্রন্থের নাম কিতাব-ই-আক্দাস (পারস্য ভাষা) আরবীতে বলা হয় আল্ কিতাব- আল্ আক্দাস। ১০৭ টি প্রশ্ন সম্বলিত এই বইটির ১৮৭৩ সালে বাহাউল্লা কর্তৃক রচিত হয়। কিতাব-ই-আক্দাসেও স্রষ্টার একত্ববাদের ঘোষনা দেওয়া হয়েছে।

O kings of the earth! He Who is the sovereign Lord of all is come. The Kingdom is God's, the omnipotent Protector, the Self-Subsisting. **Worship none but God,** and, with radiant hearts, lift up your faces unto your Lord, the Lord of all names. This is a Revelation to which whatever ye possess can never be compared, could ye but know it.

*[English translation of **Holy Kitab I Aqdas]***

অর্থ ঃ "হে রাজন, আপনি সেই সার্বভৌম, সর্বশক্তিমান রক্ষাকর্তার জপতপ করেন। এক আল্লাহ ছাড়া কারো উপাসনা করবেন না। এবং উপাসনা করুন প্রীতিপূণ্য মনে (গভীর আবেগের সহিত) এবং তার সাথে কোন কিছুর তুলনা করবেন না।"

(কিতাবুল আকদাস্)

ইসলাম ধর্মে স্রষ্টার একত্ববাদ ঃ

তাওহীদ শব্দের অর্থ একত্ববাদ। ইসলামের মূলকথা হল- তাওহীদ। মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর পবিত্র কোরআনুল করীমের মাধ্যমে তাওহীদের ঘোষনা প্রদান করলেন। এবং বললেন ঃ

﴿ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْ اللّٰهِ ﴾

"La ilaha illallahu muhammadur rasullulla."

Translation: There is Nothing Worthy of Worship except GOD, and Muhammad is His Messenger.

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহামাদুর রাসুলুল্লাহ"

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর রাসূল।

(কালেমা তাইয়েবা)

মহান আল্লাহ ইজ্জতে রাব্বুল আলামীন আরো বললেন ঃ

﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ اللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

ইংরেজী অনুবাদ ঃ 112.1 Say: He is Allah, the One and Only; 112.2 Allah, the Eternal, Absolute; 112.3 He begetteth not, nor is He begotten; 112.4 And there is none like unto Him.

অর্থ ঃ (হে মুহাম্মদ) আপনি বলে দিন, আল্লাহ এক। আল্লাহ কারোমুখাপেক্ষী নন। তিনি কাউকে জন্মও দেন নি, আর তিনি জন্ম প্রাপ্তও হন নি। আর তাঁর সমতুল্যও কেউ নেই।

(আল্ -কোরআন, সূরা- ইখ্লা-ছ ঃ আয়াত ১-৪)

সূরা বাক্বারাহ্ এর ২৫৫নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় পরিচয় জ্ঞাপন করে বললেন ঃ

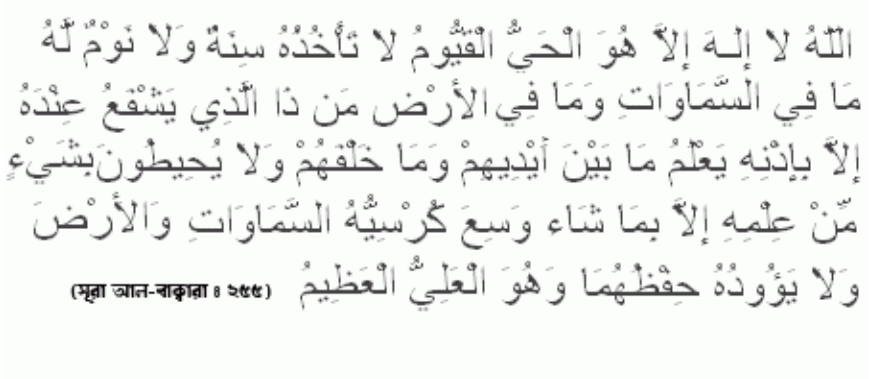
اللّهُ لا إِلـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَّهُ
مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ
إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ
مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ
وَلا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (সূরা আল-বাক্বারা ঃ ২৫৫)

ইংরেজী অনুবাদ ঃ 2.255 Allah! There is no god but He,-the Living, the Self-subsisting, Eternal. No slumber can seize Him nor sleep. His are all things in the heavens and on earth. Who is there can intercede in His presence except as He permitteth? He knoweth what (appeareth to His creatures as) before or after or behind them. Nor shall they compass aught of His knowledge except as He willeth. His Throne doth extend over the heavens and the earth, and He feeleth no fatigue in guarding and preserving them for He is the Most High, the Supreme (in glory).

Al-Qur'an, 002.255 (Al-Baqara)

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীবী, চিরস্থায়ী; তাকে না তন্দ্রা স্পর্শ করে, আর না নিদ্রা। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছু তাঁরই। এমন কে আছে, যে তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাঁর অনুমতি ছাড়া, তিনি তাদের অগ্র-পশ্চাতের সবকিছু জানেন। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই কেউ আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর আসন আসমান ও যমীন পরিবেষ্টিত। এদের হেফাজতে তাঁর কোন কষ্ট হয় না। তিনি সমুন্নত, মহামহিম। *(আল্ -কোরআন, সূরা বাক্বারাহ্ ঃ আয়াত নং ২৫৫)*

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

অর্থঃ "আমি তোমার পূর্বে এ ওহী (প্রত্যাদেশ) ছাড়া কোনো একজন রাসূলও পাঠাইনি যে, 'আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই, তাই তোমরা আমারই ইবাদত কর।"

(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ২৫)

قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ

অর্থঃ "বলো, আমাকে এ মর্মে ওহী পাঠানো হয়েছে যে, তোমাদের ইলাহ্ তো কেবলমাত্র একজন। তোমরা কি তাঁর আনুগত্যে নিজেদেরকে নিয়োজিত করবে না?"

(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১০৮)

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

অর্থ ঃ আমি নূহকে তার কাওমের কাছে প্রেরণ করেছি, সে তার কাওমকে বলেছে- হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ্ নেই।"

(সূরা আল আ'রাফ ঃ ৫৯)

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

অর্থঃ "আর তিনি হচ্ছেন এমন এক সত্তা, যিনি আসমানেও ইলাহ্ এবং জমিনেও ইলাহ্ এবং তিনি অতি কৌশলী, মহা বিজ্ঞানী।"

(সূরা আয যুখরুফ ঃ ৮৪)

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ

অর্থঃ "আর আল্লাহ বলেন- তোমরা দুই খোদা গ্রহণ করো না।তিনিই একমাত্র ইলাহ্। অতএব আমাকেই (আল্লাহকে) ভয় কর।"

(সূরা আন নাহল ঃ ৫১)

৭. ধর্মে ধর্মে সেই মহামানব (One Superhuman in all Religion):

সূর্যের আলো তখনও প্রকাশ পাইনি। বিশ্রামরত উষ্ঠীদলের মালিকগণ তখনো গভীর নিদ্রায় নিমজ্জিত। ঘুম ভাঙ্গেনি মরুনিবাসী পাখিদের। অন্ধকারের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাওয়া বিশ্ব উন্মাদ হয়ে প্রতীক্ষা করছে- দৃপ্তিমান সেই আলোর। ঠিক এমনি সময় রাতের অন্ধকারকে দূরীভূত করে আলোর দিশারী দেখা দিল 'মরুৎ ভাস্বর' নামে। সেই আলোই আলোকিত হল বিশ্ব। খুঁজে পেল বাইবেল তার 'প্রেরাক্লীত' (সহায়, সত্যের আত্মা) কে, তৌরাত পেল 'মেউদ দেউদ', বেদ পেল 'নরাশংস', পুরাণ পেল 'কল্কি', ত্রিপিটক পেল 'মৈত্তেয়' (শেষ বুদ্ধ), এ্যানালেক্ট পেল তার 'সাধু', জেন্দাবেস্তা পেল 'আহমদ-মোহাম্মদকে'। বিশ্বনবী দু'জাহানের পয়গম্বরে আলম হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবলমাত্র ইসলাম ধর্মের নবী নন বরং তিনি সমগ্র বিশ্বের সকল মানবের নবী ছিলেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমান ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

ইংরেজী উচ্চারণ ঃ 34.28 Wam[a] arsaln[a]ka ill[a] k[a]ffatan li(l)nn[a]si basheeran wana[th]eeran wal[a]kinna akthara a(l)nn[a]si l[a] yaAAlamoon(a)

ইংরেজী অনুবাদ ঃ 34.28 We have not sent thee but as a universal (Messenger) to men, giving them glad tidings, and warning them (against sin), but most men understand not.

Al-Qur'an, 034.028 (Saba [Saba, Sheba])

অর্থ ঃ "আমি (আল্লাহ্) তো তোমাকে (হয়রত মুহাম্মদ সাঃ) সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সর্তকারী করে পাঠিয়েছি, তবে অনেকেই তা অবগত নয়।"

(সূরা সাবা(৩৪) ঃ আয়াত নং ২৮)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

ইংরেজী উচ্চারণ ঃ 021.107 Wam[a] arsaln[a]ka ill[a] ra[h]matan lilAA[a]lameen(a)

ইংরেজী অনুবাদ ঃ 021.107 We sent thee not, but as a Mercy for all creatures.

Al-Qur'an, 021.107 (Al-Anbiya [The Prophets])

অর্থ ঃ "আমি (আল্লাহ্) তো তোমাকে (হয়রত মুহাম্মদ সাঃ) বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ হিসাবে পাঠিয়েছি।"

(সূরা আম্বিয়া(২১) ঃ আয়াত নং ১০৭)

*বাইবেল, বেদ-পুরাণে যে মোহাম্মদেরই (দঃ) জয়গান গেয়েছে সে সম্পর্কে কবি কাজী নজরুল ইসলাম তার মরু ভাস্কর (নওকাবা) গ্রন্থে লিখলেন ঃ

যে সিদ্দিক আর আমীনে খুঁজিছে বাইবেল আর ঈশা,
তাওরাত দিল বারে বারে যেই মোহাম্মদের দিশা,
পাপিয়া কণ্ঠ দাউদ গাহিল যার অনাগত গীতি,
যে মোহাম্মদ অথর্ব্ববেদ-গান খুঁজিতেছে নিতি,
সে অতিথি এল কতকাল ওরে আজি কতকাল পরে
ধেয়ানের মণি নয়নে আসিল বিশ্ব উঠিল ভরে"

(মরু ভাস্কর (নওকাবা)-কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

প্রত্যেক ধর্মগ্রন্থই বিশেষ কতগুলো বিশেষনের মাধ্যমে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) এর আগমনী বার্তা পেশ করেছে। ড. শিব শক্তি স্বরুপজীর কথায় বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদ ছাড়া বাখী সবধর্ম গ্রন্থে আল্লাহ, মোহাম্মদ (স) অথবা আহমদ নাম পাওয়া যায়। বেদে খুব স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। বাইবেলের ওল্ড টেষ্টামেন্ট (তৌরাত) এ বলা হয়েছে 'তোমার সদৃশ্য এক ভাববাদী' অর্থাৎ মুসার সদৃশ্য এক ভাববাদী। বাইবেলের নিউ টেষ্টামেন্টে বলা হয়েছে 'প্যারাক্লীতোস' অর্থাৎ প্রসংশিত বর্তমান সংস্করণে সহায় বা সত্যের আত্মা, ভগবত ধর্মে বলা হয়েছে নরাশংস অর্থাৎ যিনি নরের দ্বারা প্রশংসিত বা নারায়নের (স্রষ্টার) দ্বারা প্রশংসিত, ত্রিপিটক যাঁকে মৈত্তেয় বলেছে, যার অর্থ দয়াবান। এবার দেখা যাক, ধর্মগ্রন্থ গুলো সেই প্রসংশিত মানুষটির সম্পর্কে কি বলছে ঃ

ভগবত ধর্মে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ঃ

'কল্ক' শব্দের অর্থ পাপ আর 'কল্কি' শব্দের অর্থ হল পাপের বিনাশকারী। ভগবত ধর্মের কল্কিপুরাণে বর্ণিত কল্কি অবতার যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)[২] সেই তথ্য আজ আর অজানা নয়। সংস্কৃত শব্দের আঁড়ালে চাপা পড়া সেই মহান সত্যের উদ্‌ঘাটন করেছেন ধর্ম পন্ডিতগণ। ধর্মগ্রন্থগুলো কল্কি অবতারের যে সব গুণাবলী বর্ণনা করেছে সে সব নিরপেক্ষভাবে, বিশ্লেষণী মনে অধ্যয়ন করে যে কেউ নির্দিদ্ধায় বলে উঠবেন ইনি হযরত মুহাম্মদ (স) ভিন্ন অন্য কেউ নন। কেননা কল্কি অবতারের যে সব গুণ বর্ণনা করা হয়েছে সে সব কেবলমাত্র মরুনিবাসী লিঙ্গচ্ছেদী শিখাহীন শ্মশ্রুধারী মুহাম্মদ (স) এরই ছিল। বলা হয়েছে পৃথিবী যখন পাপে পাপে দূষিত হবে, মানুষ ধর্ম ভুলে যাবে - সেই সময় জগতের পাপ নাশ করেতে কল্কি অবতার আসবেন। ইসলামপূর্ব আরব সমাজের দিকে তাকালে দেখা যায়, ধর্ম বিবর্জিত মানুষ নিজ নিজ গোঁড়ামীর কারণ হেতু অজ্ঞতা ও বর্বরতার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল। সেই যুগকে বলা হত আইয়ামে জাহেলীয়াতের যুগ অর্থাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ। তখন তারা তাদের সৎ মাকে বিবাহ করতে শুরু করেছিল, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত করব, মদ পান, ব্যভিচার, মূর্তিপূজা, জুয়া খেলায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। ঠিক সেই সময়ে হযরত মুহাম্মদ (স) এসেছিলেন। তিনি অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে আরব সমাজকে মুক্ত করলেন। মরুনিবাসীদের পাপ নাশ করে তিনি জগতের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। জগতের পাপ নাশ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা এমন দৃষ্টান্ত মুহাম্মদ (স) ব্যতিত আর কেউ স্থাপন করতে সফল হননি। আসুন পর্যবেক্ষণ করে দেখা যাক, বেদ-পুরাণ সেই কল্কি অবতার সম্পর্কে কি বলছে ঃ

কল্কি পুরাণে মুহাম্মদ (দঃ)-

Afterwards, Sumati, the wife of Vishnujasha became pregnant.... Kalki descended to earth (as a human) in the month of Baisakha on the 12th day after the full moon.

~ Kalki Purana, [2], Verses 4

"শম্ভুলে বিষ্ণুৎ যশাসো গৃহে প্রাদূর্ভবাসত্বম।
সমুত্যাং মাতরি বিভো কন্যায়াং ত্বন্নিদেশতঃ ॥"

(কল্কি পুরাণে-২, শ্লোক-৪)

অর্থঃ "আমি শম্ভুল (আরব) নগরে বিষ্ণুযশা (আব্দুল্লাহ) নামক গৃহে সুমতি (আমিনা) নাম্মী ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে আবির্ভূত হইব।"

এখানে, শম্ভুল বলতে আরব নগরীকে, বিষ্ণুযশা বলতে নবী মহাম্মদের (সঃ) পিতা আব্দুল্লাহকে এবং সুমতি বলতে মা আমিনাকে বোঝানো হয়েছে। মুলতঃ সংস্কৃত শব্দের আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয়েছে প্রকৃত সত্য তথ্য। বিষ্ণুযশা সংস্কৃত শব্দ। শব্দটি বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়- বিষ্ণু = ভগবান (আরবীতে আল্লাহ), যশা = সেবক বা দাস; অর্থাৎ, আল্লাহর সেবক বা দাস। অপরদিকে, আরবী 'আব্দুল্লাহ' শব্দের অর্থও আল্লাহর সেবক বা দাস। আবার, সুমতি শব্দের অর্থ দাঁড়ায় শান্ত, সুদর্শনা, বুদ্ধিমতি ইত্যাদি। ইসলামের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখুন, ততকালীন সময়ে সমগ্র আরবের মধ্যে মা আমিনা ছিলেন সবচাইতে শান্ত প্রকৃতির, সুদর্শনা, বুদ্ধিমতি।

এবার আসুন সংস্কৃত 'শম্ভুল' শব্দ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? ভারতের বৈদিক যুগের পন্ডিতরা পৃথিবীর স্থলভাগকে সাতটি অঞ্চলে ভাগ করেছিলেন।

১.**জম্বু** ঃ ভারত, তিব্বত ও চীন অঞ্চল
২.**শাক** ঃ পারস্য ও ইরাক অঞ্চল
৩.**কুশ** ঃ আফ্রিকা অঞ্চল
৪.**ক্রৌঞ্চ** ঃ ইউনান বা গ্রীস
৫.**প্লক্ষ**
৬.**পুষ্কর** ঃ স্পেন ও ইতালী অঞ্চল
৭.**শম্ভুল** ঃ আরব অঞ্চল।

কল্কি পুরানের ২য় অধ্যায় এ বর্ণিত আছে ঃ

" **'Jagatguru'** will be born of **'Bishnuvagat'** in the woumb of **'Sumati'**.He will be born **'2 hours after sunrise'** on Monday, the 12th of **'Baishakh'**. His father will die before his birth and his mother some time later after his birth. **'Jagatguru'** will marry the princess of the **'Salmal'** island. His uncle and three brothers will be present in his marriage ceremony. **'Pars-Ram'** will teach him in a cave. When he will come to **'Sambala'** from **'Salmal'** island, to preach his teachings, his

relatives will oppose him. He will be bound to migrate to the **'Northern Hills'** to avoid the on-going torture and persecution. But after some time, he will return to **'Sambala'** with **'sword in hand'** and will **'conquer the whole land'**. **'Jagatguru'** will visit earth and the seven heavens riding on a **'horse'** ".

(The Kalki-Purana || Chapter 2):(Reference:: http://saifur.tripod.com/hrarticle.html)

অনুবাদ ঃ জগতগুরু জন্ম গ্রহণ করবেন বিষ্ণুভগতের ঔরসে, সুমতির গর্ভে। তিনি জন্ম গ্রহণ করবেন বৈশাখ মাসের সোমবারে, সূর্য উদয়ের ২ ঘন্টা পরে। জন্মের পূর্বে-ই তাঁর পিতা মারা যাবেন এবং জন্মের কিছুকাল পরে মাতা মারা যাবেন। জগতগুরু সালমান দ্বীপের রানীকে বিবাহ করবেন। বিবাহ অনুষ্ঠানে তাঁর চাচা এবং তিন ভাই উপস্থিত থাকবেন। পরশুরাম তাঁকে এক পাহাড়ের গুহার ভিতর শিক্ষা দান করবেন। যখন তিনি শম্ভুলা থেকে সালমান দ্বীপে আসবেন, তিনি তাঁর শিক্ষা প্রচার করবেন, তাঁর পরিজন তাঁর সাথে বিরোধিতা করবে। তাদের অত্যাচার ও যন্ত্রনা থেকে পরিত্রান পাওয়ার জন্য উত্তর পাহাড়ে গমন করবেন (হিজরত করবেন)। কিন্তু, কিছু কাল পর, তরবারী হাতে শম্ভুলায় ফিরে আসবেন এবং সমগ্র স্থান দখল (জয়) করবেন। জগতগুরু ঘোড়ায় চড়ে পৃথিবী এবং সাতটি স্বর্গ পরিভ্রমণ/পর্যবেক্ষণ করবেন।

(কল্কি পুরানা ॥ অধ্যায়-২)

Jagatguru = 'Jagatguru' means teacher of the world.

[জগতগুরু = 'জগতগুরু' অর্থ পৃথিবীর শিক্ষক। মুহাম্মদ (সঃ) সর্বকালের সর্বমানবের সর্বশেষ্ঠ শিক্ষক। তিনিই প্রকৃত জগতগুরু।]

Vishnujasha or Bishnuvagat = 'Bishnu' means the 'Creator' and 'Vagat' means the 'Servant'. Therefore, Bishnuvagat means the Servant of the Creator, and the arabic of this is "Abdullah".

[বিষ্ণুযশা বা বিষ্ণুভগত = বিষ্ণু অর্থ সৃষ্টিকর্তা (আল্লাহ) এবং ভগত বা যশা অর্থ দাস. অর্থাৎ বিষ্ণুযশা বা বিষ্ণুভগত অর্থ সৃষ্টিকর্তার (আল্লাহর) দাস। আরবীতে 'আব্দুল্লাহ' শব্দের অর্থও সৃষ্টিকর্তার (আল্লাহর) দাস। ('আব্দুল্লাহ' হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর পিতার নাম।)]

Sumati = 'Su' means 'Peace' or 'Self-Satisfaction' And 'Mati' means 'Soul' or 'Heart'. Therefore, the meaning of 'Sumati' stands 'Satisfied Heart', and the arabic of which is "Amina". Prophet Muhammad's (peace be upon him) mother's name is Amina.

['সু' অর্থ শান্ত অথবা আত্মতুষ্ট এবং 'মতি' অর্থ আত্মা অথবা হৃদয়। অর্থাৎ 'সুমতি' শব্দের অর্থ পরিতুষ্ট আত্মা। আবরীতে 'আমিনা' শব্দের অর্থও শান্ত বা পরিতুষ্ট আত্মা। (আমিনা নবী হযরত মুহাম্মদের মাতার নাম)]

"দ্বাদশ্যাং শুক্ল পক্ষস্য মাধবে মাঝি মাধবঃ।
জাতে দদৃতঃ পুত্রং পিতরৌ হৃষ্টমানষৌ ॥"

অর্থ ঃ "বৈশাখ মাসের শুস্কপক্ষীয় দ্বাদশীতে (১২ তারিখে) কলির অবতার জন্ম গ্রহণ করিলে তদ্দর্শনে তাঁহার পিতৃকূল হৃষ্টচিত্ত হইবে।"

(কল্কি পুরাণ ঃ প্রথমাংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৫ শ্লোক)

12th Baishakh, Monday = According to the Bikrami Calender of India, the month Baishakh is known as the month of Spring. The arabic of 'Spring' is 'Rabi'. Prophet Muhammad (peace be upon him) was born on Monday, the 12th of Rabi-ul-Awual, the third month of the arabic calender.

[ইন্ডিয়ান বিক্রামি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বসন্ত কে বলা হয় বৈশাখ। অপরদিকে, আরবীতে বসন্তকে বলা হয় 'রাবি'। নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) জন্ম গ্রহণ করেন ১২-ই রাবিউল-আওয়াল মাসের সোমবারে (ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আরবী তৃতীয় মাসে)।]

Pars-Ram = 'Ram' means Creator and 'Pars' means Axe, and sometimes it also means 'the Great'. Angel Gabriel is the highly dignified Angel of Allah (One True God), who used to deliver Allah's words or messages to the Prophets. The Message angel Gabriel brought to prophet Muhammad (peace be upon him) from Allah was as sharp as an axe, which eliminated all the injustice and falsehood on earth. 'Pars-ram' thus refers to angel Gabriel, who is the axe-bearer of Allah.

[পরশুরাম = 'রাম' অর্থ সৃষ্টিকর্তা এবং 'পরশু' অর্থ কুঠার (এখানে, বার্তা)। 'পরশুরাম' শব্দটি আল্লাহর বার্তা বাহক ফেরেস্তা হযরত জিব্রাঈল (আঃ) এর

পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে। জিব্রাঈল (আঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজলী ঝলকের মত দ্রুত (এখানে কুঠারের তীব্রতা, তীক্ষ্ণতার সাথে তুলানা করা হয়েছে) বার্তা বহন করে এনেছিলেন নবী মুহাম্মদের কাছে, যার মাধ্যমে পৃথিবীর সকল অন্যায়/অবিচার, মিথ্যা দূরীভূত হয়। অর্থ্যাৎ, পরশুরাম-ই হলেন জিব্রাঈল (আঃ), যিনি আল্লাহর বার্তা-বাহক (এখানে কুঠার বাহক)।]

Cave [কেইভ্] = পবর্তের গুহা বা গহ্বর
Cave = the 'Cave' refers to the Cave of Mount 'Hera'.
[এখানে হেরা গুহার কথা বলা হয়েছে।]

2 Hours after Sunrise = If it is 2 hours after sunrise in India, the corresponding time in Arabia would be 2 hours and 40 minutes earlier

[যখন ইন্ডিয়াতে সূর্য ওঠার ২ ঘন্টা পর, তখন আরবে সূর্য ওঠার ২ ঘন্টা ৪০ মিনিট পূর্বে বুঝায়। নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ফজরের নামাজের পূর্বে (সুব্হে সাদিকে জন্ম গ্রহন করেন।]

Sambala = The word come from Salman Island. The word Sambala refers to the city of Mecca.

[শম্ভুলা = শম্ভুলা শব্দটি এসেছে সালমান দ্বীপ থেকে। সংস্কৃত 'শম্ভুলা' শব্দটি মক্কা শহরকে নির্দেশ করে।]

The Northern Hills = It refers to the city of Medina (the early name was 'Yathrib'). The city of Medina is about 225 miles to the north of the city of Mecca.

[উত্তরস্থ পাহাড় = উত্তরস্থ পাহাড় (দি নর্দান হিল) বলতে মদিনা শহরকে বোঝানো হয়েছে। মদিনার পূর্ব নাম ইয়াত্রি অর্থাৎ, উত্তর। মদিনা শহরটি মক্কা হতে ২২৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত।]

আবার উত্তরস্থ পাহাড় বলতে হেরা পাহাড়কেও বুঝানো যেতে পারে। কারণ হেরা পাহাড় যার বর্তমান নাম জাবালে নূর বা আলোর পাহাড় যাকে বাইবেল পারন বলে ব্যাখ্যা করেছে। এই হেরা গুহাতেই হযরত মুহাম্মদ (স) ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। হেরা গুহা কাবা শরীফ থেকে প্রায় তিন মাইল উত্তর দিকে অবিস্থিত। সুতরাং বলা চলে হেরা পাহাড়ই ভগবত ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত উত্তরস্থ পাহাড়। ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব যে গুহায় নিহিত সে সম্পর্কে ব্যাসদেব রচিত মহাভারতের বনপর্বে বর্ণিত আছে, একদিন ধর্ম দেবতা যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করেছিলেন, প্রকৃত ধর্ম কি? হস্তিনাপুরের পঞ্চাল রাজা যুধিষ্ঠির ইসলাম ধর্মকে রুপকার্থে এবং ইঙ্গিত পূবর্ক ধর্ম দেবতার প্রশ্নের উত্তর দিলেন ঃ

" বেদা বিভিন্না, শ্রুতুয়ে বিভিন্না নাসো মুনিযাস্যং মতং বিভিন্না ধর্ন্মাসং তত্তং নিহিতং গুহায়ং মহাজেন যেন গতঃ স পন্থা"।

অর্থ ঃ "বিভিন্ন প্রকার বেদশাস্ত্রগুলো বিভিন্ন। মুনি-ঋষিগণের মতবাদও ভিন্ন ভিন্ন। ধর্মের নিগূঢ় রহস্য গুহায় নিহিত। সে ধর্মপথ অবলম্বনকারীগণই মহাজন বা শ্রেষ্ঠ মানুষ।" (মহাভারতের বনপর্ব্ব এ বর্ণিত)

Horse = It refers to 'Burak', the carrier who took Prophet Muhammad (peace be upon him) to the miraculouus night journey from Mecca to Jerusalem and then to the seven heavens, and finally to the Creator of the Universe, 'Allah'.

[এখানে, ঘোড়া বাহনটি ব্যবহার করা হয়েছে বোরাক বাহনের পরিবর্তে। পবিত্র মেরাজের রাতে বোরাক বাহন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে মক্কা থেকে জেরুজালেম এবং তারপর সপ্ত-বেহেস্তে এবং অবশেষে মহান সৃষ্টিকতা আল্লাহর নিকট নিয়ে যায়।]

কল্কি পুরাণের তৃতীয়াংশের ষোড়শতম অধ্যায়ের ২-৪ শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ
কল্কি অবতারের আগমনে মানবকূল অন্তরে প্রশান্তি লাভ করবেন, শান্তিতে দিনযাপন করবেন। তিনি পূর্বযুগের মুর্তিপূজা রহিত করবেন। তাঁর যুগে তিলকধারী সাধু-সন্ন্যাসী কোথাও দেখা যাবে না। তিনি সন্ন্যাস ধর্মকে পরিপূর্ণভাবে রহিত করবেন।

"বেদা ধর্মঃ কৃতযুগং দেবা লেঅকাশ্চরাচরাঃ।
হৃষ্টাঃ পুষ্টাঃ সুসংতুষ্টা কল্কৌ রাজনী চাভবন ॥ ২ ॥
নানা দেবাদি লিঙ্গেষু ভূষণৈর্ভূষিতেষূচ।
ইন্দ্রাজালিকবদ্ বৃত্তিকল্পকাঃ পূজকা জনাঃ ॥ ৩ ॥
ন সন্তি মায়া মোহাঢ্যাঃ পাষাণ্ডাঃ সাধুবঞ্চকাঃ।

তিল্কাচিত সর্বাঙ্গাঃ কল্কৌ রাজনি কুত্রাচিৎ ॥ ৪ ॥"

সরল অর্থঃ "তিনি (কল্কি) রাজাসিয়হাসনে অধিষ্ঠিত হইলে বেদ, ধর্ম, কৃতযুগ, দেবগণ, স্থাবর জঙ্গমাত্মক নিখিল জীব সকলেই হৃষ্টপুষ্ট ও সুপ্রীত হইবেন। ২।

পূর্বযুগে পূজক দ্বিজাতিরা নানাবিধ অলঙ্কার দ্বারা অলকৃত দেবমূর্তিসমূহে ইন্দ্রজালিকবৎ ব্যবহার করিয়া সকলকে মোহিত করিত, তাহা দূর হইবে। ৩।

কল্কি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে কুত্রাপি (কোথাও) তিলকাঙ্কিত-সর্বাঙ্গ মায়া-মোহবিষ্ট সাধু বঞ্চক পাষন্ড দৃষ্ট (দেখা) হইবে না। ৪ ।"

(কল্কি পুরাণ ঃ তৃতীয়াংশে ষোড়শ অধ্যায়ের ২-৪ নং শ্লোক, অনুবাদক- পন্ডিত শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদারত্নেন, রাজেন্দ্র লাইব্রেরী, ১৩২ বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোষ, কলিকাতা-৭০০০০১)

হযরতের আগমনের পূর্বে মরুর দেশে মূর্তিপূজা হত। পৌত্তলিকতার যুগে কাবা ঘরে বিভিন্ন গোত্রের ৩৬০ টি মূতি ছিল। একক স্রষ্টাকে ৩৬০ রুপে বিভক্ত করে মানুষ যখন অন্ধকারের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময়ে করুনাময় স্রষ্টার পক্ষ থেকে মুহাম্মদ (স) প্রেরিত হলেন আরবের পৌত্তলিকদের কাছে। মূর্তিপূজকরা মুহাম্মদ (স) কে সহজে গ্রহণ করতে পারল না। বিতারিত করল। এর কিছকাল পরে হযরত মুহাম্মদ (স) মক্কা বিজয় করলেন। মক্কা বিজয়ের পর কাবা ঘর থেকে মূর্তি অপসরণ করলেন। মূর্তি পূজা রহিত করলেন। তাঁর আগমনে আরবের মরুভূমে সাধূ সন্ন্যাসীদের ধর্ম রহিত হল। তিনি শান্তির ধর্ম প্রচার করলেন। সেই ধর্ম ধারণ করে মানব কূল পরম শান্তি প্রাপ্ত হল। সুতরাং নতুন কোন কল্কির আশায় বসে না থেকে মুহাম্মদ (স) নামের কল্কির পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত। মূর্তিপূজকরুপী কল্কি অবতারের আশায় কালাপাত করা নিবুদ্ধিতারই পরিচয়। কারণ কল্কি পুরানে যে কল্কি অবতারের আগমনের কথা বলা হয়েছে তিনি মূর্তিপূজক নন, তিনি মূর্তিপূজার রহিত কারক। তিনি সাধূ-সন্ন্যাসীদের ধর্ম গুরু নন, বরং তিনি সন্ন্যাসধর্ম নাশকারী।

ভবিষ্য পুরাণে মুহাম্মদ (দঃ) -

एतस्मिन्नन्तिरे म्लेच्छ आचार्येण समन्वितः ।
His name will be Mahamad:
महामद इति ख्यातः शिष्यशाखासमन्वितः ।। ५ ।।

উপরে বক্স দিয়ে চিহ্নিত স্থানে হিন্দিতে লিখা আছে 'মহামদ'।

Bhavishya Puran: Prati Sarg, Part III: 3, 3, 5

"A foreign spiritual teacher will appear with his companions. His name will be Mohammad."

[Maharisyi Vyasa/Bhavisya Puran/Prati Sarg Parv III:3,3,5-8]

"এতস্মিন্নন্তিবে সেত্মচ্ছ আচার্যেন সমন্বিতঃ।
মহামদ ইতিখ্যাতঃ শিষ্যশাখা সমন্বিত ॥
নৃপশ্চৈব মহাদেবং মরুস্থল নিবাসিম্ম।
চন্দনাদিভির ভ্যর্চ্য তুষ্টাব মনসাহরম্ ॥
নমস্তে গিরিজানাথ মরুস্থল নিবাসিনে।
ক্রিপুবাসুরনাশায় বহুমায়া প্রবর্তিনে ॥
ম্লেচ্ছৈর্গপ্তায়শুদ্ধায় সচ্চিদানরুপিণে।
ত্বং মাং হি কিংকরং বিদ্ধি পরণার্থমু পাগতম ॥"

(ভবিষ্য পুরাণে-৩ঃ৩ঃ৩, ৫-৮ শ্লোক)

The translation of Verses 5-27 (Sanskrit text of the Puranas, Prati Sarg Parv III: 3, 3) is presented below from the work of Dr. Vidyarthi:

"A malechha (belonging to a foreign country and speaking foreign language) spiritual teacher will appear with his companions. His name will be **Mahamad**. Raja (Bhoj) after giving this Mahadev Arab (of angelic disposition) a bath in the 'Panchgavya' and the Ganges water, (i.e. purging him of all sins) offered him the presents of his sincere devotion and showing him all reverence said, 'I make obeisance to thee.' 'O Ye! the pride of mankind, the dweller in Arabia, Ye have collected a great force to kill the Devil and you yourself have been

protected from the malechha opponents (idol worshipers, pagans).' 'O Ye! the image of the Most Pious God the biggest Lord, I am a slave to thee, take me as one lying on thy feet."

[Maharisyi Vyasa/Bhavisya Puran/Prati Sarg Parv III:3,3,5-8]

ভাবানুবাদ ঃ "যথাসময়ে **'মহামদ'** নামে একজন মহাপুরুষ আবির্ভূত হবেন যাঁর নিবাস "মরুস্থল" (আরব দেশে) সাথে স্বীয় সহচারবৃন্দও থাকবেন। হে মরুর প্রভু! হে জগতগুরু আপনার প্রতি আমাদের স্তুতিবাদ। আপনি জগতের সমুদয় কুলষাদি ধ্বংসের উপায় অবগত আছেন। আপনাকে প্রণতি জানাই।
হে মহাত্ম! আমরা আপনার দাসানুদাস। আমাদেরকে আপনার পদমূলে আশ্রয় প্রদান করুন।"
কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বা বেদব্যাস রচিত ভবিষ্য পুরাণে কল্কি অবতারের (মুহাম্মদ সাঃ) বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ

"... will be a man circumcised, keeping beard, creating a revolution, announcing the prayer-call, eating all kinds of animal except swine.... they will be known as Musalman."

[Bhavishya Puran/Shalokas 10-27]

"লিঙ্গচ্ছেদী শিখাহীনঃ শ্মশ্রুধারী সে দূষকঃ।
উচ্চালাপী সর্বভক্ষী ভবিষ্যতি জমোমম ॥২৫॥
বিনা কৌলংচ পশবস্তেষাং ভক্ষ্যা মতা মম।
মুসলেনৈব সংস্কারঃ কুশৈরিব ভবিষ্যতি ॥২৬॥
তস্মান্মুসলবন্তো হি জাতয়ো ধর্ম্ম দূষকাঃ।
ইতি পৈশাচধমশ্চ ভবিষ্যতি ময়াকৃতঃ ।২৭॥"

(ভবিষ্য পুরাণ॥ শ্লোকঃ ১০-২৭।)

অর্থঃ " আমার অনুসরণকারী লিঙ্গের ত্বকছেদন (খতনা) করিবে। সে শিখাহীন (মাথায় টিকিহীন) ও দাড়ি বিশিষ্ট হইবে; সে এক বিপ্লব আনয়ন করিবে। সে উচ্চস্বরে প্রার্থনা ধ্বনি (আজান) করিবে। সে সর্ব প্রকার ভক্ষ্যদ্রব্য (হালাল দ্রব্য) আহার করিবে; সে শূকর মাংস ভক্ষণ করিবে না। সে তৃণলতা দ্বারা পূত পবিত্র হইবে। ধর্মদ্রোহী জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া সে মুসলমান নামে পরিচিত হইবে। আমার দ্বারা এই মাংসহারীদের ধর্ম স্থাপিত হইবে।"

বেদশাস্ত্রে মুহাম্মদ (দঃ)-

'বেদ' হল হিন্দু ধর্মের মূল ভিত্তি। হিন্দু আইনের মূল উৎসও বেদ। বেদের অপর নাম শ্রুতি। শ্রুতি থেকেই এসেছে শ্রুতিশাস্ত্র। শ্রবণ করে পরবর্তীতে পুস্তক আকারে যে গ্রন্থ লেখা হয় তারই নাম শ্রুতিশাস্ত্র। মুনিবর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কর্তৃক সংকলিত এই শ্রুতিশাস্ত্রের নামই বেদ। বেদ চার ভাগে বিভক্ত ঃ

১. **ঋক্ বেদ**
২. **যযু বেদ**
৩. **সামবেদ**
৪. **অর্থব বেদ**

সামবেদে মুহাম্মদের পরিচয় বর্ণনা করে বলা হয়েছে যার নামের প্রথম অক্ষর **'ম'** এবং শেষ অক্ষর **'দ'** হবে এবং গো মাংস খাওয়ার আদেশ দিবেন, সেই দেবতাই হবে আমাদের সবচেয়ে বড় দেবতা।

Look at the following Sanskrit Sloakas from Sama Veda:

" 'Ma' dau bartita Deva, 'Da'-Karante Prakirtiat,
Brishanang Vakhwaet, Soda Veda Shastray Chasmrita"

Meaning: The devota whose name starts with a 'Ma' and ends with a 'Da' and who re-estabishes the tradition of eating beef, According to the Vedas he is the man who is highly adorable.

(Translated by Mr. Abul Hossain Vattacharya, who was also a returning Muslim, and was a Brahmin by Cast from the Hindu religious denomination)

"মদৌ বর্তিতা দেবা দকারান্তে প্রকৃত্তিতা।
বৃষানাং বক্ষয়েৎ সদা মেদা শাস্ত্রেচস্মৃতা ॥"

(সামবেদ সংহিতা)

অর্থঃ "যে দেবের নামের প্রথম অক্ষর **"ম"** ও শেষ অক্ষর **"দ"** এবং যিনি বৃষমাংস (গরুর মাংস) ভক্ষণ সর্বকালের জন্য পুনঃ বৈধ করিবেন, তিনিই হইবেন বেদানুযায়ী ঋষি।"

উত্তরণ বেদে বলা হয়েছে ঃ

" La Ilha Harti Papam
Illa Ilaha Param Padam
Janma Baikuntha Par Aup-inuti
Janpi Namo Muhammadam "

(Uttarayan Vedas:)

Approximate Meaning: There is no shelter but "La Ilaha ....." to get rid of sin. The shelter of Ilah (Allah) is the actual shelter. If one is born on earth, there is no alternative to getting salvation from sin but to take shelter in Ilah (Allah). And for this, it is essential to follow the path shown by Muhammad.

"লা-ইলাহা হরতি পাপম ইল্লা ইলহা পরম পদম
জন্ম বৈকুণ্ঠ অপ সুতি তজপি নাম মুহামদম ॥"

(উত্তরণ বেদ। আনকাহি, পঞ্চম অধ্যায় ঃ)

অর্থঃ " লা ইলাহা কহিলে পাপ মোচন হয়। ইল্লাল্লা কহিলে উচ্চ পদবী যদি চিরতরে স্বর্গে বাস করিতে চাও, তবে মোহাম্মদ নাম জপ কর।"

ঋগ্বেবের ২ঃ১২ঃ৬ এ মানবতার নবী হযরত মুহাম্মদ (স) কে 'কীরি' সম্বোধন করে বলা হয়েছেঃ

"যো রধ্রস্য চোদিত্য যঃ কৃশস্য মো ব্রণো নাম মানস্য কীরেঃ"

(ঋগ্বেদ সংহিতা ঃ ২ঃ১২ঃ৬)

অর্থ ঃ "যিনি তাঁর ভক্ত, তিনিই (কীরি) তাঁর প্রভুর সাথে সম্পর্কিত।"

প্রকৃতপক্ষে এ কথা অস্বীকার করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয় যে মুহাম্মদ (স) আল্লাহর প্রেরিত রাসুল এবং বান্দা (ভক্ত বা মানুষ) ছিলেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে যে "হে মোহাম্মদ, আপনি স্পষ্টভাবে বলিয়া দিন যে, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। তবে আমার নিকট প্রত্যাগত ওহি অবতীর্ণ হয় যে, নিশ্চয় তোমাদের প্রভূ একক- অদ্বিতীয়।" (সূরা কাহাফ-১১০)। ঋগ্বেদে এই সম্পর্কিত মানুষটিকে 'কীরি' নামে ব্যাখ্যা করা হয়েছ। সংস্কৃত 'কীরি' শব্দের অর্থ মহাপ্রভুর সর্বশেষ প্রসংসাকারী। আরবীতে যাকে বলা হয়েছে আহমদ যার অর্থ হল প্রসংশাকারী।

ব্রক্ষসূত্রে মুহাম্মদ (দঃ) -

ব্রক্ষসূত্রের ৪১, ৪২ নম্বর পৃষ্ঠায় শেষ নবীর পরিচয় বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

"হিরন্ময় পুরুষ আদিত্যে অধিষ্ঠিত।
কোণ-শ্মশ্রু হয় তাঁর হিরণ্য মন্ডিত ॥
পদনখ পর্যন্ত সমস্ত স্বর্ণময়।
অরুণার বিন্দ সম শোভে নেত্রদ্বয় ॥
'উৎ' অভিধানে তিনি অভিহিত হন।
যেহেতু সর্ব্ব পাপের উর্ধ্বে তিনি র'ন ॥
এই তত্ত্ব অবগত আছেন যে জন;
তিনিও পাপের উর্ধ্বে অবস্থিত হন।
ইতিতত্ত্ব দেব পক্ষেঃ অধ্যাত্ম পক্ষেতে,
সে পুরুষ দৃষ্ট অন্তরীক্ষ দর্পণেতে।"

(ব্রক্ষসূত্র, ৪১, ৪২পৃঃ)

উপনিষদে মুহাম্মদ (দঃ)-

অল্লোপনিষদের সপ্তম পরিচ্ছেদে কল্কি অবতারের কথা বলা হয়েছে ঃ

"Hotermindra Hotermindra Mahashurindraiy:
Alla Jeyshthang Paramang Purnang Brhman Aullam

Alla-rahsul Mahamad Rakang Baraswa Aulley Aullam
Aadalla Bukmekkam Alla Buk Nikhatkam."

(Allaupanishad)

(Approximate) Translation: The Supreme! The Most Exalted! The Most Powerful is HE. Alla is the best and the Greatest (or Highest). He is the Supreme, Complete and One without any Fault (Error etc.). Mahamad is HIS prophet, most acceptable. He us uncomparable. Alla is Comparable to Alla alone.

"হোতার মিন্দ্রো হোতার মিন্দ্রো মহাসুরিন্দ্রাঃ ।

অল্লো জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং পূর্ণং ব্যক্ষণং অল্লাম।
অল্লো রসূল মহামদ রকং বরস্য অল্লো অল্লাম।
আদল্লাং বুকমেকং অল্লাবুকংল্লান লিখার্তকম।"

(অল্লোপনিষদের সপ্তম পরিচ্ছেদ)

অর্থঃ "দেবাতাদের রাজা আল্লাহ আদি ও সকলের বড় ইন্দ্রের শুরু। আল্লাহ পূর্ণ ব্রক্ষ্মা; মোহাম্মদ আল্লাহর রুসূল পরম বরনীয়, আল্লাই আল্লাহ। তাঁর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নেই। আল্লাহ অক্ষয়, অব্যয়, স্বয়ম্ভু।"

কুন্তাপ সুক্তে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

"ইদং জন্য উপশ্রুত নরাশংস স্তবিষ্যতে ষষ্টি সহস্রা নবতিং চ কৌরম অরুষমেষু দদ্মহে"

অর্থঃ "হে লোক সকল! মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর, 'প্রশংসিত জন' লোকদের মধ্য থেকে উত্থিত হবেন। আমরা পলাতককে ৬০,০৯০ জনের মধ্যে পেলাম।"

এখানে বলা হচ্ছে নরাশংস অর্থাৎ প্রশংসিত ব্যক্তির কথা। যিনি ষাট হাজার মানুষের মধ্যে অন্যতম হবেন। যিনি দশ সহস্র মানুষ নিয়ে রাজ্য বিজয় করবেন। বেদ যে নরাশংসের কথা উল্লেখ করেছে তিনি আর কেউ নন তিনি হলেন মানবতার নবী মুহাম্মদ (স)। ঈসায়ী ৬৩০ মুহাম্মদ (স) যখন মক্কা বিজয় করলেন তখন তার সৈন্য সংখ্যা ছিল দশ হাজার। আর তিনি যখন মক্কা বিজয় করেন তখন মক্কার লোকসংখ্যা ছিল ষাট হাজার জন। আর তিনি পালাতকও ছিলেন। এখানে হিজরত শব্দের পরিবর্তে পলাতক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। মানবতার নবী আরবের পৌত্তলিকদের অত্যাচারে জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করেছিলেন।

মুহাম্মদ (দঃ) সম্পর্কে ভগবত ধর্মাম্বলীগণের উক্তি ঃ

মহাত্মা গান্ধী (১৮৬১-১৯৪৮ইং) বলেছেন ঃ স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী একবার এক দর্শক সভায় এই মর্মে মন্তব্য পেশ করেন যে, "হযরত মোহাম্মদ (সঃ) ছিলেন একজন মহান নবী। তিনি যেমন সাহসী ছিলেন, তেমনি একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কাউকে ভয় করতেন না। তাঁকে কখনই এক কথা বলে অন্য আরেক কাজ করতে দেখা যায়নি। তিনি যা ভাবতেন, তাই করতেন। তিনি ছিলেন ফকির। তিনি চাইলে বিশাল ধন-সম্পদের মালিক হতে পারতেন। তিনি ও তাঁর পরিবার-পরিজন যে কঠিন দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন যাপন করে গেছেন, সে কাহিনী পাঠ করার সময় আমার চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠে। যার হৃদয় সব সময়ই অব্যাহত ভাবে ঈশ্বরে সমর্পিত, আমার মত একজন সত্যসন্ধানী মানুষ কিভাবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হয়ে পারে? মানুষের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ এবং ঈশ্বরকে ভয়- এই দু'টি জিনিসই তাঁকে মহামানবে পরিণত করেছে। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, তাঁর অমিয়বাণী শ্রবণ করা এবং বন্ধু ও অনুসারীদের প্রতি তাঁর দায়িত্ববোধকে অনুসরণ করা প্রতিটি মানুষেরই কর্তব্য।

আমার এ কথা বলতে কোন দ্বিধা নেই যে, আমি এ জগতে হযরত মোহাম্মদকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বলে বিবেচনা করি এবং তাঁর নির্ভীকতা, সততাবোধ, মানব কল্যাণ ও মানুষের প্রতি মমত্ববোধের আদর্শ অনুসরণ করে নিজেকে পরিচালিত করতে সচেষ্ঠ হই। তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারক।"

"আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলছি যে, ইসলাম তরবারী দ্বারা প্রসার লাভ করেনি। বরং এর মূলে রয়েছে নবীর কঠোর সারল্য, দৃঢ় প্রত্যয়, সম্পূর্ণ আত্মবিলোপতা, চুক্তির প্রতি সযত্ন সম্মান, বন্ধুজন ও অনুসারীদের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ, তাঁর নির্ভীকতা, নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দান এবং অপরাপর মহৎ গুণরাজি। তাঁর এ সমস্ত গুণই মানবাত্মাকে বশীভূত করেছে। পুরোহিত প্রথা আর নয়। নবী মোহাম্মদ অনতিবিলম্বে ভেঙ্গে দিলেন পুরোহিত প্রথার যাদু।"

(সূত্রঃ দি ভিভিকেশন অব দি প্রফেট অব ইসলাম গ্রন্থে উদ্ধৃত)

মহাত্মা গান্ধী আরো বলেছেন ঃ "সমৃদ্ধির যুগেও ইসলাম ছিল পর ধর্মের প্রতি সহনশীল। ইসলাম মিথ্যায় পরিপূর্ণ ধর্মমত নয়। হিন্দুরা ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা করুক। তাহলে তারা আমারই মত ইসলামকে ভালবাসবে। বিশ্ব নবীর অতুলনীয় সারল্য, আত্মবিস্মৃতি, প্রতিশ্রুতি রক্ষা, অবিচলিত নিষ্ঠা, শিষ্য ও অনুবর্তীদের জন্য অফুরন্ত প্রীতি, নির্ভীকতা, জীবনের ব্রত ও খোদার প্রতি একান্ত নির্ভরশীলতাই পৃথিবীতে ইসলামের স্থান সৃজন করেছে।"

মিসেস্ ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন (ভারতের সাবেক প্রধান মন্ত্রী) ঃ "হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন আদর্শ সারা বিশ্বের নিকট আজ অত্যন্ত মূল্যবান। সমস্ত শ্রেণীর মানুষের উচিত তাঁর আদর্শকে অনুসরণ করা।"

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৮০২) বলেছেন ঃ "(১) মোহাম্মদ ছিলেন পয়গম্বর সাম্যের, মানুষের ভ্রাতৃত্বের, সমস্ত মুসলমানের ভ্রাতৃত্বের।

(সূত্রঃ দি গ্রেট লিডার অব দি ওয়ার্ল্ড)

(২) ইসলাম ভারতের অধঃপতিত বিরাট জনগণের প্রতি এক আর্শীবাদ স্বরুপ এসেছে। ইসলাম মানব সমাজকে রক্ষা করেছে।"

পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন ঃ "হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যদি বিধাতা প্রেরিত রাসূল না হন, তবে আমি বলতে পারি বিধাতা পৃথিবীতে কোন রাসূলই পাঠাননি।"

ডাঃ ঈশ্বরী প্রসাদ বলেছেন ঃ "বাংলার অধঃপতিত হিন্দু সমাজে ইসলাম এসেছিল উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের অত্যাচার থেকে বাঁচার আশা ও মুক্তির বাণী হিসেবে।

(২) ইসলাম ভারতের অধঃপতিত বিরাট জনগণের প্রতি এক আর্শীবাদ স্বরুপ এসেছে। ইসলাম মানব সমাজকে রক্ষা করেছে।"

ড. শিবশক্তি স্বরুপজী মহাদেব উদাসেন মহন্ত ধর্মচারিয়া আদ্যশক্তিপীঠ পি.এইচ.ডি মুখে মুহাম্মদের প্রসংশা ঃ ঐ যিনি আগত আনাগত ৫০ কোটির হিন্দুর ভগবান নামে খ্যাত ছিলেন, যার বৃন্দাবনে 'অনাখন্ড আশ্রম' নামে বৃহৎ আশ্রম ছিল, বোম্বাইয়ের মুলুনড়ে এবং দেবালেইনে অপর দুটি আশ্রম ছিল। যিনি ১২ টি ভাষায় ১০টি প্রধান প্রধান ধর্মের উপর তুলুনামুলক অধ্যয়ন করে অর্ধশত কোটি মানুষের দেওয়া ভগবান পদ ছেড়ে দিয়ে ড. শিবশক্তি স্বরুপজী মহাদেব উদাসেন মহন্ত ধর্মচারিয়া আদ্যশক্তিপীঠ নাম পরিবর্তন করে ড. ইসলামুল হক নামে পরিচিত হলেন তাকে সারওয়ারে কায়েনাত হযরত মুহাম্মদ (স) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ "আমি আল্লাহ তায়লাকে চিনতাম না। আমার জানের কসম, তিনি (মুহাম্মদ সঃ) আমাকে রাব্বে জুলজালালকে চিনিয়ে দিয়েছেন...।"

ইহুদী ধর্মে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ঃ

তৌরাত (বাইবেলের পুরাতন নিয়ম) যাকে হীব্রু ভাষায় 'মেউদ দেউদ' এবং ভাববাদী বলে সম্বেধন করেছে তিনি হলেন সত্যের আত্মা, কলি যুগের মহাত্মা মুহাম্মদ (সাঃ)।

সেই সত্যের আত্মার আগমন সম্পর্কে বাইবেলের পুরাতন নিয়মের দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ঃ ১৫-১৯ বলা হয়েছে ঃ

"১৫তোমর ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্য হইতে, তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে, তোমার জন্য আমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিবেন, তাঁহারই কথায় তোমরা কর্ণপাত করিবে। ১৬কেননা হোরেবে সমাজের দিবসে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিকটে এই প্রার্থনাই ত করিয়াছিলে, যথা, আমি যেন আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর পুনর্বার শুনিতে ও এই মহাগ্নি আর দেখিতে না পাই, পাছে আমি মারা পড়ি। ১৭তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, উহারা ভালই বলিয়াছে। ১৮আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক **ভাববাদী** উৎপন্ন করিব, ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব; আর আমি তাঁহাকে মুখে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন। ১৯আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি প্রতিশোধ লইব।"

(বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বাইবেলের পুরাতন নিয়মের দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ঃ ১৫-১৯)

আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক **ভাববাদী** উৎপন্ন করিব- এখানে তোমার সদৃশ্য ভাববাদী বলতে ইহুদীরা মুসার সদৃশ্য একজন নবীর কথা বলেছেন। এখানে মুসার সদৃশ্য কোন নবীর কথা বলা হয়েছে - এ পশ্নের জবাবে সত্যবিমুখ ইহুদীরা বরাবরই বলেএসেছেন যীশু মসীহের (ঈসা) কথা। আদৌও মসীহ (ঈসা) হযরত মুসা[৩] (আঃ) এর মত ছিলেন না। খ্রীষ্টানদের মতে ঈসা[৪] (আঃ) একজন ঈশ্বর, কিন্তু মুসা (আঃ) কোন ঈশ্বর নন। বাইবেল মতে মসীহ দুনিয়ার পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন কিন্তু হযরত মুসা (আঃ) কে তেমনটি করতে হয়নি। বাইবেল মতে ঈসা (আঃ) তিনদিনের জন্য জাহান্নামে গিয়েছিলেন। বাইবেলের পুরাতন সংস্করণে (তৌরাত) মুসা (আঃ) সম্পর্কে এমন একটি বাক্যও

নাই। তাছাড়া হযরত মুসা (আঃ) তাঁর পিতা-মাতার স্বাভাবিক দৈহিক মিলনে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, বাইবেলের যীশু খ্রীষ্ট তাঁর পিতার অবর্তমানে কোনরুপ শরীরি মিলন ছাড়াই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। এ সম্পর্কে বাইবেল মথি লিখিত সুসমাচারের প্রথম অধ্যায়ের ১৮ নং শ্লোকে বলছে ঃ "যীশু খ্রীষ্টের জন্ম এইরুপে হইয়াছিল। তাঁহার মাতা মরিয়ম যোষেফের প্রতি বাগদত্তা হইলে তাঁহাদের সহবাসের পূর্ব্বে জানা গেল, তাঁহার গর্ব হইয়াছে- পবিত্র আত্মা হইতে।" এ সম্পর্কে লূক ১ ঃ ৩৪-৩৫ এ বলা আছে ঃ "ইহা কিরুপে হইবে? আমি ত পুরুষকে জানি না। দূত উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসিবেন, এবং পরাৎপরের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করিবে;" হযরত মুসা (আঃ) বিয়ে করেছিলেন, সন্তান উৎপাদন করেছিলেন; কিন্তু মসীহ (ঈসা আঃ) অবিবাহিত (চিরকুমার) ছিলেন। আবার বাইবেল মতে যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর পর তাঁকে পৃথিবীতে কবরস্থ করা হয়নি; ইহুদী মতে তিনি স্বর্গে অবস্থান করছেন। অপরদিকে হযরত মুসা (আঃ) এবং হযরত মুহাম্মদ (স) এর মৃত্যুর পর তাঁদেরকে এই পৃথিবীতেই সমাধিস্থ করা হয়েছিল। সুতরাং এখানে মুসা (আঃ) এর মতো যে ভাববাদীর কথা বলা হচ্ছে তিনি মুহাম্মদ (স) ভিন্ন অন্য কেহ নন। হযরত মুসা (আঃ) এর সাথে সর্ব বিষয়ে মুহাম্মদ (স) এর মিল পাওয়া যায়। যেমন, মুসা (আঃ) এবং হযরত মুহাম্মদ (স) এর জন্ম তাঁদের পিতা-মাতার দৈহিক মিলন থেকে, উভয়েই বিবাহিত ছিলেন এবং বিবাহ পরবর্তী জীবনে সন্তান জন্ম দিয়েছিলেন, উভয়েই রাসূল এবং রাজা (রাজ্য পরিচালনা এবং জাতির উপর আইন প্রয়োগের ক্ষমতা অর্থে, যা ঈসা মসীহের ছিল না; বরং তিনি নিজেই রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন রোমান রাজ্যপ্রধান পনটিয়াস পিলেট কর্তৃক। ঈসা মসীহ যে রাজা ছিলেন না যে সম্পর্কে যোহন লিখিত সুসমাচরের ১৮ঃ৩৬ তে বর্ণিত আছেঃ "আমার রাজ্য এ জগতের নয়; যদি আমার রাজ্য এ জগতের হইত, তবে আমার অনুচরেরা প্রাণপণ করিত, যেন আমি যিহূদীদের সমর্পিত না হই; কিন্তু আমার রাজ্য ত এখানকার নয়।") ছিলেন। সুতরাং এখানে 'তোমার (মুসা আঃ এর) সদৃশ্য বলতে মুহাম্মদ (স) কেই বুঝানো হয়েছে; ঈসা মসীহকে নয়। এই মহান ভাববাদী যে মুহাম্মদ (স) তার সুস্পষ্ট প্রমাণ বাইবেলের যিশাইয় এর ২৯নং অধ্যায়ের ১২নং গতে বলা হয়েছেঃ "আবার যে লেখা পড়া জানে না, তাহাকে যদি সে তাহা দিয়া বলে, অনুগ্রহ করিয়া ইহা পাঠ কর, আমি তোমার ইবাদত করি। তবে সে উত্তর করিবে আমি লেখা পড়া জানি না।"

হযরত মুহাম্মদ (স) এর বয়স যখন ৪০ বছরে উত্তীর্ণ হল তখন তিনি কাবার অদূরে (প্রায় তিন মাইল উত্তরে) হেরা নামক পাহাড়ের গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় প্রধান ফেরেস্তা জীব্রাঈল (আঃ) হযরত মুহাম্মদ (স) কে বললেন 'ইকরা অর্থাৎ পড়'। মুহাম্মদ (স) ভয় পেয়ে বলে উঠলেন 'আমি তো পড়তে জানি না।'

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যে হেরা (যার বর্তমান নাম জাবালে নূর অর্থাৎ আলোর পাহাড়) পর্বতে আসিবেন সে সম্পর্কে বাইবেলের পুরাতন সংস্করণের (ওল্ড টেষ্টামেন্ট) দ্বিতীয় বিবরণে উল্লেখ আছে ঃ

"সদা প্রভু সীনয় হইতে আসিলেন, সেয়ীর হইতে তাহাদের প্রতি উদয় হইলেন,
পারন পর্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন।"

(দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩ ঃ ২)

এখানে, 'সীনয়' বলতে সিনাই অবস্থি তুর পর্বতের কথা বলা হয়েছে। এই তুর পর্বতেই হযরত মূসা (আঃ) নবুয়্যত প্রাপ্ত হন।
'সেয়ীর' পর্বতে হযরত ঈসা (আঃ) নবুয়্যত প্রাপ্ত হন।
'পারন' বলতে হেরা (আরবীতে) পর্বতকে বোঝানো হয়েছে। আর এই মহমান্বিত পর্বতে হযরত মুহাম্মদ সাঃ নবুয়্যত প্রাপ্ত হন।

ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব; আর আমি তাঁহাকে মুখে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন- হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন নিরক্ষর। তিনি লেখা পড়া জানতেন না। এমনকি নিজের নামটাও স্বাক্ষর করতে পারতেন না। মহান রাব্বুল আলামীন উম্মী-জ্ঞানহীন মুহাম্মদ (স) কে শিক্ষিত করলেন তাঁর প্রত্যাদেশিত বাণী জীব্রাঈল (আঃ) এর মাধ্যমে নবীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর প্রত্যাদেশিত বাণী সমূহ ফেরেস্তা জীব্রাঈলের কাছ থেকে শুনে ঠোঁঠ নেড়ে বাণীগুলো মুখস্থ করতেন। অর্থাৎ আল্লাহ মুহাম্মদ (সঃ) মুখে তাঁর (আল্লাহর) বাক্য দিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ ইজ্জতে রাব্বুল আলামীন বলেনঃ
"তিনি [রাসূল (স)] নিজের খুশীমতো কিছু বলছেন না বরং এ হচ্ছে তার প্রতি অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ (অহী) মাত্র।"

(সূরা আন নাজম ঃ ৩-৪)

রাসূলের নিরক্ষতার সাক্ষ্য দিয়ে দ্ব্যর্থহীন আল্লাহ পাক বলছেন ঃ
"তিনিই (আল্লাহ) নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন আল্লাহর বাণীসমূহ, তাদেরকে উত্তম নৈতিক চরিত্রের প্রশিক্ষণ দেন এবং মিক্ষা দেন কিবতা ও হিকমাত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।"

(সূরা আল জুমআ ঃ ২)

সারওয়ারে কায়েনাত মানবতার মুক্তির দূতকে আল্লাহ আরশে আজীম যে তাঁর পবিত্রবাণী শিক্ষা দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে আল্লাহ ইলমে আলম সাক্ষ্যপ্রদান করে বলছেন ঃ "আমি আপনাকে এমনভাবে পড়াবো যে আপনি ভুলতে পারবেন না, অভশ্য আল্লাহ যা ভুলাতে চান তার কথা স্বতন্ত।"

(সূরা আ'লা ঃ ৬-৭)

সারওয়ারে কায়েনাত দু'জাহানের প্রশংসিত, বাইবেলের প্যারাক্লীতোস, পবিত্রআত্মা, মুসা (আঃ) এর সদৃশ্য ভাববাদী, হিন্দুধর্মের মহভারত-গীতার রাজা, বেদের কল্কি অবতার জনাবে হযরত মুহাম্মদ (স) কোরআনের বাণীসমূহ জিব্রঈল (আঃ) এর কাছ থেকে শ্রবণের সাথে সাথে নিজেও পাঠ করতেন যাতে করে বাণীর কোন অংশ ছাড়া না পড়ে এবং বাণীসমূহ পাঠেতারতম্য না হয়। তিনি মুখস্থ করার জন্য বাণীসমূহ দ্রুত আবৃত্তি করতেন। তার এই পেরেশনি দেখে আল্লা রাব্বুল আলামীন নবীকে আশ্বস্ত করে বললেন ঃ "এ অহীকে তাড়াতাড়ি শিখে নেয়ার জন্য দ্রুত আবৃত্তি করবেন না। তা মুখস্থ করানো এবং সন্নিবেশ করা আমার দায়িত্ব। সুতরাং আমি যখন তা প্ঠ করি তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন। পরন্তু এর অর্থ বুঝিয়ে দেযাও আমার কাজ।" (সূরা আল কিয়ামাহ ঃ ১৬-১৯)

আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন- এখানে বলা হচ্ছে হযরত মুসা (আঃ) এর সদৃশ্য যে ভাববাদী আসবেন তিনি সব সময় তাঁর (সৃষ্টার) নামে তাঁর প্রত্যাদেশিত বাণী গুলো প্রচার করবেন। পবিত্র কোরআনের দৃষ্টি ক্ষেপন করলে দেখা যায় হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর বাণী পাঠ করার পূর্বে তাঁর (আল্লাহর) নাম উচ্চারণ করতেন। তিনি বলতেনঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

বাংলা উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হির্ রাহ্মা-নির্ রাহীম্।
ইংরেজী অনুবাদঃ In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
বাংলা অনুবাদঃ পরম করুনাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

এর থেকে উপসংহারে আসা যায় যে, বাইবেলের পুরাতন সংস্করণে (ওল্ড টেষ্টামেন্টে) হযরত মুসা (আঃ) এর সদৃশ্য যে নবীর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করা হয়েছে তিনি মরিয়ম পুত্র যীশু মসীহ নন, তিনি হলেন মরুনিবাসী স্নেহময়ী-পরিতৃপ্ত আত্মা মা আমিনার গর্ভজাত পুত্র জগতের আলো, মুক্তির দিশারী, সারওয়ারে কায়েনাত, পবিত্র কোরআনের ধারক, বিশ্ব মানবতার মহান নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

খ্রীষ্টান ধর্মে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ঃ

বাইবেলে যাকে সত্যের আত্মা, সহায় এবং গ্রীক ভাষায় বলা হয়েছে প্যারাক্লীতোস (শব্দের অর্থ হল প্রসংশিত) - তিনিই হলেন মুহাম্মদ (প্রশংসিত), তিনিই আহম্মদ (প্রশংসনীয়)।

সত্যের আত্মার আগমন সম্পর্কে বাইবেলের নূতন নিয়মের যোহন লিখিত সুসমাচারে বর্ণিত আছেঃ

"৭তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে, সেই সহায় তোমাদের নিকট আসিবেন না; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব।"

(বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বাইবেলের নূতন নিয়মের যোহন ১৬ ঃ ৭)

"kai ego eroteso ton patera kai allon Parakletos dosei human hina menei meth humon eis ton aiona."

(Jhon | chapter -16, verses: 13)

"১৩পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না; কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন।"

(বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বাইবেলের নূতন নিয়মের যোহন ১৬ ঃ ১৩)

শিখ ধর্মে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ঃ

শেষ নবীর আগমান সম্পর্কিত সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে শিখ ধর্মের শ্রীগুরু গ্রন্থ সাহেবে। গুরু গ্রন্থ সাহেবে মহাত্মা গুরু নানক বলেন ঃ

"সর্বাবস্থায় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রশংসা করবে। কারণ তিনি শুধু যে আল্লাহর খাস বান্দা তাই নয়, বরং সমস্ত প্রিয়পাত্রের সরদার তিনি।"

"দুঃখদুদর্শা চিরস্থায়ী হয় ঐ সমস্ত হতভাগার জীবনে যারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে চিনে না, তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে না। কেননা, জাহান্নামের দুঃখকষ্ট হতে মুক্তিলাভ কেবল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমেই সম্ভব। হে নরক পথের যাত্রী! আল্লার রাসূলের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে সচেষ্ট হও। স্মরণ রেখো, তাঁর আবির্ভাবই হয়েছিল মানব জাতিকে নরকাগ্নি থেকে মুক্তি প্রদানের উদ্দেশে।"

ইসলাম ধর্মে উল্লেখ আছে যে, যারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রদর্শিত পথে চলবে না, আল্লাহর দেওয়া বিধি-বিধান মানবে না; এবং যারা তাওহিদের বিপরীতে জীবন যাপন কবরে, আল্লাহর সাথে কোন কিছু কে শরীক করবে-তাদের জন্য শেষ বিচারের দিন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) শাফায়াত (আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা) করবেন না। নবীর এই শাফায়াত সম্পর্কে শিখ ধর্মের শ্রীগুরু গ্রন্থ সাহেবর ১নং মহল্লার ৭৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে ঃ

"হুজ্জত রাহে শয়তান দি কিতা জিনহা কবুল।
সো ওরগে ডোহিনা লে করে না সাফায়াৎ রসূল।"

অর্থ ঃ "যে সব লোক সৎ পথ ছেড়ে দিয়ে গিয়েছে শয়তানের পথে, রসূল করবেন না তাদের শাফায়াত।"

(গুরু গ্রন্থ সাহেব ঃ পৃষ্ঠা ৭৪)

বৌদ্ধ ধর্মে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ঃ

কালের ব্যবধানে ধর্মগ্রন্থগুলো এবং ধর্ম উদ্ভাবকদের সম্পর্কে সেই ধর্মের ধর্মাম্বলীরা (ভক্তরা) এমন সব গালগপ্প আর এমন সব অলীক কাহিনীর রচনা করে নিয়েছেন যা পড়ে সেই মহান ধর্ম উদ্ভাবক এর প্রকৃত পরিচয় পাওয়াই হয়েছে কষ্টকর। শুধুকি তাই ভক্তদের নির্যাতনে প্রকৃত জ্ঞান, প্রবর্তকের মুলমন্ত্র-ই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আদৌও অনুমান করা যায় না আসলে সেই সব ধর্ম প্রবর্তকরা কি ছিলেন, কে ছিলেন? এবং তাদের গ্রন্থগুলোতে কি ছিল? ভক্তদের জুলুম থেকে গৌতম বুদ্ধও বাদ পড়েননি। যে মানুষটি ভগবত ধর্মের বহুঈশ্বরবাদ ধারনা থেকে মুক্ত হয়ে, ভগবত ধর্মের মারাত্মক মারাত্মক দোষ-ত্রুটিগুলো দূর করতে সফল হয়েছিলেন। সেই সত্যসন্ধানী মানুষটির নীতিকে চার শতকের ব্যবধানে নিজ মনের ইচ্ছা মত পাল্টিয়ে নিয়েছে তার অনুসারীরা। বলা যেতে পারে বুদ্ধের প্রতি তার ভক্তের অন্ধভালবাসা আর চরম শ্রদ্ধবোধই তার ভক্তদেরকে এমন কাজে উৎসাহিত করেছিল। তা না হলে, যে মানুষটি নিজেকে কখনো স্রষ্টা বলে দাবি করেননি বা স্রষ্টার প্রেরিত বলেও দাবি করেননি, সেই সত্যসন্ধানী মানুষটার মূলনীতিকে নিজেদের ইচ্ছামত রদবদল করে নিয়ে মানুষটাকে স্রষ্টার আসনে বসিয়ে জগতের নিয়ন্তা বলে আখ্যায়িত করে সদাপ্রভু বিশ্ব স্রষ্টার পদে নিযুক্ত করার যৌক্তিকতা কোথায়? কনিস্কের যুগে বৌদ্ধ ধর্মের সভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এক বিরাট সম্মেলন কাশ্মীরে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সিদ্ধান্ত হয় যে, বৌদ্ধ প্রকৃতপক্ষে স্রষ্টার দৈহিক প্রকাশ। অন্য কথায় স্রষ্টা বৌদ্ধের দেহে রুপান্তরিত হন। এমন বাক্য অন্ধ ভক্তদের থেকেই আসা করা যায়, শুদ্ধ বুদ্ধির মহাত্মা সিদ্ধার্থ বুদ্ধের কাছে থেকে নয়। ভিক্ষু আনন্দ সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, "আপনার মৃত্যুর পর কে আমাদেরকে উপদেশ দেবে?" আনন্দের প্রশ্নের জবাবে সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধ বললেন ঃ

"আমিই একমাত্র বুদ্ধ বা শেষ বুদ্ধ নই। যথাসময়ে আর একজন বুদ্ধ আসবেন- আমার চেয়েও তিনি পবিত্র ও অধিকতর আলোকপ্রাপ্ত...তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মমত প্রচার করবেন।"

ভিক্ষু আনন্দ জিজ্ঞেস করলেন ঃ **"তাঁকে আমরা কিভাবে চিনতে পারবো?"**

বুদ্ধ বললেন ঃ **"তাঁর নাম হবে মৈত্রেয়।"**

বৌদ্ধ ধর্মের 'দিঘা নিকারা' তে মুহাম্মদ (স) সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

"মানুষ যখন গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ভুলিয়া যাইবে তখন আর একজন বুদ্ধ আসবেন, তাঁহার নাম মৈত্রিয়। অর্থাৎ শান্তি ও করুণার বুদ্ধ।"

এখানে মৈত্রেয় শব্দ দ্বারা বুঝায় শান্তি বা করুণার আধার। আর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন রাহমাতুল্লিল আলামীন অর্থাৎ বিশ্বের রহমত স্বরুপ, আশীর্বাদ স্বরুপ। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন শরীফে আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন ঃ

"আমি (আল্লাহ্) তো তোমাকে (হয়রত মুহাম্মদ সাঃ) বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ হিসাবে পাঠিয়েছি।"

" অবশ্যই তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের কাছে এক রাসূল আবির্ভূত হয়েছেন ঃ তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তাঁর জন্য কষ্টদায়ক; সে তোমাদের মঙ্গলকামী, বিশ্বাসীদের জন্য তিনি দয়ার্দ ও পরম দয়ালু।"

(সূরা তওবা আয়াত ১২৮)

কনফুসিয়াসিজম্ ধর্মে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ঃ

যদিও বলা হয় কন্‌ফিউশাস্ (Kung Fu-tzu) কোন ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর মতে মানবিকাতাই ছিল পরম ধর্ম। কিন্তু প্রকৃত অর্থে তা নয় কন্‌ফিউশাস্ ছিলেন মুহাম্মদ প্রেমী, সত্যসন্ধানী মানুষ। তাই তো তিনি সর্বদা জপতপ করতেন ঃ

"সি ফেং ইউ শিং জিন।"

অর্থ ঃ "পশ্চিমা খন্ডে যথার্থ সাধুর উদয় হইবে।"

(-কৃষ্ণ মোহন বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক বিরচিত কন্‌ফিউশ্যাস্ এর চরিত্র, প্রকাশকাল-১৮৭৭ইং)

জোরাস্টেইন ধর্মে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ঃ

জোরাস্টেইন ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ দসারিত এ মোহাম্মদের আগমন সম্পর্কে বলা আছে ঃ

"যখন পার্শীরা নিজেদের ধর্ম ভুলিয়া গিয়া নৈতিক অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হইবে, তখন আরবদেশে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন-যাঁহার শিষ্যেরা পারশ্যদেশ এবং দুর্ধর্ষ পারশিক জাতিকে পরাজিত করিবে। নিজেদের মন্দিরে অগ্নিপুজা না করিয়া তাহার ইব্রাহিমের কাবা-ঘরের দিকে মুখ করিয়া প্রার্থনা করিবে; সেই কাবা প্রতিমা-মুক্ত হইবে। সেই মহাপুরুষের শিষ্যেরা বিশ্ববাসীর পক্ষে আশীর্বাদ স্বরুপ হইবে। তাহার পারম্য, মাদায়েন, তুস্, বল্‌খ, প্রভৃতি পারশ্যবাসীদের যাবতীয় পবিত্র স্থান অধিকার করিবে। তাহাদের নবী একজন বাগ্মীপুরুষ হইবেন এবং তিনি অনেক অদ্ভুত কথা বলিবেন।"

(দসারিত গ্রন্থ থেকে গৃহীত) (Mohammaad in world Scriptures (1940) by A. Haq Vidyarthi, p-47)

ইসলামপূর্ব আরব সমাজের দিকে তাকালে দসারিত গ্রন্থের বক্তব্যটি সত্যে পরিণত হয়। ইসলামপূর্ব যুগকে বলা হয় আইয়ামে জাহেলীয়াতের যুগ অর্থাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ। ধর্ম বিবর্জিত মানুষ নিজ নিজ গোঁড়ামীর কারণ হেতু অজ্ঞতা ও বর্বরতার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল। এমনকি তারা তাদের সৎ মাকে বিবাহ করতে শুরু করেছিল, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত করব, মদ পান, ব্যভিচার, মূর্তিপূজা, জুয়া খেলা এসবই ছিল তাদের নিত্য দিনের কাজ। ঠিক সেই সময়ে হযরত মুহাম্মদ (স) এসেছিলেন। তিনি অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে আরব সমাজকে মুক্ত করলেন। মাত্র এক শতাব্দীর ব্যবধানে আরবীয়রা গ্রানাডা, পারস্য জয় করল। মক্কা বিজয় সূচিত হল, কাবাঘর থেকে মূর্তি অপসারিত হল।

জেন্দা আবেস্তায় স্পষ্টকরে মোহাম্মদের নাম "আহমদ' উল্লেখ করা আছে ঃ

"আমি ঘোষণা করিতেছি, হে স্পিতাম জরথুষ্ট্র, 'আহমদ' নিশ্চয়ই আসিবেন যাঁহার নিকট হইতে তোমরা সৎ চিন্তু, সৎ বাক্য, সৎ কার্য এবং বিশুদ্ধ ধর্ম লাভ করিবে।"

(জেন্দা আবেস্তা, প্রথম পর্ব ঃ পৃষ্টা-১৬০)

৮. উপসংহার (Conclusion):

মানুষ নিজ হাতে কিতাব রচনা করেছে এবং সেই কিতাবকে আসমানী কিতাব বলে চালিয়ে দিতে চেয়েছে। কিন্তু তাদের সেই কষ্টে লিখা কিতাব তাদেরকে কিছুই দিতে পারেনি-কেবলমাত্র উপহাস আর বিদ্রুপবাণী ছাড়া। হাতে লিখা সেই সমস্ত কিতাব এবং আসমানী কিতাবের মধ্যে সুনিপুনভাবে পার্থক্য নিরুপন করেছে অনুষন্ধিৎসু মানুষ। যাচাই করে নিয়েছে প্রকৃত আসমানী কিতাব, যা তাদের কে দিয়েছে আত্মতৃপ্তি এবং সত্যের শাশ্বত অবারিত পথ। আর যারা কিতার বিকৃতকারী, তাদের প্রাপ্তি শুধু লাঞ্চনা-বঞ্চনা। কিতাব বিকৃতকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেনঃ

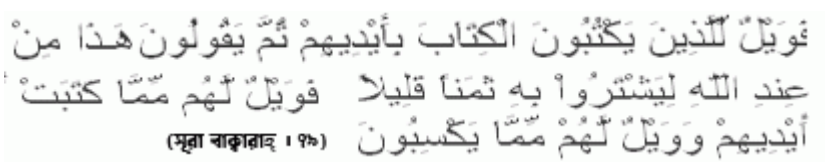
فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـٰذَا مِنْ
عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ
أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ (সূরা বাক্বারাহ্ ঃ ৭৯)

2.79 Then woe to those who write the Book with their own hands, and then say:"This is from Allah," to traffic with it for miserable price!- Woe to them for what their hands do write, and for the gain they make thereby.(*Al-Qur'an, 002.079 (Al-Baqara)*

অর্থ ঃ তাদের জন্য কঠোর শাস্তি আছে যারা নিজ হাতে কিতাব লিখে এবং বলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযীলকৃত। যেন তার বিনিময়ে তারা গ্রহণ করতে পারে তুচ্ছ মূল্য। হাতে রচনা করায় তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি, আর উপার্জিত বস্তুর কারণেও তাদের সর্বনাশ ঘটবে।

(আল-কোরআন, সূরা বাক্বারাহ্ ঃ আয়াত নং ৭৯)

যে সব গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের কাছে কৃতজ্ঞ ঃ

✆ **পবিত্র বাইবেল (পুরাতন নিয়ম ও নূতন নিয়ম)** - বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ৩৯০ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১২১৭, বাংলাদেশ।

✆ **কিতাবুল মোকাদ্দস** - প্রকাশক, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ৩৯০ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১২১৭, বাংলাদেশ।

✆ **ছহীহ্ নূরাণী কোরআন শরীফ** - অনুবাদক মাওলানা ফরিদ উদ্দীন আহম্মদ, মীনা বুক হাউস, কুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

✆ **বোখারী শরীফ** - মূল ইমাম মুহাম্মদ ইব্নে ইসমাঈল বোখারী (রহঃ), অনুবাদক- শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক, মীনা বুক হাউস, কুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

✆ **জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান** - আখতার-উজ-জামান, প্রকাশক, মুহাম্মদ সোহাইল আক্তার চৌধুরী, নোমানিয়া কোরআন মহল, ৭নং বায়তুল মোকাররম, ঢাকা-১০০০।

✆ **শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন - (বড়ু চন্ডীদাস) বসন্তরঞ্জন**-রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত, ২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির হইতে শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা। শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭ হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

✆ **শ্রীমদ্ভগবদগীতা** - শ্রী জগদীশ চন্দ্র ঘোষ, প্রকাশিকা ঃ সুভদ্রা দে (ঘোষ) এম.এস.সি., এম.বি.এ, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩, দুরাভাষঃ ২৪১-৬১৩৮।

✆ **ভগবদ গীতা** - শ্রী স্বামী শিবানন্দ, প্রকাশক ঃ ডিভাইন লাইফ সোসাইটি, শিবানন্দনগর,২৪৯ ১৯২, গেহরীঘরওয়াল, উত্তর প্রদেশ, হিমালয়, ভারত।

✆ **শ্রীরামচরিতামানস**- শ্রীমদ্গোস্বামী তুলশীদাশ, প্রকাশক- গোবিন্দ ভবন কার্যালয়, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর-২৭৩ ০০৫।

✆ **কৃত্তিবাসী রামায়ন** - মহামুনি বাল্মীকি প্রণীত মূল সংস্কৃত গ্রন্থ অনুসরণে মহাকবি কৃত্তিবাস পন্ডিত কর্তৃক অনুবাদিব। প্রকাশকঃ শ্যামাপদ সরকার, কামিনী প্রকাশালয়, ৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন, করকাতা-৭০০০০৯।প্রকাশকালঃ ১৯৯৬ ।

✆ **মনুসংহিতা** - মূল সংস্কৃত মনু, অনুবাদ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশকঃ সুবীরকুমার মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রকাশকালঃ ২০০২ (২য় মুদ্রণ)।

✆ **হিন্দু আইন**- শ্রী দীনেশ চন্দ্র দেবনাথ, প্রকাশনায়ঃ কামরুল বুক হাউস, ৪৬, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার. ঢাকা-১১০০, ফোনঃ ৭১১৫২৮৫, ৭২ শাহী জামে মসজিদ মার্কেট (২য় তলা), আন্দরকিল্লা চট্রগ্রাম-৪০০০ (এজেন্ট)। সপ্তম সংস্করণঃ মে-২০০৪। মুদ্রণেঃ ন্যাশনাল প্রিন্টার্স, ৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা-১১০০।

✆ **হিন্দু আইন**- অধ্যাপক মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রকাশকঃ মোঃ শাহজাহান, সাং নিয়ামতুল্লাহ পুর, থানা ও জেলা- পাবনা।

✆ **কাশীদাসী মহাভারত**- মহামুনি বেদব্যাস প্রণীত মূল সংস্কৃত থেকে পন্ডিত কাশীরাম দাস কর্তৃক বাংলায় অনূদিত, বেণীমাধব শীল ও প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্ন কর্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশকঃ বেণীমাধবশীল, অক্ষয় লাইব্রেরী, ৭৯/১এ,
মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯।

✆ **উপনিষদ** - অতুল চন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, মহেশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত। প্রকাশনাঃ হরফ প্রকাশনী, এ-১২৬,১২৭ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, করকাতা-৭০০০০৭, ফোনঃ ২৪১ ৬৮৯৮। প্রকাশকালঃ ১৯৯৮ (অখন্ড সংস্করণ)

✆ **প্রিয়তম নবী** - শিশির দাস

✆ **পর ধর্মগ্রন্থে শেষ নবী** - মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা, মদীনা পাবলিকেশন্স-এর পক্ষে- মোস্তফা মঈনইদ্দীন খান, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। প্রথম প্রকাশঃ মে ১৯৯১ ঈসায়ী, মুদ্রণেঃ মদীনা প্রিন্টার্স।

✆ **নাস্তিকের যুক্তি খন্ডন**- মুহাম্মদ সিদ্দিক, মদীনা পাবলিকেশন্স-এর পক্ষে- মোস্তফা মঈনইদ্দীন খান, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোনঃ ৭১১৪৫৫৫। প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারী ২০০২ ইং।

✆ **সঞ্চয়**- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বিশ্বভারতী ১৯৭০।

✆ **সঞ্চিতা**- কবি কাজী নজরুল ইসলাম, প্রকাশকঃ আহমেদ মাহমুদুল হক, মাওলা ব্রাদার্স, ৯ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোনঃ ৭১১৯৪৬৩।

✆ **বিশ্ব প্রভূর আসল নাম**- শ্রীঃ নারায়ন চন্দ্র মহন্ত (বর্তমান নাম ক্বারী ডাঃ মোঃ আবদুল্লাহ্ আল আনছারী), প্রকাশকালঃ মার্চ ২০০৫। মুদ্রণেঃ ভাই ভাই অফসেট প্রেস এন্ড কম্পিউটার, ষ্টেশন রোড, জয়পুরহাট-৫৯০০।

✆ **অগ্নি পুরাণ** (http://www.indiadivine.org, Copyright © 2003 IndiaDivine Communications)

✆ **সূর্য পুরাণ** (Surya purana)

✆ **কল্কি অবতার আওর মোহাম্মদ সাহেব**- দেব প্রকাশ উপাধ্যায় এম,এ (সংস্কৃত বেদ), রিসার্চস্কলায়, সংস্কৃত বিভাগ, প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়।

✆ **সামবেদ সংহিতা** -

✆ **উত্তরায়ণ বেদ**

✆ **পদ্ম পুরাণ** - রাধানাথ রায় চৌধুরী, প্রকাশক- শ্রীঅরুচন্দ্র মজুমদার, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯। প্রকাশকাল- জুলাই, ২০০০।

✆ **বিষ্ণু পুরাণ** - মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রতণীত মূল সংস্কৃত থেকে শ্রীবেণীমাধব শীল (ডক্টর অফ ধর্ম, বেনারস) কর্তৃক পদ্যচন্দে অনুবাদিত, অক্ষয় লাইব্রেরী, ৭৯/১এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত। প্রকাশকাল- ১৪১০ সাল (বাংলা)।

✆ **ভবিষ্য পুরাণ**- কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বা বেদব্যাস রচিত

✆ **কল্কি পুরাণ**- শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিরচিত, পন্ডিত শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্তৃক অনূদিত এবং পন্ডিত শ্যামাচরণ সাংখ্যবেদান্ত তীর্থেন কর্তৃক পরিদৃষ্ট। প্রকাশকঃ রাজেন্দ্র লাইব্রেরী, ১৩২, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড, কলকাতা-৭০০০০১।

✆ **এ ব্রিফ হিসট্রি অব টাইমস** (কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস) - স্টেফেন হকিংস্স, পৃষ্ঠা -১৮১।

✆ **সিমব্যায়োটিক ইউনিভার্স** - জর্জ গ্রীনিস্টাইন।

✆ **বাংলা সংসদ অভিধান** - শৈলেন্দ্র বিশ্বাস এম .এ কর্তৃক সংকলিত, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত কর্তৃক সংশোধিত, প্রকাশক ঃ দেবজ্যোতি দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা লি, ৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯।

✆ **ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ** - ড. সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, প্রকাশক- মঈনুল হাসান, সচিব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর ২০০০)

✆ **বৌদ্ধ সাহিত্য**- চৌধুরী, বিনয়েন্দ্র নাথ, মহাবোধি বুক এজেন্সী, ৪এ বঙ্কিম চ্যাটাজী স্ট্রীট, কলিকাতা, প্রকাশকাল- ১৯৯৫।

✆ **হযরত মুহাম্মদ (স) সম্পর্কে বাইবেলের বক্তব্য** - আহমদ দীদাত অনুবাদ- মাহাসিনিল ইসলাম, সম্পাদনায়- এ.এন.এম সিরাজুল ইসলাম, প্রকাশনায়- এ.বি.এম.এ. খালেক মজুমদার, পরিচালক- আধুনিক প্রকাশনী, ২৫ শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন- ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২।

✆ **নবীর কুরআনী পরিচয়** - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ), অনুবাদ- আবদুস শহীদ নাসিম, প্রকাশনায়- এ.বি.এম.এ. খালেক মজুমদার, পরিচালক- আধুনিক প্রকাশনী, ২৫ শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন- ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২।

✆ **বেদ-পুরাণে আল্লাহ্ ও হযরত মোহাম্মদ** - ধর্মাচার্য অধ্যাপক ড. বেদপ্রকাশ উপাধ্যায় এম.এ (সংস্কৃত) বেদ. ডি.ফিল, ধর্মাচার্য ডিপ কর্তৃক প্রণীত, অনুবাদ- অধ্যাপক ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন ও ড. গৌরী ভট্টাচার্য এ.এম.পি. এইচ.ডি (কলিকাতা), প্রকাশক- মোহাম্মদ শামসুজ্জামান, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রকাশনা পরিচালক, মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

✆ **অমুসলিমদের প্রতি মহাসত্যের ডাক** - খন্দকার আবুল খায়ের, প্রকাশক- খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির, খন্দকার প্রকাশনী, বুকস্ এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

✆ **মুনসী মেহেরুল্লাহ রচনাবলী (২য় খন্ড)**- নাসির হেলাল সম্পাদিত, প্রকাশক- মুনসী মেহেরুল্লা ফাউন্ডেশন, ১/জি/৯, মীরবাগ, ঢাকা-১২১৭, প্রকাশকাল-ফেব্রুয়ারী ২০০৩।

✆ **কালিমা তাইয়িবা**- মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন, প্রকাশনায়- এ.বি.এম.এ. খালেক মজুমদার, পরিচালক- আধুনিক প্রকাশনী, ২৫ শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন- ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২।

✆ **কুরআন কি আল্লাহর বানী নয়?**- আতাউর রহমান সিকদার, প্রকাশনায়- এ.বি.এম.এ. খালেক মজুমদার, পরিচালক- আধুনিক প্রকাশনী, ২৫ শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন- ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২।

✆ **ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ**- সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, প্রকাশক- শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯, প্রকাশকাল- ২০০৩।

Web references (ইন্টারনেট সূত্রাবলী):

➥**RIG VEDA**

www.dhynasanjivani.org
© Copyright 2003 Dhyansanjivani.

➨**SAMA VEDA**
www.dhynasanjivani.org
© Copyright 2003 Dhyansanjivani

➨**Abdul Haq Vidyarthi, "Muhammad in World Scriptures,"** Adam Publishers, 1990. (includes chapters on Zoroastrian and Hindu Scriptures)

➨**A.H.Vidyarthi and U. Ali, "Muhammad in Parsi, Hindu & Buddhist Scriptures,"** IB.

➨**Basic Beliefs of Hinduism & Islam**
By: Ishuq Zahid
http://www.islam101.com

➨**Causes Of The End Of The World**
http://seattlepi.nwsource.com/lifestyle/relg28.shtml
http://www.submission.org/end.html

➨**PROPHECIES IN HINDU SCRIPTURES**
http://imrannazir.tripod.com

➨**Muhammad In Hindu Scripts**
http://www.fortunecity.com/marina/commodity/1089/index.htm

➨**Islam and Mohammed The Prophet**
*By **Prof. K. S. Ramakrishna Rao**, Head of the Department of Philosophy, Government College for Women University of Mysore, Mandya-571401 (Karnatika).*

➨**Prophecies Of Scriptures Fulfilled**
Beginning 'in the name of Allah' is a miracle
by Maulana Abdul Haq Vidyarthi
(The Light & Islamic Review : Vol.71; No. 1-2; Jan-Apr 1994; p. 5-8)
http://www.geocities.com/WestHollywood/Park/6443/Hindu/fulfilled.html

➨**Muhammad (Peace Be Upon Him) In Hindu Scripture**
http://www.geocities.com/islamicmiracles/muhammad_peace_be_upon_him.htm

➨**Prophet Muhammad peace be upon him in "non-idol worshiping" Hindu Religion Books:**
http://www.answering-christianity.com
http://www.answering-christianity.com/muhammad.htm
http://www.aol40.com

➨**Prophet Muhammad in Hindu Scripture**
By Muhammad al-Faruque

➨**Prophet Muhammad in Hindu Scripture**
DR. Z. HAQ
www.central-mosque.com

➨**Prophet Muhammad in Hindu Scriptures?**
By M. N. Anderson

➨**PROPHET MUHAMMAD (Sallallaahu Alayhi Wasallam) in HINDU SCRIPTURES**
by DR. Z. HAQ
http://www.alinaam.org.za

➨**Prophet Muhammed in Hindu Scriptures**
by By: Prof. Pundit Vaid Parkash
Translated: Mir Abdul Majeed

➨**Prophet Muhammed in Hindu Scriptures: Hinduism Discussion Deck**
http://carolinanavy.com

➨**Prophet Muhammad (pbuh) in Hindu Scriptures**
Research: Prof. Pundit Vaid Parkash
Translated: Mir Abdul Majeed

➨**Muhammad (saw) in Hindu Scripture**
http://www.therevival.co.uk

➨**WHY A HINDU SHOULD BECOME A MUSLIM**
http://www.alinaam.org.za

➨**Is Muhammad predicted in Hindu Scriptures?**
http://answering-islam.org/Hoaxes/kalkiavatar.html

➨**Bhavishya Purana calls Mohamed a wicked man**
http://www.indiadivine.org/bhavishya-purana2.htm

➨**Allah and Muhammd in Hindu Religion**
http://saifur.tripod.com

➨Is Muhammad Predicted in Hindu Scriptures?
Some Comments on the Thoughts of Pundit Vedaprakash Upadhyay

➨**More Prophecies in Hindu Scriptures**
http://saifur.tripod.com

➨**Kenopanishad**
Translation and commentary
By Sri C. Rajagopalachari
Abridged

➨**Taittiriya Upanishad**
Translation and commentary
By Sri C. Rajagopalachari
Abridged

Aitareya Upanishad
Translation by Professor D.S.Sarma

Chhandogya Upanishad
Translation and commentary
By Sri C. Rajagopalachari, Abridged

Mundaka Upanishad
Translation and commentary
By Sri C. Rajagopalachari
Abridged

Svetasvatara Upanishad
Translation and commentary
By Sri C. Rajagopalachari
Abridged

Brihadaranyaka Upanishad
An Introduction
Excerpts from the writings of
Swami Nikhilananda
Ramakrishna-Vivekananda Center, New York

Brihadaranyaka Upanishad
http://sanatan.intnet.mu/upanishads/brihadaranyaka.htm

Kalki Was Born

http://www.hindu-religion.net

Religion and Religious Issues
Kalki Autar
Pundit Vaid Parkash
http://islamic-paths.org

The Appearance of Kalki Avatar
(August 17, 1999)
http://www.avatara.org

Kalki Maha Avatar
Gurudev Shri Lahari Krishna
http://www.geocities.com/lahari_krishna/page1.html

Yajur Veda
http://www.swaveda.com
Swaveda
A forum for Indian Studies

যাদের কাছে একান্তভাবে কৃতজ্ঞ ঃ

ডা. আজগর হোসাইন (হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ)
তছলিমা আকতার হোপ
শ্রাবণী বর্মন (চিড়ির বন্দর, দিনাজপুর)
মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম (যশোহর)

যোগাযোগঃ

ই-মেইল ঃ devota360@yahoo.com,
gurudevgi@yahoo.com
ওয়েব সাইট ঃ http://www.devota.co.nr

টীকাঃ

১. We[1] = ইংরেজী অনুবাদে 'উই' বলা হয়েছে- যার অর্থ আমরা। আরবীতে 'আমরা' শব্দটি সম্মানসূচক সর্বনাম। 'আমি' শব্দের সম্মানিত রুপ।

২. যেখানে হযরত মুহাম্মদ (স) এর নাম আছে সে সব স্থানে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' পড়তে অনুরোধ করছি।

৩. যে সব স্থানে মুসা (আঃ) এর নাম আছে সে সব স্থানের 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম' পড়তে অনুরোধ করছি।

৪. যে সব স্থানে ঈসা (আঃ) এর নাম আছে সে সব স্থানের 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম' পড়তে অনুরোধ করছি।

৫. কোরআনের যে কোন বাণী (আয়াত) পাঠ করার পূর্বে 'বিসমিল্লা-হির্ রাহ্মা-নির্ রাহীম্' পড়তে অনুরোধ করছি।

- ✓ **এ গ্রন্থ তাদের জন্য যারা ধর্ম বিশ্বাস করেন না।**
- ✓ **এ গ্রন্থ তাদের জন্য যারা ধর্মে বিশ্বাস করেন।**
- ✓ **এ গ্রন্থ তাদের জন্য যারা বহুঈশ্বরবাদী... তাদের জন্য যারা মুহাম্মদ (স) এর বিরুধী... তাদের জন্য যারা কোরআন ভিন্ন অন্য কিতাবের অনুসারী।**
- ✓ **এ গ্রন্থ তাদের জন্য যারা একেশ্বরবাদী...তাদের জন্য যারা কিতাব বিকৃতকারী... তাদের জন্য যারা তৌরাত ও ইঞ্জিলের অনুসারী।**
- ✓ **এ গ্রন্থ তাদের জন্য যারা প্রকৃত সত্যের সন্ধান করছেন... যারা পথভ্রষ্ট... তাদের জন্য যারা স্রষ্টার স্বরুপের খোঁজে নিরন্তর ছুটে চলেছেন।**

* **“তারা বলছে ঃ তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরনকে ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগূছ, ইয়াউক ও নসরকে।” (সূরা নূহ-৭১, আয়াত- ২৩)**

* **“ যখন তাদের কাে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব এসে পৌছাল, যা সে বিষয়ের সত্যায়ন করে, যা তাদের কাছে রয়েছে এবং তারা পূর্বে করত। অবশেষে যখন তাদের কাছে পৌঁছাল যাকে তারা চিনে রেখেছিল, তখন তারা তা অস্বীকার করে বসল। অতএব, অস্বীকারকারীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।” (সূরা বাকারা-৮৯)**